বার্ষিক মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০২০

২৫ জানুয়ারি ২০২১

মুখবন্ধ

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে *অধিকার* জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় নিরলসভাবে সংগ্রাম করে চলেছে। মানবাধিকার কর্মীদের সংগঠন হিসেবে *অধিকার* রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এর বিষয়ে প্রচারাভিযান চালানো, প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখবার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট থেকেছে। *অধিকার* দলমত নির্বিশেষে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়ায় এবং ভিকটিমদের নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার লাভের জন্য প্রচারাভিযান চালায়।

বর্তমানে দেশে কর্তৃত্ববাদী সরকার ব্যবস্থা চালু রয়েছে এবং এর প্রভাবে ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে। *অধিকার এর* সবচেয়ে বড় শক্তি হলো সারাদেশে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকারকর্মীসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত মানবাধিকার কর্মী এবং সংগঠনগুলো। তথ্যানুসন্ধান, দেশের বিভিন্ন জেলার মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে *অধিকার* প্রতি তিন মাসে একটি করে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ২০২০ সালে প্রতি তিন মাসে *অধিকার* এর প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোর সংক্ষিপ্তরূপ এই বার্ষিক মানবাধিকার প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে।

অধিকার তার মানবাধিকার সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে গিয়ে ২০১৩ সাল থেকে চরম রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও হয়রানির সম্মুখিন হচ্ছে। রাষ্ট্রের ক্রমাগত হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও *অধিকার* আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মানদণ্ড অনুযায়ী মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলো তার প্রতিবেদনে আলোকপাত করে আসছে। উল্লেখ্য, মতপ্রকাশ ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ব্যাহত হওয়ায় এবং সংবাদমাধ্যমগুলোর সেল্ফসেন্সরশিপের কারণে একদিকে বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো স্বাভাবিক গতিতে সংবাদ মাধ্যমগুলোতে স্থান পায়নি, অন্যদিকে ভুক্তভোগীরা নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁদের ওপর সংঘটিত অনেক গুরুতর ঘটনা প্রকাশ করার ব্যাপারে ভীত থেকেছেন। ফলে এই প্রতিবেদনে প্রদত্ত পরিসংখ্যানের তুলনায় প্রকৃত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অনেক বেশী ছিল।

অধিকার দেশী-বিদেশী সমস্ত মানবাধিকারকর্মী, সহযোগী সংগঠন এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে, যাঁরা *অধিকারকে* সহযোগিতা করেছেন এবং *অধিকার এর* সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছেন। এই সহযোগিতা ও সংহতি *অধিকার এর* মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে সংগঠিত সংগ্রামকে শক্তিশালী ও সোচ্চার করেছে।

অধিকার ওয়েবসাইট: www.odhikar.org
ফেসবুক: Odhikar.HumanRights
টুইটার: @odhikar_bd

সূচীপত্র

সারসংক্ষেপ ৫
মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২০ .....১০
ক. সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান.....১১
বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ১১
নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচনী ব্যবস্থা ১২
ব্যাপক দুর্নীতি ও দুর্নীতি দমন কমিশন ১৬
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ১৮
খ. রাষ্ট্রীয় বাহিনীর নিপীড়ন ও দায়মুক্তি.....১৮
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড.....১৮
ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধ ১৯
নির্যাতনে মৃত্যু ২০
গুলিতে মৃত্যু ২০
পিটিয়ে হত্যা.....২০
নিহতদের পরিচয় ২০
গুম.....২২
আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হাতে নির্যাতন, অমানবিক আচরণ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জবাবদিহিতার অভাব ২৪
গণপিটুনিতে মৃত্যু ২৭
মৃত্যুদণ্ড ২৮
গ. মতপ্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ এবং নিবর্তনমূলক আইন.....২৯
নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮..... ৩০
সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ৩৪
ঘ. বিরোধী রাজনৈতিক দল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর দমন-পীড়ন এবং সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা..... ৩৫
ক্ষমতাসীনদলের সহিংসতা ও দুর্বৃত্তায়ন ৩৮
কারাগার ও শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে মানবাধিকার লংঘন ৪০
ঙ. শ্রমিকদের অধিকার.....৪২
তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা.....৪২
রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল ও চিনিকল বন্ধ ৪৩
অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) শ্রমিক ৪৪

অভিবাসী শ্রমিকদের অবস্থা ৪৫
অবৈধ অভিবাসন ও রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা ৪৬
চ. ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির মানবাধিকার লঙ্ঘন ৪৭
ছ. নারীর প্রতি সহিংসতা ৪৮
পারিবারিক সহিংসতা ৪৮
বাল্যবিবাহ ৪৯
ধর্ষণ ৪৯
যৌন হয়রানি/বখাটেদের দ্বারা উত্ত্যক্তকরণ ৫১
যৌতুক সহিংসতা ৫১
এসিড সহিংসতা ৫২
জ. বাংলাদেশ ও এর প্রতিবেশী সংক্রান্ত বিষয় ৫৩
ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি ৫৩
রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির পরিস্থিতি ৫৭
মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা ৬০
সুপারিশসমূহ ৬১
Appendix: 63
Statistics on Human Rights Violations between 2009 and 2020 63

সারসংক্ষেপ

১. ২০২০ সালের এপ্রিল মাস থেকে বাংলাদেশে কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতি ব্যাপক আকার ধারণ করে। এই মহামারীর মধ্যেও ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে, যা এই প্রতিবেদনে আলোকপাত করা হয়েছে। এতে পর্যালোচনা করা হয়েছে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার লঙ্ঘনসহ রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, জীবনের অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো। জাতিসংঘের ৯টি মূল মানবাধিকার সনদের মধ্যে বাংলাদেশ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি, নির্যাতন বিরোধী সনদসহ ৮টি মূল মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ/চুক্তি অনুস্বাক্ষর করেছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত সংক্রান্ত রোম সংবিধিতেও অনুস্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ। এই সনদ/চুক্তির বাধ্যবাধকতা অনুসরন না করার কারণে ২০২০ সালে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল অবনতিশীল।

২. আওয়ামী লীগ সরকার পরিকল্পিতভাবে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণের মাধ্যমে তাদের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করে দেশে কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা চালু করেছে। সরকার নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোকেও তার রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজে ব্যবহার করেছে। এমনকি বিচার বিভাগকেও সরকার নিয়ন্ত্রণ করছে বলে অভিযোগ রয়েছে।[১] নির্বাচন কমিশনের অধীনে ২০১৪[২] এবং ২০১৮[৩] সালে অনুষ্ঠিত প্রহসনমূলক জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে দিয়েছে। ২০২০ সালে সংসদের যেসব উপ-নির্বাচন ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানেও সরকার ও নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রতি আস্থা না থাকায় ভোটাররা ভোট দিতে আর আগ্রহ দেখাননি। অধিকাংশ ভোটকেন্দ্রই ছিল ভোটার শূন্য। ফলে সরকারীদল ব্যাপক অনিয়ম-জালিয়াতির মাধ্যমে তাদের প্রার্থীদের বিজয়ী করেছে।

৩. কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস বাংলাদেশে ব্যাপক আকার ধারন করে এবং বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দৈন্যদশা প্রকট হয়ে ওঠে। কোভিড-১৯কে কেন্দ্র করে কার্যকর তথ্য এবং উপযুক্ত সিদ্ধান্তের অভাবে স্বাস্থ্য অধিকার, সুরক্ষা ও কর্মসংস্থানের মত বিষয়গুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরকারী হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫১৩৫১০ ব্যক্তি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এরমধ্যে ৭৫৫৯ জন মারা গেছেন।[৪] এই মহামারীর সময় স্বাস্থ্য খাতসহ অন্যান্য সেক্টরে দুর্নীতি ব্যাপক আকার ধারণ করে। স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় উচ্চ পদস্থ ডাক্তারদের বদলি এবং অফিসার অন স্পোশাল ডিউটি (ওএসডি) করা হয়।

৪. ২০২০ সালে সরকার নাগরিকদের বাক, চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে। এই সময় সরকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে ব্যাপক নজরদারির মধ্যে নিয়ে আসে। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় সরকারের ব্যর্থতার সমালোচনা করায় এবং ক্ষমতাসীনদলের উচ্চ

---

[১] ২০১৭ সালে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় অধস্তন আদালতের বিচারকদের চাকরির শৃংখলা বিধিমালার গেজেট প্রকাশ করে। এই বিধিমালায় বলা হয়েছে, অধস্তন বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়গুলো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। মূলতঃ সরকারের হাতে নিয়ন্ত্রণ রেখেই অধস্তন আদালতের বিচারকদের চাকরির শৃঙ্খলা বিধিমালা তৈরি করা হয়।

[২] প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল (বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ) পরস্পরের প্রতি ক্রমাগত বিদ্বেষ, অবিশ্বাস ও সহিংসতার ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ বিরোধীদলে থাকাকালীন ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সময়ে তাদের নেতৃত্বাধীন জোট ও জনগণের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত হয় যা ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে। অথচ ২০১১ সালে কোন রকম গণভোট ছাড়াই এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর সমস্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার মধ্যে দিয়ে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনী এনে আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার বিধান বলবৎ করে। এর ফলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বর্জন সত্ত্বেও একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই সংসদ নির্বাচনে জনগণ তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং ১৫৩ জন সংসদ সদস্য ভোটগ্রহণের আগেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

[৩] এই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে আধিকাংশ ভোটকেন্দ্রে আগের রাতে ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্সে ভরে রাখা, জাল ভোট দেয়া, ভোটারদের প্রকাশ্যে ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থীকে ভোট দিতে বাধ্য করা, কেন্দ্র দখল ও বিরোধীদল মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের আটক ও বের করে দেয়া এবং ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ অন্যান্য অনিয়মের ঘটনা ঘটে যা ছিল নজিরবিহীন।

[৪] https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bangladesh/

পর্যায়ের ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সদস্য, ক্ষমতাসীনদলের সংসদ সদস্য, মন্ত্রী, এমনকি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখা বা কোন পোস্টে 'লাইক/শেয়ার' দেয়ার কারণে ভিন্নমতের অনুসারী, লেখক, ব্লগার, বিরোধীদলের নেতাকর্মী, শিক্ষক, কার্টুনিস্ট, সাংবাদিক, মসজিদের একজন ইমাম, আইনজীবী এমনকি শিশুসহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষকে এবং 'ধর্মীয় অনুভুতিতে' আঘাত দেয়ার অভিযোগে অনেকের বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এই সময়ে সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ কে আরো কঠোরভাবে প্রয়োগ করার লক্ষ্যে এই আইনের বিধিমালা[৫] জারি করেছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা ও ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা এইসব মামলা দায়ের করেছে এবং আদালতগুলো ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের জামিন দিতে অস্বীকার করেছে।

৫. সরকার বিভিন্নভাবে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করায় বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাংবাদিকদের সেল্ফ সেন্সরশিপ প্রয়োগ করতে বাধ্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সংবাদ প্রকাশ করার জেরে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই সময়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে সাংবাদিকরা সরকারিদলের সমর্থক দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হয়ে হতাহত হয়েছেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানোয়াট মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা ২০১৩ সাল থেকে সরকার বন্ধ করে রেখেছে। দেশে আমার দেশ পত্রিকা প্রকাশিত হতে না পেরে যুক্তরাজ্যের লন্ডন থেকে একটি অনলাইন পোর্টাল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও বিটিআরসি নিউজ পের্টালটি ব্লক করে দেয়।[৬]

৬. ২০২০ সালেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা কোন জবাবদিহিতার তোয়াক্কা না করে দেশের নাগরিকদের গুম, বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা এবং নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনমূলক ঘটনায় জড়িত হয়েছে। 'বন্দুকযুদ্ধের/ক্রসফায়ারের' নামে সাধারণ মানুষদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। এই সময়ে আইন প্রয়োগকারী ও নিরাপত্তা সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে গুলি করে হত্যা,[৭] রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করে হত্যা এবং অমানবিক আচরণ করে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি আদায়,[৮] নির্যাতন[৯] ও গুলি করে হত্যা, ক্রসফায়ারে হত্যার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়[১০], নিরীহ নাগরিকদের আটক করে তাঁদের পকেটে মাদকদ্রব্য ঢুকিয়ে দিয়ে মিথ্যা

---

[৫] https://bcc.gov.bd/sites/default/files/files/bcc.portal.gov.bd/page/bdb0a706_e674_4a40_a8a8_7cfccf7e9d9b/2020-10-16-17-08-66d778e039591e0aa7302996e47f7216.pdf

[৬] এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২০; http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-STM-018-2020/

[৭] প্রথম আলো, ৪ মার্চ ২০২০

[৮] ৪ জুলাই নারায়ণগঞ্জ শহরের দেওভোগ এলাকার গার্মেন্টস শ্রমিক জাহাঙ্গিরের মেয়ে জিসা মনি (১৪) নিখোঁজ হন। মেয়েকে খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে জাহাঙ্গীর ৬ অগাস্ট নারায়ণগঞ্জ সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। এই ঘটনায় খলিল মাঝি, আবদুল্লা ও রকিবকে নারায়ণগঞ্জ সদর থানার এসআই শামীম মোহাম্মদ গ্রেফতার করে এবং তাঁদের ওপর নির্যাতন করে কিশোরীকে ধর্ষণের পর হত্যা করে শীতলক্ষ্যা নদীতে ফেলে দিয়েছে বলে আদালতে স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করে। কিন্তু গত ২৩ অগাস্ট কিশোরী জিসা মনিকে তাঁর স্বজনরা জীবিত অবস্থায় থানায় নিয়ে আসলে ঘটনাটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়।[৮] খলিল মাঝির বাবা আব্দুল গফুর জানান, রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করবে না বলে এসআই শামীম তাঁদের কাছ থেকে ৬ হাজার টাকা নেয়। কিন্তু শামীম রিমান্ডে তাঁর ছেলেকে নির্যাতন করে এবং ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে আদালতে স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করে। প্রথম আলো, ২৬ অগাস্ট ২০২০ https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=6&edcode=71&pagedate=2020-08-26

[৯] ৩ জুন বিকেলে ইমরান হোসেন নামে তরুণ যশোরের চৌগাছা উপজেলার সাবুয়া বাজার এলাকা থেকে ইজিবাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন। ইজিবাইকটি যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পৌঁছালে সাজিয়ালী ফাঁড়ির পুলিশ সদস্যরা ইজিবাইকটি থামায় এবং তাঁর পাশে বসা একটি ছেলের ব্যাগ তল্লাশি করা শুরু করে। এই সময় ইমরান হোসেন ভয় পেয়ে দৌড় দিলে পুলিশও তাঁর পেছনে পেছনে দৌড়ে এসে তাঁকে আটক করে। এরপর পুলিশ সদস্যরা তাকে বেদম মারপিট করলে তিনি অচেতন হয়ে পড়ে। এরপর জ্ঞান ফিরলে পুলিশ তার পকেটে গাঁজা ঢুকিয়ে দিয়ে তাঁকে আটকের কথা বলে। পরে তার বাবা নেছার আলী এসে ৬ হাজার টাকা দিয়ে পুলিশের কাছ থেকে ইমরানকে ছাড়িয়ে নেয়। রাতেই ইমরান মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লে ৪ জুন সকালে তাকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসক জানিয়েছেন, ইমরান হোসেনের দুইটি কিডনির অবস্থাই খুব খারাপ। তাঁর কিডনি ডায়ালাইসিস করা হয়। প্রথম আলো, ৯ জুন ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1661672/

[১০] ২৯ জানুয়ারি ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জের কাপড় ব্যবসায়ী সোহেলকে কালীগঞ্জে তাঁর দোকান থেকে সাদা পোশাকধারী ঢাকা জেলা (দক্ষিণ) গোয়েন্দা পুলিশের সদস্য এসআই সৈয়দ মাহমুদুল ইসলাম, এএসআই ফরহাদ আলী, কনস্টেবল মোহাম্মদ রাজিব আহমেদ, মোহাম্মদ সুমন, মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার, মোহাম্মদ রাসেল ও মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসন আটক করে। এরপর লুটেরচর এলাকায় নিয়ে গিয়ে তাঁকে ক্রসফায়ারের হুমকি দিয়ে সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা আদায় করে ছেড়ে দেয়। ঘটনার প্রতিকার চেয়ে সোহেল ঢাকা জেলা পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ করলে গোয়েন্দা পুলিশের (দক্ষিণ) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নজরুল

মামলা দায়ের,[১১] মূল অভিযুক্তের পরিবর্তে নিরাপরাধ নাগরিকদের গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো, হয়রানি, শিশুদের[১২] মামলায় অভিযুক্ত করা, আটক বাণিজ্য এবং চাঁদা আদায়সহ বিভিন্ন অভিযোগ এসেছে।

৭. বাংলাদেশে ফৌজদারি আইনগুলোতে মৃত্যুদণ্ডের বিধান বিদ্যমান রয়েছে এবং মৃত্যুদণ্ড স্থগিতের ক্ষেত্রে সরকার কোন আগ্রহই দেখায়নি। বরং ধর্ষণ মামলায় সর্বোচ্চ শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান যুক্ত করা হয়েছে। হত্যার অভিযোগে ২০২০ সালে দুই ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

৮. অকার্যকর বিচার ব্যবস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়মুক্তি এবং দুর্নীতির কারণে প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা বেড়েছে। এই বছরে গণপিটুনিতে মানুষ হত্যার অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে। গণপিটুনী দিয়ে হত্যা করা ব্যক্তিদের মধ্যে নৈশপ্রহরী ও দিনমজুরও রয়েছেন।

৯. ২০২০ সালে সারাদেশে আওয়ামী লীগ ও তার অংগসংগঠন ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা, অপহরণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে মারধর, শিক্ষার্থী ও সাধারণ নাগরিকদের ওপর নৃশংসতা ও নারীদের ওপর সহিংসতাসহ বিভিন্ন ধরনের দুর্বৃত্তায়নের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের কারণে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ায় প্রাণহানীর ঘটনাও ঘটেছে। এইসব সংঘর্ষে আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিভিন্ন মারণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে।[১৩] এই সময়ে ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে করোনা মহামারীতে বিধ্বস্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য বরাদ্দকৃত ত্রাণ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। এই ত্রাণকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীনদলের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের অনেকগুলো ঘটনাও ঘটেছে।

১০. দেশের কারাগারগুলো ও কিশোর অপরাধীদের বন্দি রাখার শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম, দুর্নীতি ও বন্দিদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দুর্নীতি ও দায়মুক্তির কারণে অনেক নিরপরাধ নাগরিককে আটক করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। ফলে এই সময়ে কারাগারগুলোতে অতিরিক্ত বন্দি থাকায় মানবিক বিপর্যয় দেখা দেয়ায় অনেক বন্দি কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কারাগারগুলোতে চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ও চিকিৎসকের ব্যাপক সঙ্কট থাকার কারণে অধিকাংশ বন্দি চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং অনেকে মারাও গেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। অতিরিক্ত বন্দি থাকা এবং সঠিক সেনিটেশন ব্যবস্থা না থাকার কারণে অনেক বন্দি কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে।[১৪] কারাগারগুলোর মতো শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রগুলোতেও কিশোর বন্দিদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে এবং সেসব কেন্দ্রগুলোতে ধারণ ক্ষমতার চেয়ে দেড়গুণ বেশি বন্দি আটক রাখা হয়।[১৫] ১৩ অগাস্ট যশোর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে চুল কাটাকে কেন্দ্র করে

ইসলামকে ঘটনাটি তদন্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়। পরবর্তীতে তদন্ত প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত সাত পুলিশ সদস্যকে ডিবি থেকে প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়।https://www.jugantor.com/country-news/273561

[১১] প্রথম আলো, ১১ অগাস্ট ২০২০, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/সিগারেট-খাওয়ার-অপরাধে-গ্রেপ্তার-পরে-পুলিশকে-সাড়ে; নয়াদিগন্ত, ১১ অগাস্ট; https://www.dailynayadiganta.com/city/520731

[১২] পশ্চিম ঝালকাঠি এলাকায় কামরুল ইসলাম বাচ্চু তাঁর ছেলে ইয়াদিন ইসলামকে মারধর এবং টাকা ও মালামাল ছিনতাইয়ের অভিযোগে ২০১৯ সালের ২৪ মে সদর থানায় মোহাম্মদ শাওন ও মোহাম্মদ শামীমের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সদর থানার এসআই মন্টু মিয়া ছয় বছরের মোহাম্মদ শাওনকে ২৮ বছর উল্লেখ করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে। ২০২০ সালের ২০ জানুয়ারি ঝালকাঠি জেলা ও দায়রা জজ আদালতে শিশু মোহাম্মদ শাওনকে একটি ফৌজদারী মামলায় হাজির করা হলে আদালত মোহাম্মদ শাওন এর বয়স বিবেচনা করে তাকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়। https://www.dailynayadiganta.com/last-page/473886

[১৩] প্রথম আলো, ১৮ জুলাই ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2020-7-18&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[১৪] ডেইলি স্টার, ১১ মে ২০২০; https://www.thedailystar.net/coronavirus-live-update-23-prison-guards-2-inmates-test-covid-19-positive-1901596

[১৫] প্রথম আলো, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২০, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/শিশু-উন্নয়ন-কেন্দ্রগুলোর-অচল-দশা

বিরোধের সূত্র ধরে ঐ কেন্দ্রের পাঁচ কর্মকর্তার নেতৃত্বে ১৮ জন কিশোর বন্দীর ওপর নির্যাতন চালানো হলে তিন কিশোর নিহত এবং ১৫ জন গুরুতরভাবে আহত হয়।[১৬]

১১. ২০২০ সালেও বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সভা-সমাবেশ করার অধিকার সংকুচিত করা অব্যাহত ছিল। এই সময়ে সরকার বিরোধীদলের নেতাকর্মীসহ সমর্থকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও গ্রেফতারসহ বিভিন্নভাবে দমন-পীড়ন অব্যাহত রাখে। বিরোধী রাজনৈতিকদল ও সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনকারী সংগঠনের মিছিল সমাবেশে বাধা ও হামলার ঘটনা ঘটেছে। ঘরোয়া বৈঠক থেকেও বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের আটক করে তথাকথিত নাশকতা করার পরিকল্পনার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মতপ্রকাশ এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক দমন-পীড়নের ফলে বিরোধীদলের অনেক নেতাকর্মীই বিদেশে রাজনৈতিক আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। বিদেশে রাজনৈতিক আশ্রয় নেয়া বাংলাদেশী মানবাধিকারকর্মী পিনাকী ভট্টাচার্য ও একেএম ওয়াহিদুজ্জামান, সাংবাদিক তাসনিম খলিল এবং ব্লগার আসাদ নূরের দেশে অবস্থানরত স্বজনদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা জিজ্ঞাসাবাদের নামে হয়রানি করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

১২. ২০২০ সালে শ্রমিকদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। এই সময়ে আনুষ্ঠানিক (ফরমাল) এবং অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) এই দুই সেক্টরের শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছেন। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির সময় (২৬ মার্চ - ৩০ মে ২০২০) বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকরা কর্মহীন হয়ে পড়েন। ফলে পরিবার-পরিজন নিয়ে তাঁরা অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটান। এই সময়ে সারাদেশে ত্রাণ বিতরণকালে ব্যাপক দুর্নীতি পরিলক্ষিত হয়। উপরন্তু শিল্প কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই এবং সেই সঙ্গে সঠিক সময়ে বেতন না দেয়ারও অনেক ঘটনা ঘটেছে। এই সময়ে তৈরি পোশাক কারখানা, চিনিকল এবং পাটকলসহ বিভিন্ন কারাখানা বন্ধ করে দেয়া হয়। এই সব কারখানার ও চা বাগানের শ্রমিকরা কারখানা বন্ধ, শ্রমিক ছাঁটাই এবং বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ ও সভা-সমাবেশ করেন। এই সময়ে ন্যায়সংগত দাবি আদায়ে বিক্ষোভরত শ্রমিকদের ওপর পুলিশের সঙ্গে কারখানার মালিকপক্ষের দুর্বৃত্তরাও হামলা করেছে এবং পুলিশের গুলিতে পোশাক কারখানার একজন শ্রমিক নিহত হয়েছেন।

১৩. বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখার ক্ষেত্রে অভিবাসী শ্রমিকদের ব্যাপক অবদান থাকলেও প্রবাসী শ্রমিকরা দেশে ফেরার পর বাংলাদেশের বিমানবন্দরগুলোতে তাঁরা হয়রানির শিকার হয়েছেন এবং দেশে ফেরার পর তাঁদের আটক করে তাঁদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক প্রতিবেদন দিয়ে কারাগারে পাঠানোর মত ঘটনাও ঘটেছে।[১৭]

১৪. আগের বছরগুলোর মত নারীরা বিভিন্ন ধরণের সহিংসতার শিকার হলেও ২০২০ সালে কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ে নারীদের ওপর সহিংসতা অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে অনেক পরিবারই ঘরবন্দী ও কর্মহীন হয়ে পড়েন। এই সময়ে হতাশা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি সমাজের পুরুষতান্ত্রিক মন মানসিকতা নারীদের ওপর বিভিন্ন ধরণের সহিংসতা বৃদ্ধি করেছে। পারিবারিক সহিংসতা, যৌতুক সহিংসতা, ধর্ষণসহ অন্যান্য ধরণের সহিংসতা এই সময়ে ব্যাপক আকার ধারণ করে। ধর্ষণের শিকার নারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন। এছাড়া বাল্যবিবাহের হারও অনেক বৃদ্ধি পায়।

১৫. এই সময়ে ভারত সরকারের বাংলাদেশের ওপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসন এবং বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'র হাতে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা, নির্যাতন ও অপহরণ অব্যাহত ছিল।

---

[১৬] যুগান্তর, ১৪ অগাস্ট ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/334817; নয়াদিগন্ত ১৬ অগাস্ট ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/521885

[১৭] প্রথম আলো, ১ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/ভিয়েতনামফেরত-৮১-জন-অভিবাসী-শ্রমিককে-গ্রেপ্তার-দেখাল-পুলিশ

১৬. ২০২০ সালের ৮ এপ্রিল মিয়ানমারের প্রেসিডেন্টের দপ্তর থেকে জাতিসংঘের গণহত্যা সনদ মেনে চলা এবং রাখাইন রাজ্যে সংঘটিত সব সহিংসতার সাক্ষ্যপ্রমাণ সংরক্ষণের জন্য এক নির্দেশনা জারি করা হয়। তবে আইসিসি এবং আইসিজেতে তদন্ত চলাকালে এবং মিয়ামারের প্রেসিডেন্টের আদেশের পরেও রাখাইনে রোহিঙ্গাদের ওপর হামলা অব্যাহত থেকেছে এবং তাঁদের অনেকেই দেশত্যাগ করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন। ২৬ মে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) মিয়ামারের রাখাইন রাজ্যের নতুন কিছু স্যাটেলাইট ছবি প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা গেছে ১৬ মে রাখাইনের লেত কার গ্রামে তীব্র আগুন জ্বলছে এবং সেখানে প্রায় দুইশো বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বহু সংখ্যংক রোহিঙ্গা শরণার্থী ২০২০ সালে সাগরের বিপজ্জনক পথ পাড়ি দিয়ে বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এপ্রিল মাসে সমুদ্রে ভাসমান থাকা ৩৩ জন শিশুসহ ৩০০'র বেশি রোহিঙ্গাকে উদ্ধার করে তাঁদের ভাসানচরে পাঠানো হয়। ভাসানচরে রাখা রোহিঙ্গাদের পরিবারগুলো বলেছে, তাঁদের খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবা না দিয়ে জেলখানার মতো সেখানে আটকে রাখা হয়েছে। এমনকি নারী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কেউ কেউ ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়াও কিছু শরণার্থী অভিযোগ করেছেন, ভাসানচরে তাঁদের মারধর করেছে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ।[১৮] ২০২০ সালের ৪ ডিসেম্বর সরকার প্রথম দফায় ১ হাজার ৬৪২ জন[১৯] এবং ২৯ ডিসেম্বর দ্বিতীয় দফায় ১৮০৪ জন[২০] রোহিঙ্গাকে ভাসানচরে স্থানান্তর করে। ভাসানচরে সাইক্লোন হলে কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে সেটা না দেখে এবং দ্বীপটির সুযোগ সুবিধা পর্যাপ্ত কিনা তা যাঁচাই না করে কোনভাবেই রোহিঙ্গাদের সেখানে পাঠানো উচিত হবে না বলে জাতিসংঘ ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো প্রথম থেকেই এর বিরোধিতা করে আসছিলো।[২১]এছাড়া ভাসানচরে চিকিৎসার ব্যবস্থার অপ্রতুলতা রয়েছে বলে জানিয়েছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ।[২২] ২০২০ সালে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া ৪৯ জন রোহিঙ্গা শরনার্থী বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

১৭. *অধিকার* এর ওপর ২০১৩ সালে শুরু হওয়া রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ২০২০ সালেও অব্যাহত ছিল। ২০১৪ সালে *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নের[২৩] জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে আবেদন করলে তা ২০২০ সালেও নবায়ন করা হয়নি। *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা বহাল রয়েছে। এই ধরনের প্রতিকূলতার মধ্যেও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকারকর্মীরা মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে অবিচল থাকার কারণেই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করে চলেছেন। এই সময়ে পুলিশ হেফাজতে নির্যাতনের তথ্য সংগ্রহকালে *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুষ্টিয়ার মানবাধিকারকর্মী হাসান আলীকে কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার ফোন করে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন।

---

[১৮] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ রিপোর্ট, ৯ জুলাই ২০২০; https://www.hrw.org/news/2020/07/09/bangladesh-move-rohingya-dangerous-silt-island দি গার্ডিয়ান, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.theguardian.com/world/2020/sep/22/rohingya-refugees-allege-sexual-assault-on-bangladeshi-island

[১৯] ভাসানচরে জীবন শুরু/ প্রথম আলো, ৫ ডিসেম্বর ২০২০

[২০] ডেইলি স্টার, ২৯ ডিসেম্বর ২০২০; https://www.thedailystar.net/rohingya-crisis/news/1772-rohingyas-leave-ctg-bhasan-char-2018993

[২১] বিবিসি, ২৫ জানুয়ারি ২০১৯; https://www.bbc.com/bengali/news-47003349

[২২] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ৩ ডিসেম্বর ২০২০; https://www.hrw.org/news/2020/12/03/bangladesh-halt-rohingya-relocations-remote-island

[২৩] ১৩ মে ২০১৯ তারিখে *অধিকার* সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন (নং. ৫৪০২/২০১৯) দাখিল করলে ২০১৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর দাখিলকৃত *অধিকারের* নিবন্ধন নবায়ন আবেদন বিষয়ে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিস্ক্রিয়তা কেন আইনবর্হিভূত বলে গণ্য করা হবে না এবং কেন ২০১৫ সাল থেকে *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নের ক্ষেত্রে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে আইন অনুযায়ী নির্দেশনা দেয়া হবে না মর্মে আদালত এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রতি একটি রুল জারি করে। এই রুলটির ব্যাপারে দুই সপ্তাহের মধ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে জবাব দিতে বলা হলেও ব্যুরো *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নের বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২০

জানুয়ারি - ডিসেম্বর ২০২০*														
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	অগাস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	২১	২৪	২৮	১২	২৭	২৮	৪৮	২	০	৩	১	২	১৯৬
	নির্যাতনে মৃত্যু	১	২	৩	২	২	১	১	১	২	২	০	২	১৯
	গুলিতে নিহত	১	০	৫	০	০	০	২	০	০	০	০	০	৮
	পিটিয়ে হত্যা	০	০	২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	২
	মোট	২৩	২৬	৩৮	১৪	২৯	২৯	৫১	৩	২	৫	১	৪	২২৫
গুম		৬	৩	২	১	০	৩	৫	৫	৩	০	৩	০	৩১
কারাগারে মৃত্যু		৪	৬	৭	২	৫	৯	৬	৪	৯	৫	৯	১০	৭৬
মৃত্যুদণ্ডাদেশ	মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যা	৩৩	২৮	১৮	০	০	০	০	৫	৪৮	১৫	২৩	৪৮	২১৮
	মৃত্যুদণ্ড কার্যকর	০	০	০	১	০	০	০	০	০	০	১	০	২
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	১৩	৩	০	২	১	৬	৩	৪	৪	৫	২	৮	৫১
	বাংলাদেশী আহত	৪	২	০	৭	০	৪	১	১	০	৬	০	২	২৭
	বাংলাদেশী অপহৃত	১	০	২	০	০	০	০	২	১	০	১	০	৭
	মোট	১৮	৫	২	৯	১	১০	৪	৭	৫	১১	৩	১০	৮৫
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত	১	৬	৬	২১	৫	১	৪	৯	৪	৩	৭	৭	৭৪
	লাঞ্ছিত	৩	৫	১	২	৫	২	৩	০	৬	০	১	৩	৩১
	আক্রমণ	০	২	০	৫	০	৫	০	১	৩	৩	৪	৫	২৮
	হুমকির সম্মুখীন	০	০	৪	৩	১	০	২	১	১	১	১	৩	১৭
	মোট	৪	১৩	১১	৩১	১১	৮	৯	১১	১৪	৭	১৩	১৮	১৫০
রাজনৈতিক সহিংসতা**	নিহত	০	৫	৬	৬	৭	৭	১০	৭	২	১০	৯	৪	৭৩
	আহত	২০৯	১৩২	১৪৬	১৭৩	২৪৭	১২৯	২০৪	৩০১	২৭৫	৩৫৯	২০০	৫০৮	২৮৮৩
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা		১৬	৮	১২	৮	১১	২১	২২	৯	২৩	৩২	২৩	১৪	১৯৯
ধর্ষণ	মেয়ে শিশু (১৮ বছরের নিচে)	৬৮	৭৮	৫৯	৫৫	৪৮	৮০	৭০	৬৯	৯৪	২০০	৪৭	৫১	৯১৯
	প্রাপ্ত বয়স্ক নারী	২৭	৩৯	২৮	২৯	৪১	৪৪	৪১	৫১	৫২	১৫৮	২৭	৪০	৫৭৭
	বয়স জানা যায়নি	০	২	০	০	৫	৩	৩	১০	২	১১	৫	১	৪২
	মোট	৯৫	১১৯	৮৭	৮৪	৯৪	১২৭	১১৪	১৩০	১৪৮	৩৬৯	৭৯	৯২	১৫৩৮
যৌন হয়রানীর শিকার		১১	১৫	১৩	৮	১২	১৫	১০	১২	১৪	২৪	১১	১২	১৫৭
এসিড সহিংসতা		০	৩	১	০	৩	৫	৩	৩	৩	৩	৭	২	৩৩
গণপিটুনীতে মৃত্যু		৬	২	৪	৩	২	৬	৪	৩	৩	১	৫	১	৪০
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮-এ গ্রেফতার		৫	৪	৫	৩৭	২৭	১৮	৮	২	৮	৪	১৭	৭	১৪২
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ এবং ২০১৩)-এ গ্রেফতার		০	০	১	২	২	১	৩	০	০	১	২	১	১৩

* পরবর্তীতে তথ্য পাওয়ার পর কিছু পরিসংখ্যান আপডেট করা হয়েছে

ক. সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

১. আওয়ামী লীগ সরকার পরিকল্পিতভাবে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণের মাধ্যমে তাদের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করে কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা চালু রেখে ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার পাবার পথ প্রায় রুদ্ধ করে দিয়েছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যেমন, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে আওয়ামী লীগ সরকার রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যবহার করেছে। এমনকি বিচার বিভাগকেও সরকার নিয়ন্ত্রণ করছে বলে অভিযোগ রয়েছে।[২৪]

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

২. ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে আওয়ামী লীগ সরকার বিচার বিভাগের ওপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করা শুরু করে। এরপর ২০১৪ এবং ২০১৮ তে দুটি প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় বহাল থাকার কারণে বিচার বিভাগের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে বলে অভিযোগ রয়েছে। ২০১৭ সালে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় অধস্তন আদালতের বিচারকদের চাকরির শৃংখলা বিধিমালার গেজেট প্রকাশ করে। এই বিধিমালায় বলা হয়েছে, অধস্তন বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়গুলো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। মূলতঃ সরকারের হাতে নিয়ন্ত্রণ রেখেই অধস্তন আদালতের বিচারকদের চাকরির শৃঙ্খলা বিধিমালা তৈরি করা হয়।[২৫] ফলে সরকার বিচার বিভাগের ওপর চাপ সৃষ্টি করে একদিকে তার দলীয় নেতা-কর্মীদের রক্ষা করেছে এবং অন্যদিকে বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তির পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। ২০২০ সালে বিচার বিভাগের ওপর সরকারের চাপের একটি উদাহরণ নীচে দেয়া হল:

সরকারের সম্পত্তি দখলের অভিযোগে পিরোজপুর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য একেএমএ আউয়ালের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ২০১৯ সালে তিনটি মামলা দায়ের করে, যার মধ্যে একটি মামলায় তাঁর স্ত্রী জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী লায়লা পারভীনকে আসামী করা হয়। এই মামলায় আউয়াল ও তাঁর স্ত্রী সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ থেকে ৮ সপ্তাহের অর্ন্তবর্তীকালিন জামিন পান। জামিনের মেয়াদ শেষ হলে ২০২০ সালের ৩ মার্চ তাঁরা পিরোজপুর জেলা ও দায়রা জজ আবদুল মান্নানের আদালতে হাজির হয়ে জামিন চান। শুনানীর পর আদালত জামিন নামঞ্জুর করে উভয়কে জেল হাজতে পাঠানোর আদেশ দেয়। এই আদেশের পর আইন মন্ত্রণালয় জেলা ও দায়রা জজ আবদুল মান্নানকে ঢাকায় বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে (ওএসডি) সংযুক্তির আদেশ দেয়। বিকেলেই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন ভারপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ নাহিদ নাসরিন। তিনি আউয়াল ও তাঁর স্ত্রীকে জামিন দেন।[২৬]

---

[২৪] ঢাকা ট্রিবিউন, ১ অগাস্ট ২০২০; https://www.dhakatribune.com/bangladesh/court/2017/08/01/full-text-16th-amendment-released/

[২৫] সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে ১১৬ অনুচ্ছেদে বলা ছিল, অধস্তন আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটসহ অন্যান্য বদলি, কর্মস্থল নির্ধারণ, ছুটি ও শৃঙ্খলাসংক্রান্ত বিষয়গুলো সুপ্রিমকোর্টের কাছে ন্যস্ত থাকবে। সরকার অধস্তন আদালতের বিচারকদের চাকরির শৃঙ্খলা বিধিমালার একটি খসড়া তৈরি করে সুপ্রিমকোর্টে জমা দেয়। কিন্তু সাবেক প্রধান বিচারপতি এই বিধিমালার খসড়ায় আপত্তি জানিয়ে তা সরকারকে ফেরত পাঠান। ২০১৭ সালের ১৪ মার্চ এই সংক্রান্ত শুনানীকালে বিচার বিভাগকে জিম্মি করে রাখা হয়েছে বলে মন্তব্য করে আপিল বিভাগ। এই সমস্ত কারণে সরকার প্রধান বিচারপতির প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে প্রথমে দেশত্যাগ এবং পরে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা পদত্যাগ করার পর সহজেই এই বিধিমালার গেজেট প্রকাশ করে সরকার। ২০১৭ সালের ১১ ডিসেম্বর অধস্তন আদালতের বিচারকদের চাকরির শৃংখলা বিধিমালার গেজেট প্রকাশ করে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়। বিধিমালায় বলা হয়েছে, অধস্তন বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়গুলো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। গেজেটে 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ' অর্থ রাষ্ট্রপতি বা তৎকর্তৃক সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রণীত রুলস অব বিজনেস এর আওতায় সার্ভিস প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগকে বোঝানো হয়েছে।

[২৬] প্রথম আলো, ৪ মার্চ ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1642925

নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচনী ব্যবস্থা

৩. আওয়ামী লীগ সরকার এবং নির্বাচন কমিশন মিলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ অনুষ্ঠিত অন্যান্য সকল নির্বাচনগুলোতে জনগণের ভোটের অধিকারকে হরণ করে নির্বাচনী ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছে। নির্বাচনের আগের রাতে সরকার সমর্থক ব্যক্তিরা ভোট দিয়ে দেয়ায় এবং কেন্দ্রগুলোতে সরকারদলীয় নেতা-কর্মীরা জনগণকে ভোট দিতে বাধা দেয়ায় সরকার ও নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রতি জনগণ আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে অধিকাংশ জনগণ ভোট দানে বিরত থাকায় ভোট কেন্দ্রগুলো ফাঁকা থাকতে দেখা গেছে।[২৭] বাংলাদেশ জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিতে (আইসিসিপিআর) অনুস্বাক্ষরকারী দেশ। এই চুক্তির ২৫(খ) অনুচ্ছেদে সার্বজনীন ও সমভোটাধিকারের ভিত্তিতে এবং নির্বাচকদের অবাধে মতপ্রকাশের নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে গোপন ব্যালটে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে অনুষ্ঠিত সুষ্ঠু নির্বাচনে ভোট দান করা ও নির্বাচিত হওয়ার কথা বলা হলেও তা ব্যাপকভাবে লংঘিত হয়েছে। নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা ছাড়াও বর্তমান নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ব্যাপক অর্থিক অনিয়ম, দুর্নীতি ও অসদাচরণের অভিযোগও রয়েছে।[২৮]

৪. ২০২০ সালে জাতীয় সংসদের বেশ কয়েকটি উপ-নির্বাচন ও ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনসহ স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলো ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের একতরফা নিয়ন্ত্রণ, ভোটকেন্দ্র দখল ও বিরোধীদলের এজেন্টদের বের করে দেয়াসহ বিভিন্ন অনিয়মের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে বাংলাদেশে কোভিড-১৯ মহামারীর প্রদুর্ভাব দেখা দেয়। পাশাপাশি জুলাই মাসের শুরু থেকে দেশে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়। এই রকম পরিস্থিতির মধ্যেও নির্বাচন কমিশন সংবিধানের দোহাই দিয়ে কয়েকটি উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেছে। এই নির্বাচনগুলোতে অধিকাংশ ভোটার ভোটদানে বিরত থাকলেও ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগ ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে জালিয়াতির মাধ্যমে জয়লাভ করেছে।[২৯] নির্বাচন চলাকালে বেশিরভাগ ভোটকেন্দ্রগুলোই ছিল ভোটার শূন্য। কিন্তু সরকারের আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশনের অধিনস্ত রিটানিং অফিসার এই ভোটারবিহীন নির্বাচনে ভোটগ্রহণের হার অতিরিক্ত দেখিয়েছে।

৫. ১৩ জানুয়ারি জাতীয় সংসদের চট্টগ্রাম-৮ আসনের উপনির্বাচনে[৩০] ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা সকাল থেকেই ভোটকেন্দ্রগুলো দখল করে।[৩১] এই নির্বাচনে কেন্দ্রের বাইরে হাতবোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সাধারণ ভোটারদের কেন্দ্রে যেতে ভীতি প্রদর্শন, বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের কেন্দ্রে ঢুকতে না দেয়া বা বের করে দেয়াসহ নানা অনিয়মের মধ্যে দিয়ে আওয়ামী লীগের প্রার্থী বিজয়ী হয়।[৩২]

৬. ১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের দিন প্রায় সব ভোটকেন্দ্র থেকে বিরোধীদল বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দিয়ে ভোটকক্ষ, কেন্দ্রের ভেতরে এবং কেন্দ্রের বাইরে আশেপাশের এলাকায় নৌকার ব্যাজধারী ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা একতরফাভাবে নিয়ন্ত্রণ নেয়।[৩৩] মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রের বাইরে সকাল ৮টায় কিছু ভোটার জড়ো হলে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা তাঁদের হুমকি দিয়ে

---

[২৭] মানবজমিন, ১৪ জুলাই ২০২০; http://mzamin.com/article.php?mzamin=235202

[২৮] ইসির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে রাষ্ট্রপতিকে ৪২ বিশিষ্ট নাগরিকের চিঠি, প্রথম আলো ১৯ ডিসেম্বর ২০২০/ ডেইলি স্টার, ১৯ ডিসেম্বর ২০২০; https://www.thedailystar.net/country/news/42-eminent-citizens-urge-president-constitute-supreme-judicial-council-probe-corruption-allegations-2013881

[২৯] প্রথম আলো, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1637653

[৩০] সরকারের অন্যতম শরিক দল জাসদ নেতা মইন উদ্দিন খান বাদলের মৃত্যুতে এই উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়

[৩১] নিউ এজ, ১৪ জানুয়ারি ২০২০; https://www.newagebd.net/article/96531/al-wins-ctg-by-polls-amid-intimidation-rigging

[৩২] নয়াদিগন্ত, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/472056

[৩৩] প্রথম আলো, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1637653

চলে যেতে বাধ্য করে।[৩৪] নারিন্দা মহিলা সমিতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে বেলা ১১টায় পুরুষদের জন্য নির্ধারিত বুথের দরজা বন্ধ করে ভেতরে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা অবস্থান নেয়। ভোটাররা অভিযোগ করেন যে, তাদের নির্দেশ মত প্রকাশ্যে ভোট দিতে হয়েছে। এই কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার হুমায়ুন কবির বলেন, তিনি নিরুপায়। কিছুই করতে পারছেন না। নাজনিন স্কুল এন্ড কলেজের ভোট কেন্দ্রে ধানের শীষে ভোট দেয়ায় এক ভোটারকে কেন্দ্র থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে নিয়ে এসে তাঁর প্রতিবন্ধী সন্তানসহ তাঁকে বেদম মারধর করে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।[৩৫]

৭. ১৩ জুলাই বগুড়া-১[৩৬] ও যশোর-৬[৩৭] সংসদীয় আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপি বগুড়ার নির্বাচন বর্জন করে। বগুড়া-১ আসনে ভোটকেন্দ্রগুলোতে ভোটার উপস্থিতি ছিল খুবই কম এবং প্রত্যেকটি ভোটকেন্দ্রে নৌকা ছাড়া অন্য কোন প্রার্থীর এজেন্ট দেখা যায়নি।[৩৮] ভোটকেন্দ্রগুলো ফাঁকা থাকলেও এই আসনে ৪৬ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানিয়েছেন রিটার্নিং অফিসার।[৩৯] যশোর-৬ আসনের উপ-নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রগুলোতে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী শাহিন চাকলাদারের এজেন্ট ছাড়া অন্য প্রার্থীদের এজেন্ট ছিল না। ভোটার উপস্থিতি তেমন না থাকলেও যশোর-৬ আসনে ৬৩ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানান রিটার্নিং অফিসার।[৪০]

বগুড়া ১ সারিয়াকান্দী-সোনাতলা আসনে উপ নির্বাচন প্রায় ভোটার শূন্যভাবেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ছবিঃ মানবজমিন, ১৪ জুলাই ২০২০

বগুড়ার সারিয়াকান্দির হাটফুলবাড়ির একটি ভোটার বিহীন ভোটকেন্দ্র। ছবিঃ ইনকিলাব, ১৪ জুলাই ২০২০

[৩৪] মানবজমিন, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=211141

[৩৫] মানবজমিন, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=211158

[৩৬] এই আসনের সংসদ সদস্য আদুল মান্নান ১৮ জানুয়ারি মারা গেলে আসনটি শূন্য হয় ।

[৩৭] এই আসনের সংসদ সদস্য ইসমাত আরা সাদেক ২১ জানুয়ারি মারা গেলে আসনটি শূন্য হয়।

[৩৮] প্রথম আলো, ১৪ জুলাই ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/করোনা-আর-বন্যার-মধ্যেই-ভোট-নৌকার-প্রচারণা-নেই

[৩৯] আজগুবি ভোটে অবিশ্বাস্য নির্বাচন/ নয়াদিগন্ত, ১৬ জুলাই ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/515558

[৪০] আজগুবি ভোটে অবিশ্বাস্য নির্বাচন/ নয়াদিগন্ত, ১৬ জুলাই ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/515558

বগুড়া-১ আসনে উপনির্বাচনে সারিয়াকান্দি উপজেলার ধাপ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোটকক্ষে প্রকাশ্যে ভোট দিচ্ছেন এক তরুণ। ছবি ঃ প্রথম আলো, ১৫ জুলাই ২০২০

৮. ১৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত ঢাকা-৫ আসনের সংসদের উপনির্বাচনে ভোট শুরু হওয়ার পর ঢাকার সানারপাড় রুস্তম আলী হাইস্কুল ও ফুলকলি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভ্যামুইল আইডিয়াল স্কুল, হাজী আদর্শ মোয়াজ্জেম আলী হাই স্কুল, ৬৬ নং ওয়ার্ডের ১৪৮ ও ১৪৯ কেন্দ্র ও ৭০ নং ওয়ার্ডের ১৮৫ নং কেন্দ্র থেকে (আমুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়) এবং দেল্লা, সারুলিয়া ডগাইর দারুস সুন্নত ফাজিল মাদ্রাসা কেন্দ্র থেকে পুলিশের সামনেই আওয়ামী লীগের সমর্থকরা বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দেয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৪১] ভোট চলাকালে সকাল ১১ টায় দনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ কেন্দ্রে সাংবাদিকরা ঢুকতে গেলে পুলিশ তাঁদের ভেতরে ঢুকতে দেয়নি।[৪২] ১৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত নওগাঁ-৬ আসনের সংসদের উপনির্বাচনেও কেন্দ্র ও এর আশেপাশের এলাকা ছিল ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের দখলে।[৪৩]

ঢাকা-৫ আসনের উপনির্বাচনে মাতুয়াইল বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তার সামনেই বুথের ভেতর ঢুকে দুজন মিলে ভোট দিচ্ছেন। ছবিঃ প্রথম আলো, ১৮ অক্টোবর ২০২০

[৪১] আনের শীষের এজেন্টদের কেন্দ্রে ঢুকতে না দেয়ার অভিযোগ, মানবজমিন ১৭ অক্টোবর ২০২০; https://mzamin.com/article.php?mzamin=247102

[৪২] সাংবাদিকদের কেন্দ্রে প্রবেশে বাধ, দায়িত্বরত কর্মকর্তাকে হয়রানী, নয়াদিগন্ত ১৭ অক্টোবর ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/politics/535927/

[৪৩] 'উৎসব' আর 'ত্রাসের'ভোট, প্রথম আলো, ১৮ অক্টোবর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=16&edcode=71&pagedate=2020-10-18

৯. ১২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ঢাকা-১৮ আসনের সংসদের উপনির্বাচনে[৪৪] কেন্দ্রগুলো আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের উপস্থিতিতে আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকদের ঘেরাও করে রাখতে দেখা গেছে। এইসব কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি ছিল খুবই কম। তুরাগের কিশলয় একাডেমি স্কুলের নারী ভোটকেন্দ্রে সাংবাদিকদের ঢুকতে পুলিশ বাধা দেয়। পুলিশের দায়িত্বরত সদস্যরা বলেছেন, তাঁদের ওপর নির্দেশ আছে সাংবাদিকদের কেন্দ্রে ঢুকতে না দিতে। তুরাগের শেরে বাংলা মডেল স্কুলের পুরুষ কেন্দ্রেও পুলিশ ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা সাংবাদিকদের ঢুকতে বাধা দেয়।[৪৫] সিরাজগঞ্জ-১ আসনের উপ-নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী মোহাম্মদ সেলিম রেজা অভিযোগ করেন, তাঁদের এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দিয়েছে ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা।[৪৬]

ঢাকা-১৮ উপনির্বাচনে উত্তরার ৫ নম্বর সেক্টরের আইইএস স্কুলের ভেতরের দৃশ্য। ছবিঃ প্রথম আলো ১২ নভেম্বর ২০২০

১০. ১০ ডিসেম্বর সারাদেশে ১০টি জেলা পরিষদ, ৪টি উপজেলা পরিষদ, ৭টি পৌরসভা এবং ৭১টি ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ ও উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে বিভিন্ন জায়গায় সংঘর্ষ, ভাংচুর এবং সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। নির্বাচনের আগের দিন ৯ ডিসেম্বর যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যান পদে উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর সমর্থকদের ওপর আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকরা হামলা চালালে খালেদুর রহমান টিটো নামে এক যুবক নিহত হন।[৪৭]

১১. সারাদেশে পৌরসভার নির্বাচন পাঁচ ধাপে করার সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন। ২২ নভেম্বর নির্বাচন কমিশন প্রথম ধাপে ২৫টি পৌরসভায় ২৮ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠানের তফসিল ঘোষণা করে।[৪৮] নির্বাচনের আগে বিরোধীদল বিএনপি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণায় বাধা এবং হামলার অভিযোগ পাওয়া গেছে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। এই সময় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের হয়রানি করেছে এবং তাঁদের নির্বাচনী এজেন্টদের ভয়ভীতি দেখানোসহ গ্রেফতারও করা হয়েছে। এই

[৪৪] ৯ জুলাই আওয়ামী লীগের সভপতিমণ্ডলীর সদস্য সাহারা খাতুনের মৃত্যুতে এই আসনটি শূন্য হয়।

[৪৫] বাইরে ভিড় ভেতরে ফাঁকা , প্রথম আলো ১২ নভেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/politics/বাইরে-ভিড়-ভেতরে-ফাঁকা

[৪৬] সিরাজগঞ্জ-১ আসনে উপ নির্বাচন, প্রথম আলো ১২ নভেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/politics/সিরাজগঞ্জ-১-উপনির্বাচন-প্রথম-১৫-মিনিটে-ভোট-পড়েছে-১০টি

[৪৭] ভাঙচুর-সংঘর্ষ, নিহত ১/ প্রথম আলো, ১১ ডিসেম্বর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=4&edcode=71&pagedate=2020-12-11

[৪৮] নির্বাচন কমিশন, http://www.ecs.gov.bd/category/municipality-election?page=1 ঢাকা ট্রিবিউন, ২২ নভেম্বর ২০২০; https://www.dhakatribune.com/bangladesh/election/2020/11/22/first-phase-of-municipality-election-on-dec-28

অবস্থায় নির্বাচনের মাঠে একতরফাভাবে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা প্রচার প্রচারণা চালালেও বিরোধীদল বিএনপি এবং স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থীদের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি।[৪৯] ২৮ ডিসেম্বর প্রথম ধাপের ২৪টি পৌরসভার[৫০] নির্বাচন বিরোধীদল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া, ইলেকট্রিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) আঙ্গুলের ছাপ না মেলা, সাংবাদিকদের সংবাদ সংগ্রহে বাধা প্রদান, কেন্দ্র দখল, জোর করে আওয়ামী লীগের প্রতীক নৌকায় ভোটসহ নানা অনিয়মের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ভোট গ্রহণের আগেই আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয় অনেক পৌর এলাকায়। হুমকির কারণে অনেক ভোটার ভোট দিতে যাননি এবং প্রার্থীরাও নির্বাচনী মাঠে থাকতে পারেননি।[৫১] ঢাকা জেলার ধামরাই পৌরসভায় ভোট শুরুর দুই তিন ঘন্টার মধ্যে সবকটি কেন্দ্র দখল করে নেয় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। এই সব কেন্দ্রে ভোটাররা কাউন্সিলারদের ভোট গোপন ব্যালটে দিলেও মেয়রের ভোট দিয়ে দেয় আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা। ধামরাই পৌরসভার হুজুরীটোলা কলেজিয়াট স্কুল ভোট কেন্দ্রে সরকারিদলের প্রার্থীর অনিয়ম ও কারচুপির ঘটনার ছবি তুলতে গেলে প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক জহির রায়হানকে বাধা দেয়া হয় এবং তাঁর মুঠোফোন কেড়ে নিয়ে তা আওয়ামী লীগের কর্মীর কাছে দেন কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার আজিজুল হক।[৫২]

সাভারের ধামরাই সরকারি কলেজ ভোটকেন্দ্রে বুথের ভেতরে বাইরে থেকে উঁকি দিচ্ছেন দুই ব্যক্তি। ছবিঃ প্রথম আলো ২৯ ডিসেম্বর ২০২০

ব্যাপক দুর্নীতি ও দুর্নীতি দমন কমিশন

১২. দেশে দুর্নীতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে এবং ২০২০ সালেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যে দেশের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য বরাদ্দকৃত ত্রাণ ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা আত্মসাৎ করে[৫৩] এবং স্বাস্থ্যখাতে অর্থব্যয়ে ব্যাপক লুটপাট ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৫৪] জবাবদিহীতার অভাবে

[৪৯] সংশয়-সন্দেহে ভোটাররা/ প্রথম আলো, ২৪ ডিসেম্বর ২০২০, প্রথম আলো ২৯ ডিসেম্বর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2020-12-24&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[৫০] গাজীপরের শ্রীপুর পৌরসভায় বিএনপি'র মেয়র প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে এই পৌরসভার নির্বাচন ২০২১ সালের ১৬ জানুয়ারি পুনর্নির্ধারণ করা হয়। ঢাকা ট্রিবিউন, ২৮ ডিসেম্বর ২০২০; https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2020/12/28/first-phase-of-municipality-election-begins

[৫১] পৌর নির্বাচনে সেই আগের চিত্র, মানবজমিন, ২৯ ডিসেম্বর ২০২০; https://mzamin.com/article.php?mzamin=256402;ডেইলি স্টার, ২৯ ডিসেম্বর ২০২০; https://www.thedailystar.net/backpage/news/scattered-violence-irregularities-mar-municipality-polls-2018717

[৫২] অনিয়মের ছবি তোলায় কেড়ে নেয়া হলো সাংবাদিকের ফোন, প্রথম আলো ২৯ ডিসেম্বর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=2&edcode=71&pagedate=2020-12-29; নিউ এজ, ২৯ ডিসেম্বর ২০২০; https://www.newagebd.net/article/125571/al-bags-most-mayoral-posts-irregularities-mark-municipal-polls

[৫৩] মানবজমিন, ৩ এপ্রিল ২০২০; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=220308 নয়াদিগন্ত, ১ মে ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/499177/

[৫৪] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৯ এপ্রিল ২০২০; https://www.bd-pratidin.com/last-page/2020/04/30/525616

ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মী ও সরকার সমর্থক বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার ব্যক্তি এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উন্নয়নের নামে লুটপাট, অবৈধ ব্যবসা, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, বিদেশে টাকা পাচার এবং শেয়ারবাজার কারসাজি করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই সমস্ত অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ বিদেশে পাচার করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। এইসব লুটপাট-দুর্নীতি ও বিদেশে টাকা পাচারের সঙ্গে জড়িত ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মী ও সরকার সমর্থক ব্যবসায়ী ও কর্মকর্তাদের সরকারের পক্ষ থেকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের অভিযোগ রয়েছে।[৫৫] উল্লেখ্য যে, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি (জিএফআই) এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৬৪ হাজার কোটি টাকা করে গত সাত বছরে বাংলাদেশ থেকে ৫ হাজার ২৭০ কোটি ডলার সমমূল্যের প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে।[৫৬]

১৩. একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান[৫৭] হিসেবে দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কাজ করার কথা থাকলেও ক্ষমতাসীনদলের চাপে দুদক একটি আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, যা তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হয়। বর্তমান সরকারের সংসদ সদস্য, সরকারী দলের স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, প্রভাবশালী রাজনীতিক, সরকারী কর্মকর্তা এবং আমলাদের দুর্নীতির ব্যাপারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুদক অনুসন্ধান করলেও এইসব ঘটনায় বেশীর ভাগ অভিযুক্তই পরবর্তীতে দায়মুক্তি পেয়ে গেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। যেমন, ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় সরকারী প্রকল্পের চাল (মসজিদের ওয়াজ মহফিল, মন্দিরে নামযজ্ঞ ও মাদ্রাসায় এতিমখানায় এতিমদের খাবারের জন্য ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে ২১৭ মেট্রিক টন বরাদ্ধ দেয়া হয়) আত্মসাতের অভিযোগে ২০১৯ সালের মার্চে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা গোলাম কিবরিয়া, সদর উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক বিপ্লব কুমার সিংহ রায়, সদর খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাহাব উদ্দীন, গড়েয়াহাট খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাইদুল ইসলাম, শিবগঞ্জ খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এস এম গোলাম মোস্তফা ও সদর উপজেলার ঢোলারহাট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা সীমান্ত কুমার বর্মণের বিরুদ্ধে মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন। অথচ আত্মসাৎ করা টাকার পরিমান 'কম' ও আসামীরা 'সম্মানিত' ব্যক্তি এই অজুহাত দেখিয়ে দুদক সেই মামলাটি প্রত্যাহারের সুপারিশ করেছে।[৫৮] অন্যদিকে বিরোধীদল বিএনপি'র শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অনুসন্ধান ও মামলা দায়েরসহ আইনি প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে কমিশন। ২৫ ফেব্রুয়ারি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ (টিআইবি) এক গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে, বিরোধীদের ওপর খড়গহস্ত দুর্নীতি দমন কমিশন। কিন্তু ক্ষমতাসীনদের বেলায় নমনীয়। সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি।[৫৯]

---

[৫৫] সিকদার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রন হক সিকদার এবং তার ভাই দিপু হক সিকদারের বিরুদ্ধে এক্সিম ব্যাংক থেকে ৫০০ কোটি টাকার ঋণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ হায়দার আলি মিয়াসহ দুই শীর্ষ কর্মকর্তাকে নিপীড়ন ও গুলি করে হত্যা চেষ্টার অভিযোগে ২০২০ সালের ১৯ মে এক্সিম ব্যাংক কর্তৃপক্ষ গুলশান থানায় মামলা দায়ের করে। মামলা থাকা সত্ত্বেও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহয়তায় ২৫ মে রন হক সিকদার এবং দিপু হক সিকদার তাদের নিজস্ব এয়ার অ্যাম্বুলেন্স করে ঢাকা থেকে ব্যাংককে চলে যান। উল্লেখ্য কোভিড -১৯ মহামারীর কারণে তখন বিমান চলাচল বন্ধ ছিল। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এএইচএম তৌহিদ উল আহসান জানান, এখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া কোনো উড়োজাহাজ চলাচল করে না। যুক্তরাষ্ট্রের লাসভেগাসসহ বিশ্বের বড় বড় শহরে সিকদার পরিবারের বিপুল সম্পদ রয়েছে এবং বিভিন্ন দেশে সিকদার গ্রুপ বিপুল পরিমান অর্থ অবৈধভাবে বিনিয়োগ করেছে বলে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে বিদেশে অর্থ নেয়ার কোন সুযোগ নেই। সিকদার গ্রুপ ক্ষমতসীন আওয়ামী লীগ সরকারের ঘনিষ্ঠ বলে জানা গেছে। সিকদার গুপের চেয়ারম্যান জয়নুল হক সিকদারের মেয়ে পারভিন হক সিকদার আওয়ামী লীগ দলীয় সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য। সিকদার গ্রুপের ব্যবসা বিকশিত হওয়া শুরু হয় ২০০৯ সালের পর থেকে। তারা ন্যাশনাল ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং বিদেশে তাদের অবৈধ সম্পদ বাড়তে থাকে। https://www.prothomalo.com/economy/article/1661561/

[৫৬] যুগান্তর, ৫ মার্চ ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/editorial/285382

[৫৭] দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ (সংশোধিত) ২০১৬ এর ৩ (২) অনুচ্ছেদে বলা আছে, 'এই কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন হইবে'।

[৫৮] 'সম্মানিত' আসামীদের মামলা থেকে অব্যাহতির সুপারিশ, প্রথম আলো ২৯ ডিসেম্বর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=16&edcode=71&pagedate=2020-12-29

[৫৯] যুগান্তর, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/282452/স / ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ এর গবেষণা প্রবিবেদন ২০২০, পৃষ্ঠা-৩৩; https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2020/report/ACC/ACC_Full_Report.pdf

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

১৪. ২০২০ সালেও দেশে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলেও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে[৬০] এই ব্যাপারে কোন ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি। অতীতের মতো এই কমিশনের বিরুদ্ধেও বিভিন্ন বিতর্কিত কর্মকাণ্ড ও সরকারের প্রতি আনুগত্যমূলক আচরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকারের ব্যর্থতা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ত্রুটি ও ত্রাণ বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম নিয়ে সরকার ও ক্ষমতাসীনদলের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের বিষয়ে সমালোচনামূলক তথ্য প্রকাশ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমালোচনা করার কারণে দেশের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার নাগরিকদের বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের এবং তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে। সেইসঙ্গে দেশে গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলেও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বরাবরের মতো এইসব ব্যাপারে নিশ্চুপ থেকেছে।

২৪ জুন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ ও বিচারপতি রাজিক আল জলিলের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ ২০১৩ সালে ঢাকার মীরপুরে খাদিজা নামে এক গৃহকর্মীর ওপর সহিংসতার[৬১] বিষয়ে কোন ভূমিকা না রাখার ব্যাপারে একটি রিট পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে রায় প্রদান করতে যেয়ে বলেন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনানুযায়ী দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধে তার দায়িত্ব পালনে চরম অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। তারা চোখ খুলে ঘুমিয়ে আছে বলেও সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ মন্তব্য করেন।[৬২]

খ. রাষ্ট্রীয় বাহিনীর নিপীড়ন ও দায়মুক্তি

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

১৫. রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক বিচারবহির্ভূতভাবে মানুষ হত্যা হলো রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের চরম বহিঃপ্রকাশ। ২০২০ সালেও দেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত ছিল। গণতন্ত্র ও আইনের শাসন না থাকা, সরকারের জবাবদিহিতার অভাব ও অকার্যকর বিচার ব্যবস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দায়মুক্তির কারণে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডগুলো সংঘটিত হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো এগুলোকে 'বন্দুকযুদ্ধ' 'এনকাউন্টারে' বা 'ক্রসফায়ারে' মৃত্যু হিসেবে অভিহিত করে হত্যাকাণ্ডগুলোকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে। সাধারণত: বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের পর আইন প্রয়োগকারী সংস্থার তরফ থেকে যে বর্ণনা দেয়া হয় তা হলো আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা যখন ভিকটিমকে সঙ্গে নিয়ে 'অস্ত্র উদ্ধারে'র নামে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় যান তখন সেখানে ভিকটিমদের অপেক্ষমান 'সহযোগী'রা তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করে এবং আত্মরক্ষার্থে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরাও গুলি ছুঁড়লে সেই গোলাগুলিতে শুধুমাত্র গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিটি নিহত হন। এছাড়া বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তির স্বজনদের দমন করার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন হয়রানিমূলক ব্যবস্থা নিতেও দেখা গেছে। সাধারণত: পুরুষরা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হলেও ২০২০ সালে নারীরাও এর শিকার হয়েছেন। এছাড়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদেরও 'বন্দুকযুদ্ধের' নামে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

---

[৬০] ২০১৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর সরকার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে সাবেক সিনিয়র সচিব নাছিমা বেগম এবং সার্বক্ষণিক সদস্য হিসেবে সাবেক সচিব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদসহ পাঁচজন সদস্যকে নিয়োগ দেয়।

[৬১] ২০১৩ সালে ঢাকার মীরপুরে খাদিজা নামে এক গৃহকর্মী সহিংসতার শিকার হন। এই ঘটনাটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে চিলড্রেনস্ চ্যারিটি ফাউন্ডেশন নামে একটি সংগঠন এর প্রতিকার চেয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে একটি চিঠি পাঠায়। কিন্তু জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পাঁচ বছরেও এই ব্যাপরে কোন পদক্ষেপ না নিলে ২০১৮ সালের ২২ ডিসেম্বর চিলড্রেনস্ চ্যারিটি ফাউন্ডেশন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন দায়ের করে।

[৬২] দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ২৪ জুন ২০২০; https://tbsnews.net/bangladesh/court/national-human-rights-commission-sleeping-eyes-open-high-court-97513#.XvMuoiz33YM.facebook

১৬. বিচারবহির্ভুত হত্যাকাণ্ড সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২[৬৩] এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদের অনুচ্ছেদ ৬[৬৪] এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন হওয়া সত্ত্বেও সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিরা বহুদিন ধরেই এই হত্যাকাণ্ডগুলোকে বৈধতা দিয়ে এসেছেন। ২০২০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ডয়চে ভেলে বাংলা বিভাগে এক সাক্ষাতকারে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমু বলেন, "সমাজের যে সমস্ত জিনিস আজকে বেরিয়ে এসেছে, আজকে জঙ্গিবাদ যেভাবে দানা বেঁধেছিল, যেটা চরম আকার ধারণ করেছিল, বিশ্বে যেভাবে এটা ছড়িয়ে পড়েছে, তখন যদি এইভাবে ক্রসফায়ারের সিদ্ধান্ত নেয়া না হতো, তাহলে আমার মনে হয়, এটা দমানো সম্ভব ছিল না। ঠিক তেমনিভাবে জঙ্গিবাদসহ যে উচ্ছৃঙ্খলতা, মাদকতা যেভাবে এইদেশে বিস্তার লাভ করছে এবং তাদের ব্যাপারে জিরো টলারেন্স ঘোষণার পরেও কিন্তু থামানো যাচ্ছে না। সেই ক্ষেত্রে যদি অন-দ্য-স্পট গুলি করা হয়, এটা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে নয়, জাতীয় প্রয়োজনে করা হচ্ছে।"[৬৫]

১৭. ***অধিকার* এর তথ্যানুযায়ী ২০২০ সালে ০২ জন নারীসহ মোট ২২৫ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখিত ২২৫ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তির মধ্যে ৪৯ জন বাংলাদেশে অবস্থানকারী রোহিঙ্গা শরনার্থী রয়েছেন। বন্দুকযুদ্ধ/ক্রসফায়ার, নির্যাতন, গুলিতে এবং পিটিয়ে হত্যার ঘটনাগুলো বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।**

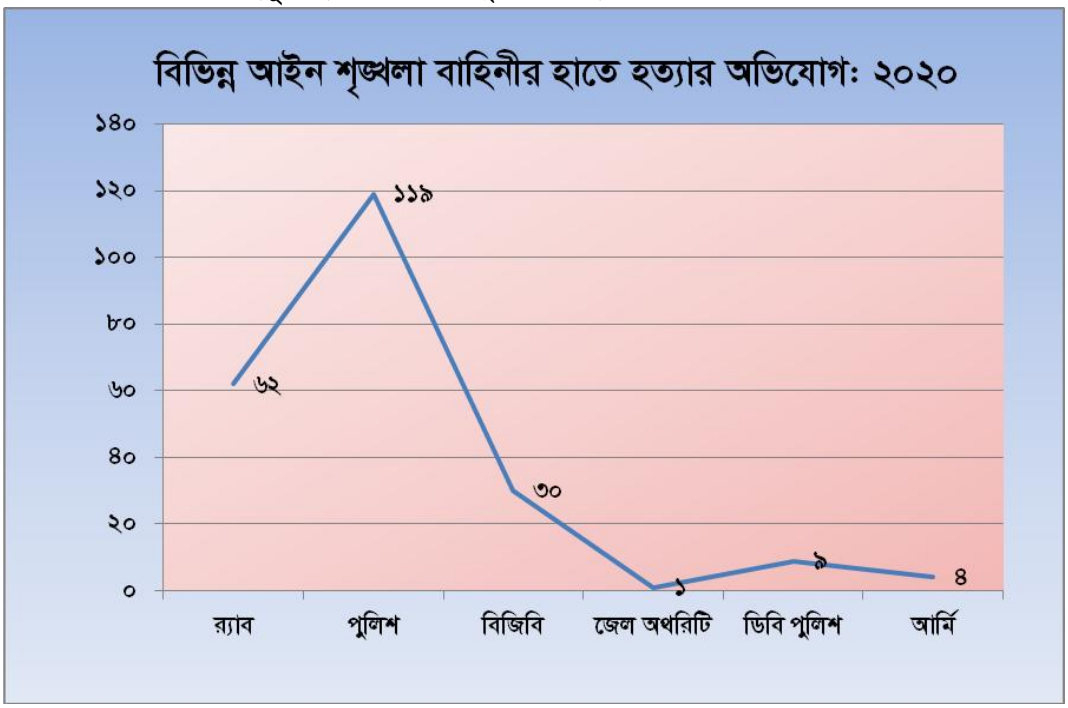

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধ

১৮. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের কারণে নিহত ২২৫ জনের মধ্যে ১৯৬ জন 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে র‍্যাবের হাতে ৬১ জন, পুলিশের হাতে ৯৭ জন, ডিবি পুলিশের হাতে ০৯ জন, বিজিবি'র হাতে ২৫ জন এবং সেনাবাহিনীর হাতে ০৪ জন নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

[৬৩] আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

[৬৪] প্রত্যেক মানুষের বাঁচার সহজাত অধিকার রহিয়াছে। এই অধিকার আইনের দ্বারা রক্ষিত হইবে। কোন ব্যক্তিকে খেয়াল-খুশিমত জীবন হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

[৬৫] https://www.dw.com/bn/জাতীয়-প্রয়োজনে-ক্রসফায়ার-আমু/a-54981993

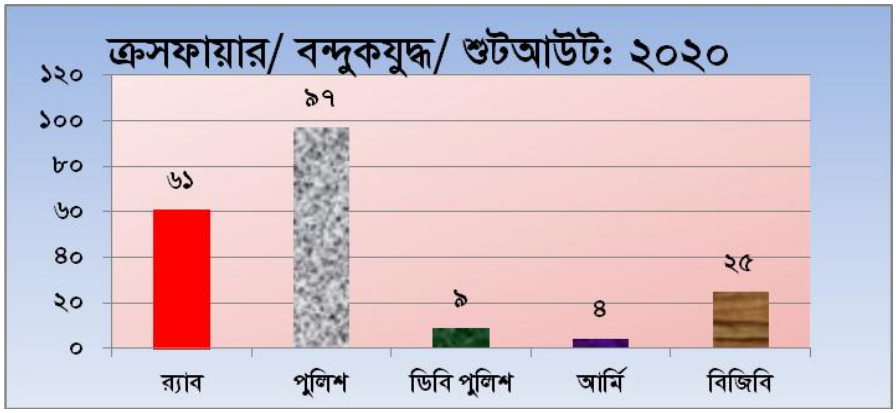

নির্যাতনে মৃত্যু

১৯. ২০২০ সালের ১৯ জন নির্যাতনের কারণে মারা গেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে পুলিশের হাতে ১৭ জন, র‍্যাবের হাতে একজন এবং কারা কর্তৃপক্ষের হাতে একজন নিহত হয়েছেন।

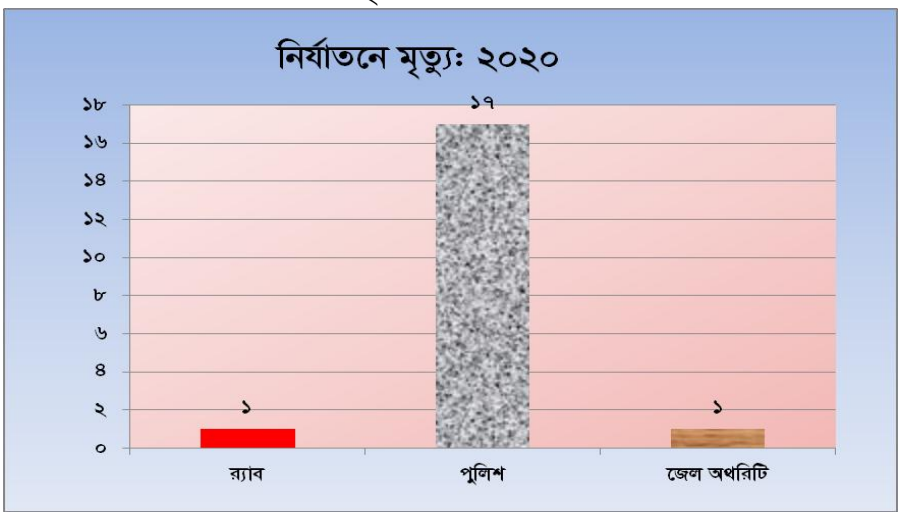

গুলিতে মৃত্যু

২০. উল্লেখিত সময়কালে নিহতদের মধ্যে ০৮ জন পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ০৫ জন বিজিবি'র হাতে এবং ০৩ জন পুলিশের হাতে নিহত হন।

পিটিয়ে হত্যা

২১. এই সময়কালে পুলিশের পিটুনিতে ০২ জন মারা গেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

নিহতদের পরিচয়

২২. নিহত ২২৫ জনের মধ্যে ০১ জন অবসরপ্রাপ্ত আর্মি অফিসার, ০২ জন আওয়ামী-লীগ কর্মী, ০১ জন শিবির কর্মী, ০৪ জন ইউপিডিএফ সদস্য, ০১ জন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ০১ জন গৃহিনী, ০১ জন স্কুল ছাত্র, ০৪ জন যুবক, ০৫ জন গ্রামবাসী, ০৫ জন সিএনজি অটোরিক্সা চালক, ০১ জন হিউম্যান হলারের চালক, ০১ জন কৃষক, ০১ কৃষি শ্রমিক, ০১ জন পাথর শ্রমিক, ০১ জন স্টীল কারখানা শ্রমিক, ০১ পোশাক শ্রমিক, ০১ জন হকার, ০১ জন ব্যবসায়ী, ০১ জন চা বিক্রেতা, ০১ জন দোকান কর্মচারী, ০১ জন চলচিত্র উন্নয়ন

সংস্থার কর্মচারী, ০১ জন আদালতের কর্মচারী, ০১ জন বন্দী, ০৮ জন ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত, ১৩ জন হত্যা মামলায় অভিযুক্ত, ৯৫ জন কথিত মাদক ব্যবসায়ী, ৭০ জন বিভিন্ন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত এবং ০১ জনের পরিচয় জানা যায়নি।

২০২০ সালের ৪ জানুয়ারি কক্সবাজারের টেকনাফে সমুদা বেগম নামে এক নারী[৬৬], ২০ জানুয়ারি ঢাকার খিলক্ষেতে আনোয়ার[৬৭], ৩০ জানুয়ারি ঢাকার খিলক্ষেতের ডুমুনি আহবপাড়ায় মোহাম্মদ শাহিন ও নাজমুল হুদা[৬৮], ২৭ ফেব্রুয়ারি শামছুল হুদা নিশান, শরিফুল ইসলাম ও মাহফুজ আলম[৬৯], ২১ মার্চ ঢাকার খিলগাঁও এলাকায় সোহেল হাওলাদার ওরফে ঝুনা[৭০], ৯ জুন ভোলা সদর উপজেলায় শফিকুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তি,[৭১] ১৫ জুলাই জয়পুরহাটের সদর উপজেলায় ইলেকট্রনিকস ব্যবসায়ী রুবেল হোসেন ডালিম,[৭২] ১৭ জুলাই কক্সবাজারের টেকনাফে মোহাম্মদ ফারুক ও আজাদুল নামে দুই সহোদর,[৭৩] ৩১ জুলাই কক্সবাজারের টেকনাফে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা রাশেদ খান,[৭৪] ৩১ জুলাই কক্সবাজারের চকরিয়ায় জাফর নামে একজন প্রবাসী এবং মোহাম্মদ হাসান নামে একজন দিনমজুর[৭৫], ৩ আগস্ট সিলেটে আব্দুল মান্নান মুন্না নামে এক সন্দেহভাজন মাদকব্যবসায়ী[৭৬], ১৩ নভেম্বর কক্সবাজারের টেকনাফে মোহাম্মদ সৈয়দ আলম নামে এক সন্দেহভাজন ইয়াবা ব্যবসায়ী[৭৭] সহ ১৯৬ জন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হন। উল্লেখ্য, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারের অনেক সদস্য অভিযোগ করেছেন যে, ভিকটিমদের তুলে নিয়ে যাওয়ার পর হত্যা করা হয়েছে। ২ মার্চ কক্সবাজারের টেকনাফে এক সঙ্গে ৭জন রোহিঙ্গা শরনার্থী এবং ২১ ডিসেম্বর কক্সবাজারের টেকনাফে অজ্ঞাতনামা এক রোহিঙ্গা শরনার্থী[৭৮] র‍্যাবের সঙ্গে তথাকথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছেন।[৭৯] ৩ মার্চ খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির গাছকাটাকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীর সঙ্গে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর মধ্যে সংঘর্ষে বিজিবির গুলিতে পাঁচজন[৮০] এবং ২৫ মার্চ দিনাজপুরে রূপালী বাংলা জুট মিলের শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলন করার সময় পুলিশের গুলিতে ১ জন নিহত হন।[৮১]

---

[৬৬] 'ইয়াবা কারবারী' নারীর গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার/ প্রথম আলো, ৬ জানুয়ারি ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/'ইয়াবা-কারবারি'-নারীর-গুলিবিদ্ধ-লাশ-উদ্ধার

[৬৭] র‍্যাব বলছে বন্দুকযুদ্ধ পরিবারের দাবি হত্যা/ প্রথম আলো, ২২ জানুয়ারি ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=7&edcode=71&pagedate=2020-1-22

[৬৮] বন্দুকযুদ্ধ নয়, ধরে নিয়ে গুলি করা হয়/ প্রথম আলো, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=2&edcode=71&pagedate=2020-2-1

[৬৯] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফেনীর মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো পতিবেদন।

[৭০] রাজধানীতে বন্দুকযুদ্ধে ১২ মামলার আসামী নিহত, পরিবারের দাবি পরিকল্পিত হত্রাকাণ্ড/ মানবজমিন, ২৩ মার্চ ২০২০; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=218760&cat=10/

[৭১] পুলিশ বলছে 'বন্দুকযুদ্ধ','হত্যার' অভিযোগ স্ত্রীর/ প্রথম আলো, ৯ জুন ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1661631/

[৭২] জয়পুরহাটে 'গোলাগুলিতে'নিহত ১, পরিবারের দাবি সাদা পোশাকে তুলে নিয়ে গুলি করে হত্যা/ যুগান্তর, ১৬ জুলাই ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/326387/

[৭৩] টেকনাফে 'বন্দুকযুদ্ধে' দুই সহোদর নিহত/ মানবজমিন, ১৮ জুলাই ২০২০; https://mzamin.com/article.php?mzamin=235645

[৭৪] টেকনাফে পুলিশের গুরিতে সাবেক সেনা কর্মকর্তা নিহত/ প্রথম আলো, ১ অগাস্ট; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1672310/

[৭৫] ৫০ লাখ টাকা না পেয়ে প্রবাসীকে 'ক্রসফায়ার' চকরিয়া ওসির বিরুদ্ধে মামলা/ ইত্তেফাক, ১৭ অগাস্ট ২০২০; https://www.ittefaq.com.bd/wholecountry/175297/

[৭৬] নিউ এজ, ৩ অগাস্ট ২০২০; https://www.newagebd.net/article/112597/drug-peddler-killed-in-sylhet-gunfight

[৭৭] নিউ এজ, ১৪ নভেম্বর ২০২০; https://www.newagebd.net/article/121549/one-killed-in-first-gunfight-at-teknaf-after-sinha-killing

[৭৮] টেকনাফে র‍্যাবের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত ১/ প্রথম আলো, ২৩ ডিসেম্বর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=4&edcode=71&pagedate=2020-12-23

[৭৯] এক 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত ৭/ প্রথম আলো, ৩ মার্চ ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2020-3-3&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[৮০] 'আমার আর কেউ রইল না'/ প্রথম আলো, ৫ মার্চ ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=20&edcode=71&pagedate=2020-3-5

[৮১] দিনাজপুরে বেতনের দাবিতে বিক্ষোভে গুলিতে নিহত ১/ মানবজমিন, ২৭ মার্চ ২০২০; https://mzamin.com/article.php?mzamin=219312&cat=2/

গুম

২৩.গুম নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদের অনুচ্ছেদ ৯[৮২] ও ১৬[৮৩] এবং বাংলাদেশের সংবিধানের ৩১[৮৪], ৩২[৮৫] ও ৩৩[৮৬] অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন। মানবতাবিরোধী অপরাধ গুম বাংলাদেশে এক ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বাংলাদেশে গুমের অভিযোগগুলো নিয়মিতভাবে আসতে থাকে। অধিকাংশ গুমের শিকার ব্যক্তিরা বিরোধীদলের নেতাকর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বী নাগরিক বলে জানা গেছে। সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা প্রতিনিয়ত গুমের ঘটনাগুলো অস্বীকার করলেও প্রতিটি গুমের ঘটনার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোর জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে এর প্রমাণও পাওয়া গেছে।[৮৭] আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা নিজেদের বাহিনীর পরিচয় গোপন করে অন্য বাহিনীর পরিচয় দিয়ে গুম করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ল্যান্ডমার্ক গ্রুপ নামে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান দীপক ভৌমিককে সাদা পোশাকের লোকজন গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) সদস্য পরিচয়ে ২৪ অগাস্ট ঢাকার নিউ ডিওএইচএসে অবস্থিত তাঁর নিজ বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায় এবং ২৫ অগাস্ট বিকেলে দীপক ভৌমিককে ছেড়ে দেয়া হয়। এই ব্যাপারে দীপকের পরিবার গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা তদন্ত করে জানতে পারে যে, র‍্যাব-৪ এর সদস্যরা ডিবি সদস্য পরিচয়ে তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল।[৮৮]

---

[৮২] প্রত্যেককের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। কাউকে খেয়াল-খুশিমত আটক অথবা গ্রেফতার করা যাবে না। আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট কারণ ও আইনানুগ পদ্ধতি ব্যতীত কাউকে তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

[৮৩] আইনের সামনে প্রত্যেকেরই ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার থাকিবে

[৮৪] আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

[৮৫] আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

[৮৬] (১) গ্রেফতারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেফতারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। (২) গ্রেফতারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেফতারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেফতারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না। (৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোন কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, (ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশী শত্রু, অথবা
(খ) যাঁহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন গ্রেফতার করা হইয়াছে বা আটক করা হইয়াছে। (৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইন কোন ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিককাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না যদি সুপ্রিম কোর্টের বিচারক রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রিম কোর্টের বিচারকপদে নিয়োগলাভের যোগ্যতা রাখেন, এইরূপ দুইজন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কোন উপদেষ্টা-পর্ষদ্ উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাঁহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগদানের পর রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে তদতিরিক্তকাল আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে। (৫) নির্বতনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আদেশদানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য-প্রকাশের জন্য তাঁহাকে যত সত্বর সম্ভব সুযোগদান করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি-প্রকাশ জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। (৬) উপদেষ্টা-পর্ষদ কর্তৃক এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন তদন্তের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

[৮৭] গুম হয়ে যাওয়া সাতক্ষীরার মোখলেছুর রহমান জনির স্ত্রী জেসমিন নাহার রেশমা ২০১৭ সালের ২ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে তার স্বামীকে ফিরে পাওয়ার জন্য একটি রিট পিটিশন (পিটিশন নং-২৮৩৩/২০১৭) দায়ের করেন। এই রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৬ মে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ মোখলেছুর রহমান জনির ব্যাপারে ৩ জুলাইয়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সাতক্ষীরার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেন। সাতক্ষীরা জেলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুল্লাহ মাহমুদ ৪ জুলাই ২০১৭ একটি তদন্ত প্রতিবেদন হাইকোর্টে দাখিল করেন যেখানে বলা হয়েছে যে, সাতক্ষীরা পুলিশের এসপি মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন এবং সাতক্ষীরা সদর থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক শেখ ও সাবেক এসআই হিমেল হোসেন মোখলেছুর রহমান জনি নামে একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে গ্রেফতার করার পর তাঁকে গুম করার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তদন্ত প্রতিবেদনে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক শেখ ও এসআই হিমেল হোসেন সরাসরি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন বলে উল্লেখ আছে। (http://www.newagebd.net/article/19321/) আরেকটি ঘটনার ক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জে ৭ ব্যক্তিকে গুম করার পর হত্যা করার অপরাধে ২০১৭ সালের ১৬ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ সৈয়দ এনায়েত হোসেন এক রায়ে র‍্যাব-১১ এর অধিনায়ক লে.কর্নেল (অব.) তারেক সাইদসহ ১৬ জন র‍্যাব কর্মকর্তা ও সদস্যসহ ২৬ জন অভিযুক্তকে ফাঁসির আদেশ দেন।
(https://www.jugantor.com/news-archive/first-page/2017/01/17/93821/)

[৮৮] ডিবির তদন্তে বেরিয়ে এল, ব্যবসায়ীকে তুলে নিয়েছিল র‍্যাব, প্রথম আলো ২ জানুয়ারি ২০২১;
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/ডিবির-তদন্তে-বেরিয়ে-এল-ব্যবসায়ীকে-তুলে- নিয়েছিল-র্যাব

২৪. **২০২০ সালে ৩১ জনকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত ০৩ জনের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি, ০৬ জনের লাশ পাওয়া গেছে এবং ২২ জন গুম হওয়ার পর ফিরে এসেছেন।**

২৫. গুমের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণার ফলে বর্তমানে গুম করার পর তাদের দীর্ঘসময় ধরে অজ্ঞাত স্থানে আটকে রাখার প্রবণতা কমে এসেছে। কোন কোন ব্যক্তিকে দীর্ঘদিন গুম করে রাখার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ছাড়া পাওয়া ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সদস্যরা ভয়ে মুখ খুলেন না। অনেককে আবার দীর্ঘদিন গুম করার পর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। জামিনে মুক্তি পাওয়া কোন কোন ব্যক্তিকে জেল থেকে বের হওয়ার পর জেল গেট থেকে পুনরায় তুলে নিয়ে গুম করার অভিযোগও পাওয়া গেছে। আবার গুম করার পর অনেকের লাশ পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধের (War on terror) নামে 'ইসলামি জংগী' পরিচয়ে কোন কোন ব্যক্তিকে গুম করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।[৮৯]

২৬. মে মাসে গুমের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সপ্তাহের[৯০] সময় গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্বজনরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিডিও বার্তায় তাঁদের প্রিয়জনকে ফিরে পাওয়ার দাবি জানিয়েছেন। এই সময় গুম হওয়া ব্যক্তিদের শিশু সন্তানরা চিত্র প্রদর্শনীতে অংশ নেয়।[৯১] এছাড়া *অধিকার*, এশিয়ান ফেডারেশন এগেইনস্ট ইনভলান্টারি ডিস্এ্যাপিয়ারেন্সেস (আফাদ), এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন (এএইচআরসি) এবং ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস (এফআইডিএইচ) সপ্তাহটি উপলক্ষে গুমের শিকার পরিবারগুলোর প্রতি সংহতি জানিয়ে যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করে। গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আর্ন্তজাতিক দিবস উপলক্ষে ২৯ অগাস্ট গুম হওয়া স্বজনদের সংগঠন 'মায়ের ডাক' ও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের সংগঠন 'হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারস্ নেটওয়ার্ক' যৌথভাবে গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারগুলোকে সঙ্গে নিয়ে সারাদেশে সমাবেশ, মানববন্ধন, সংবাদ সম্মেলন ও আলোচনা সভা করে। এই সময় গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানানো হয়। এই দিবসকে কেন্দ্র করে *অধিকার*, মায়ের ডাক, অ্যাডভোকেটস ফর হিউম্যান রাইটস, অ্যান্টি-ডেথ পেনাল্টি এশিয়া নেটওয়ার্ক, এশিয়ান ফেডারেশন অ্যাগেইনস্ট ইনভলান্টারি ডিস্অ্যাপিয়ারেন্সস, এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন, এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশনস, এশিয়ান ফোরাম ফর হিউম্যান রাইটস এন্ড ডেভেলপমেন্ট, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস, রবার্ট এফ কেনেডি হিউম্যান রাইটস এবং ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন অ্যাগেইনস্ট টর্চার এই ১২টি আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন এক যৌথ বিবৃতিতে গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানায়।[৯২]

---

[৮৯] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন এবং যুগান্তর, ২৯ জুলাই ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/330575

[৯০] গুমের বিরুদ্ধে এই সপ্তাহটি ১৯৮১ সালে গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের স্বজনদের নিয়ে গড়ে ওঠা ফেডারেশন অফ অ্যাসোসিয়েসন অফ রিলেটিভস অফ ডিসএ্যাপিয়ার্ড ডিটেইনিস (FEDEFAM) নামের দক্ষিণ আমেরিকার একটি সংগঠন প্রথম পালন করা শুরু করে। এরপর থেকেই গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের স্মরণে গণমানুষের সংগঠনগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সপ্তাহটি পালন করে আসছে। ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশে একনায়কতান্ত্রিক শাসনের অধীনে অনেকেই গুম হয়েছিলেন। তখন সপ্তাহটি পালন করার আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল গুমের বিরুদ্ধে প্রচারণাকে ত্বরান্বিত করা।

[৯১] https://www.facebook.com/Odhikar.HumanRights/

[৯২] http://odhikar.org/bangladesh-end-enforced-disappearances-hold-law-enforcement-accountable/

গুম: ২০১৯					
মাসের নাম	মোট গুমের শিকার ব্যক্তির সংখ্যা	বিভিন্ন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক গুমের অভিযোগ			
		র‍্যাব	পুলিশ	ডিবি পুলিশ	অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী
জানুয়ারি	৬	১	৩	০	২
ফেব্রুয়ারি	৩	১	১	১	০
মার্চ	২	০	০	০	২
এপ্রিল	১	০	০	১	০
মে	০	০	০	০	০
জুন	৩	৩	০	০	০
জুলাই	৫	০	২	২	১
অগাস্ট	৫	১	০	০	৪
সেপ্টেম্বর	৩	২	০	০	১
অক্টোবর	০	০	০	০	০
নভেম্বর	৩	০	১	২	০
ডিসেম্বর	০	০	০	০	০
মোট	**৩১**	**৮**	**৭**	**৬**	**১০**

গুম: ২০১৯				
মাসের নাম	সর্বমোট গুমের শিকার ব্যক্তি	লাশ পাওয়া গেছে	জীবিত ফেরত এসেছেন	এখন পর্যন্ত কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি
জানুয়ারি	৬	৪	২	০
ফেব্রুয়ারি	৩	২	১	০
মার্চ	২	০	২	০
এপ্রিল	১	০	১	০
মে	০	০	০	০
জুন	৩	০	৩	০
জুলাই	৫	০	৪	১
অগাস্ট	৫	০	৫	০
সেপ্টেম্বর	৩	০	২	১
অক্টোবর	০	০	০	০
নভেম্বর	৩	০	২	১
ডিসেম্বর	০	০	০	০
মোট	৩১	৬	২২	৩

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হাতে নির্যাতন, অমানবিক আচরণ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জবাবদিহিতার অভাব

২৭.আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের একটি অংশকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, সরকারের সমালোচক ও ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন করার কাজে ব্যবহার করার কারণে এইসব সদস্যরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। ২০২০ সালে আইন প্রয়োগকারী ও নিরাপত্তা সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে গুলি করে হত্যা, রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন এবং

অমানবিক আচরণ করে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি আদায়,[৯৩] নির্যাতন[৯৪] ও গুলি করে হত্যা, ক্রসফায়ারে হত্যার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়[৯৫], নিরীহ নাগরিকদের আটক করে তাঁদের পকেটে মাদকদ্রব্য ঢুকিয়ে দিয়ে মিথ্যা মামলা দায়ের,[৯৬] মূল অভিযুক্তের পরিবর্তে নিরাপরাধ নাগরিকদের গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো, হয়রানি, শিশুদের[৯৭] মামলায় অভিযুক্ত করা, আটক বাণিজ্য এবং চাঁদা আদায়সহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। এই সময় ব্যাপকভাবে নাগরিকদের ওপর নির্যাতন এবং মর্যাদাহানিকর আচরণের ঘটনা ঘটলেও তার খুব সামন্যই জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়। ভুক্তভোগীরা এই ব্যাপারে থানায় মামলা করতে না পেরে আদালতে মামলা করেছেন। কিন্তু আদালত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিযুক্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকেই সেইসব অভিযোগগুলো তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। ফলে এইসব তদন্ত নিরপেক্ষভাবে হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে।[৯৮] কয়েকটি ঘটনায় ভুক্তভোগীকে ভয়ভীতি দেখিয়ে এবং জোরপূর্বক আপোষ মিমাংসার মাধ্যমে ঘটনা ধামাচাপা দেয়া হয়। এইসব ভয়ভীতি ও আপোষ মিমাংসার ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সাথে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরাও যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই সময় নির্যাতন বা মর্যাদাহানিকর আচরণের শিকার ব্যক্তি বা তাঁর পরিবার মামলা দায়ের করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য কর্তৃক হয়রানি ও হুমকির মুখে পড়েছেন। দায়মুক্তির কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দায়ী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের ফৌজদারি বিচারের মুখামুখি না করে তাদের বদলি করা হয়েছে বা 'ক্লোজ' করা হয়েছে।

২৮.২০১৩ সালে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন পাস হয়। কিন্তু এই আইন কাগুজে আইন হিসেবে বহাল রয়েছে এবং হেফাজতে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি বা তাঁর পরিবার মামলা দায়ের করে পুলিশের হয়রানি ও হুমকির মুখে পড়ছেন।[৯৯] এই আইন কার্যকর হওয়ার পর প্রথম রায় হয় ২০২০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর। ২০১৪ সালে পল্লবী থানায় নির্যাতন করে ইশতিয়াক হোসেন জনি নামে এক যুবককে হত্যার অভিযোগে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েশ পল্লবী থানার তৎকালীন এসআই জাহিদুর রহমান, এএসআই রাশেদুল ইসলাম ও এএসআই কামরুজ্জামানকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং এক লাখ টাকা জরিমানা করেন। অপর দুই আসামী পুলিশের সোর্স সুমন ও রাসেলকে সাত বছর কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।[১০০] ২০১৩ সালে এই আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকে ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে মোট ১৮টি মামলা দায়ের হয়েছে।[১০১] যার মধ্যে ১৪ টিতেই পুলিশ 'তথ্যগত ভুল' উল্লেখ করে চুড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছে। বাকি চারটির মধ্যে একটি মামলা হলো ইশতিয়াক হোসেন জনিকে নির্যাতন করে হত্যা করার অভিযোগে দায়ের করা মামলা।[১০২]

---

[৯৩] প্রথম আলো, ২৬ অগাস্ট ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=6&edcode=71&pagedate=2020-08-26

[৯৪] প্রথম আলো, ৯ জুন ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1661672/

[৯৫] যুগান্তর, ৩১ জানুয়ারি ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/273561

[৯৬] প্রথম আলো, ১১ অগাস্ট ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/সিগারেট-খাওয়ার-অপরাধে-গ্রেপ্তার-পরে-পুলিশকে-সাড়ে; নয়াদিগন্ত, ১১ অগাস্ট; https://www.dailynayadiganta.com/city/520731

[৯৭] নয়া দিগন্ত, ২১ জানুয়ারি ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/473886

[৯৮] আলোর জীবনে এখন কেবলই আধাঁর, হেফাজতে মৃত্যু/ প্রথম আলো, ৪ ডিসেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/আলোর-জীবনে-এখন-কেবলই-আঁধার

[৯৯] প্রথম আলো, ২৩ জানুয়ারি ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=16&edcode=71&pagedate=2020-1-23

[১০০] দি ডেইলি স্টার, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.thedailystar.net/city/news/custodial-death-jonny-3-policemen-get-life-term-2-get-7-years-jail-1958473

[১০১] প্রথম আলো, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2020-9-10&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[১০২] ২০১৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় পল্লবীর ১১ নম্বর সেকশনের বি ব্লবের ইরানী ক্যাম্পের বাসিন্দা মোহাম্মদ বিল্লালের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে পুলিশের সোর্স সুমন নারীদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করে। এই সময় সেখানে থাকা ইশতিয়াক হোসেন জনি ও তাঁর ভাই ইমতিয়াজের সঙ্গে সুমনের বাকবিতণ্ডা হয়। এরপর সুমনের ফোন পেয়ে পুলিশ এসে ইশতিয়াক ও ইমতিয়াজকে ধরে থানায় নিয়ে যায় এবং দুই ভাইকে নির্যাতন করে। পুলিশের নির্যাতনে ইশতিয়াক হোসেন জনি গুরুতর আহত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। এই ঘটনায় ২০১৪ সালের ৭ অগাস্ট ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইনে মামলা করেন ইমতিয়াজ। আদালত মামলাটি বিচার বিভাগীয় তদন্তে নির্দেশ দেয়। ২০১৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বিচার বিভাগয়ি তদন্ত শেষে পাঁচজনকে অভিযুক্ত ও পাঁচজনকে অব্যাহতির সুপারিশ করা হয়।

২৯.২৬ জুন[১০৩] জাতিসংঘ ঘোষিত নির্যাতিতদের সমর্থনে আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস উপলক্ষে *অধিকার*, এশিয়ান ফেডারেশন এগেইনস্ট ইনভলান্টারি ডিস্‌এ্যাপিয়ারেন্সেস (আফাদ), এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন (এএইচআরসি), ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস (এফআইডিএইচ), রবার্ট এফ. কেনেডি হিউম্যান রাইটস এবং ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন এগেইনস্ট টর্চার (ওএমসিটি) নির্যাতিত ব্যক্তিদের স্মরণে এক যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করে। *অধিকারের* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরা এইদিন (২৬ জুন) দেশের বিভিন্ন জেলায় স্থানীয় জনসাধারণ, ভিকটিম ও ভিকটিম পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে যাঁরা অত্যাচার নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণসহ সহিংসতার শিকার হয়েছেন, তাঁদের প্রতি সংহতি জানিয়ে সভা-সমাবেশ ও মানববন্ধন করে।

অধিকার এর সংঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও ভুক্তভুগী পরিবারের সদস্যরা নির্যাতিতদের সমর্থনে আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। ছবিঃ অধিকার।

১৮ ফেব্রুয়ারি গাজীপুর মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের নির্যাতনে ইয়াসমিন বেগমকে হত্যার অভিযোগ[১০৪], ২৬ মার্চ বরগুনা জেলার আমতলী থানা পুলিশ কর্তৃক শানু হাওলাদারকে নির্যাতন করে হত্যার অভিযোগ[১০৫], নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার ঘোড়াশালে পুলিশের হেফাজতে মান্নান (৪০) নামে এক অটোরিক্সা (সিএনজি চালিত) চালক নির্যাতনের শিকার হন বলে অভিযোগ রয়েছে। তিনি ২৯ এপ্রিল মারা যান।[১০৬] গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়ার রামশীল গ্রামের কৃষক

[১০৩] ১৯৮৪ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা অন্যান্য মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ নীতিগত অবস্থান বা কনভেনশন গ্রহণ করে, যা আন্তর্জাতিক আইনে একটি বিধিবদ্ধ আইনি শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এই নীতিগত অবস্থান ১৯৮৭ সালের ২৬ জুন কার্যকরী হয় এবং একই সঙ্গে সাধারণ পরিষদের গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতিবছর ২৬ জুন তারিখটিকে নির্যাতিতদের সমর্থনে আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস হিসেবে পালনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৮৮ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই দিনটি পালিত হয়ে আসছে।

[১০৪] পুলিশি হেফাজতে নারীর মৃত্যু/ প্রথম আলো, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2020-2-20&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[১০৫] যুগান্তর, ২৭ মার্চ ২০২০, https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/293098, আমাদের সময়, ২৭ মার্চ ২০২০; http://www.dainikamadershomoy.com/post/248128

[১০৬] প্রথম আলো, ১ মে ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1654141

নিখিল তালুকদার কোটালীপাড়া থানা পুলিশে হেফাজতে ৪ জুন মারা যান। পুলিশের নির্যাতনের কারণে তিনি মারা গেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।[১০৭] ৬ জুলাই চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানায় পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে আফসার আলী নামে এক ব্যক্তিকে নির্যাতন করে বলে অভিযোগ রয়েছে। নির্যাতনের কারণে তিনি মারা যান।[১০৮] ২৯ সেপ্টেম্বর ঢাকার পল্টন মডেল থানা হেফাজতে পুলিশের নির্যাতনে মাসুদ রানা নামে এক যুবক মারা যান বলে অভিযোগ রয়েছে।[১০৯] ১০ অক্টোবর রায়হান আহম্মদ নামে এক যুবককে এসআই আকবরের নেতৃত্বে একদল পুলিশ আটক করে সিলেটের বন্দরবাজার ফাঁড়িতে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করে হত্যা করে।[১১০]

গণপিটুনিতে মৃত্যু

৩০.২০২০ সালে গণপিটুনিতে অনেকগুলো মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। দায়মুক্তি এবং দুর্নীতির কারণে রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি মানুষের আস্থা কমে গেছে এবং অকার্যকর বিচার ব্যবস্থার ফলে দেশে এক বিচারহীনতার সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে এবং গণপিটুনী দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। ফলে অনেক নিরীহ মানুষ গণপিটুনিতে মারা যাচ্ছেন।

৪ জানুয়ারি ফরিদপুরের মধুখালীতে নূরল ইসলাম নূর[১১১], ১৩ জানুয়ারি যশোরের অভয়নগরে সোহেল, সৈকত ও জনি নামে তিন যুবক[১১২], ১ মার্চ খুলনার কয়রায় ছাত্রলীগ নেতা হাদিউজ্জামান[১১৩], ৯ মার্চ খুলনা নগরীতে শব্দ খাঁ[১১৪], ২০ এপ্রিল নারায়নগঞ্জের ফতুল্লায় রাজিব[১১৫], ১৫ মে ঢাকার নবাবগঞ্জে দিনমজুর প্রশান্ত রায়[১১৬], ৯ জুন ফরিদপুরে মোঃ হিরণ ও মোঃ আকাশ[১১৭], ৯ জুন খুলনার দাকোপ উপজেলায় নীল উৎপল[১১৮], ১০ জুন ফরিদপুরে আতর আলী[১১৯], ৩০ জুন বান্দরবানের রুমায় দুই সহোদর ক্যসুই খোয়াই মারমা ও খোয়াই বাঅং মারমা[১২০], ৮ অগাস্ট রংপুরের মিঠাপুকুরে নৈশপ্রহরী তছলিম

---

[১০৭] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৮ জুন ২০২০; https://www.bd-pratidin.com/last-page/2020/06/08/536847

[১০৮] যুগান্তর ৮ জুলাই ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/323744

[১০৯] দি ডেইলি স্টার, ১ অক্টোবর ২০২০; https://www.thedailystar.net/backpage/news/man-dies-police-custody-1970301

[১১০] সিলেটে পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু: মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বদল/ প্রথম আলো, ৩ নভেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/সিলেটে-পুলিশি-হেফাজতে-মৃত্যু-মামলার-তদন্ত-কর্মকর্তা-বদল

[১১১] মধুখালীতে গণপিটুনিতে যুবকের মৃত্যু/ যুগান্তর, ৬ জানুয়ারি ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/263794/

[১১২] যশোরে চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে নিহত ৩/ প্রথম আলো, ১৩ জানুয়ারি ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=5&edcode=71&pagedate=2020-1-14

[১১৩] গ্রামবাসীর পিটুনি ও শিবিরের হামলায় দুই ছাত্রলীগ নেতা নিহত/ প্রথম আলো, ৩ মার্চ ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=20&edcode=71&pagedate=2020-3-3

[১১৪] খুলনায় চোর সন্দেহে জুতা বিক্রেকাকে পিটিয়ে হত্যা/ মানবজমিন, ১২ মার্চ ২০২০; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=216992&cat=9/

[১১৫] নাঃগঞ্জে মামলা তোলার হুমকি দেয়ায় গণপিটুনিতে আসামী নিহত/ যুগান্তর, ২১ এপ্রিল ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/300208/

[১১৬] নবাবগঞ্জে চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে দিনমজুর নিহত/ মানবজমিন, ১৬ মে ২০২০; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=226851

[১১৭] ছিনতাইকারী সন্দেহে গণপিটুনিতে নিহত ২/ প্রথম আলো ৯ জুন ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1661701/

[১১৮] কলেজছাত্রকে ছুড়ি মেরে হত্যা, ঘাতক নিহত গণপিটুনিতে/ বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১০ জুন ২০২০; https://www.bd-pratidin.com/last-page/2020/06/10/537479

[১১৯] মোবাইল চোর সন্দেহে ছেলেকে না পেয়ে বাবাকে পিটিয়ে হত্যা/ যুগান্তর, ১১ জুন ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/314734/

[১২০] রুমায় গণপিটুনিতে দুই সহোদর নিহত/ যুগান্তর, ২ জুলাই ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/321896/

মিয়া[১২১], ১৮ সেপ্টেম্বর রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলায় ট্রাক চালক আবু তালেব,[১২২] ৪ অক্টোবর হবিগঞ্জের মাধবপুরে মাসুম মিয়া[১২৩], লালমনিরহাটের পাটগ্রামে শহীদুন্নবী জুয়েল[১২৪], ১৪ নভেম্বর গাইবান্ধার সাঘাটায় দিনমজুর এনামুল হক[১২৫], ২৪ নভেম্বর নরসিংদীর শিবপুরে সোহেল ও অজ্ঞাতনামা একজনসহ[১২৬] ***৪০ জন ২০২০ সালে গণপিটুনিতে নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।***

মৃত্যুদণ্ড

৩১. বাংলাদেশে বিভিন্ন ফৌজদারি আইনে মৃত্যুদণ্ডের বিধান বহাল রয়েছে। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হওয়া অভিযুক্তদের বহু বছর কনডেম্ড সেলে বন্দি করে রাখার কারণে তাঁরা মানসিক ও শারীরিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন।[১২৭] অনেকে বহু বছর কনডেম্ড সেলে বন্দি থাকার পর উচ্চ আদালতের নির্দেশে মুক্তি পেলেও আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারেন না। উল্লেখ্য যে, মৃত্যুদণ্ড রহিতকরণ, স্থগিত বা স্থগিতাদেশ দেয়ার কোনও পরিকল্পনা সরকারের নেই। বরং, সরকার মৃত্যুদণ্ডকে অন্তর্ভূক্ত করে বিদ্যমান আইন সংশোধন করেছে এবং নতুন আইন প্রবর্তন করেছে, যা ইউপিআর প্রতিবেদনে ঘোষিত সরকারের অবস্থানের পরিপন্থী যা ধীরে ধীরে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মতো অন্যান্য ধরণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ডকে অতিক্রম করে চলেছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৭ নভেম্বর জাতীয় সংসদ ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) বিল ২০২০' পাস করেছে।[১২৮]

৩২. **২০২০ সালে নিম্ন আদালতে ২১৮ অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং দুই ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।**

সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) আবদুল মাজেদকে ৬ এপ্রিল ঢাকার গাবতলী এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় এবং ১১ এপ্রিল মাজেদের ফাঁসি কেরানীগঞ্জে অবস্থিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কার্যকর করা হয়।[১২৯] ১ নভেম্বর গাজীপুর কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে স্ত্রী ও কন্যা হত্যার দায়ে লক্ষীপুর জেলার রামগতী উপজেলার অধিবাসী আবদুল গফুর নামে এক ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।[১৩০]

---

[১২১] চুরির অপবাদে গণপিটুনিতে নৈশপ্রহরী নিহত/ যুগান্তর, ৯ অগাস্ট ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/333144/

[১২২] রাজশাহীতে ছাগল মৃত্যুর জেরে গণপিটুনিতে ট্রাকচালক হত্যা/ যুগান্তর, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/346380/

[১২৩] গরু চুরির অভিযোগে গণপিটুনিতে মৃত্যু/ প্রথম আলো, ৭ অক্টোবর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=6&edcode=75&pagedate=2020-10-7

[১২৪] গুজব ছড়িয়ে পুড়িয়ে হত্যা, ৫ আসামী রিমান্ডে গ্রেফতার আরও ৬/ যুগান্তর, ৩ নভেম্বর ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/361027/

[১২৫] চুরির অভিযোগে দিনমজুরকে হত্যা/ প্রথম আলো, ১৬ নভেম্বর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=4&edcode=71&pagedate=2020-11-16

[১২৬] নরসিংদীতে ডাকাত সন্দেহে গণপিটুনিতে নিহত ২/ যুগান্তর, ২৫ নভেম্বর ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/368173

[১২৭] ২০০০ সালের ২৫ জুন স্ত্রী ও দেড় বছরের শিশুকন্যাকে হত্যার অভিযোগে খুলনার আদালত মৃত্যুদণ্ড দেয় জাহিদ শেখ নামে এক ব্যক্তিকে। এরপর টানা ২০ বছর কনডেম্ড সেলে বন্দি থাকেন জাহিদ শেখ। কিন্তু মামলা প্রমাণিত না হওয়ায় ২৫ অগাস্ট জাহেদ শেখকে খালাসের নির্দেশ দেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। ৩১ অগাস্ট জাহিদ শেখ খুলনা কারাগার থেকে মুক্তি পান। মুক্তির পর জাহিদ শেখ জানান, ফাঁসির কনডেম্ড সেলে প্রতি মুহূর্তেই তিনি মৃত্যুর প্রহর গুণছিলেন। জাহিদের ভগ্নিপতি আজিজুর রহমান জানান, উল্লেখিত ঘটনায় জাহিদের নামে ফকিরহাট থানায় নারী নির্যাতন আইনে মামলা হলে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তাঁদের কাছে ৫০ হাজার টাকা ঘুষ দাবি করেন। টাকা না দেয়ায় জাহিদকে মামলায় একতরফাভাবে দোষী সাব্যস্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয়া হয়। মানবজমিন, ২ সেপ্টেম্বর ২০২০https://mzamin.com/article.php?mzamin=241217

[১২৮] ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে আইন পাস/ যুগান্তর, ১৮ নভেম্বর ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/365697/

[১২৯] প্রথম আলো, ১২ এপ্রিল ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1650240/

[১৩০] স্ত্রী-কন্যাকে হত্যার দায়ে একজনের ফাঁসি কার্যকর/ প্রথম আলো, ৩ নভেম্বর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=16&edcode=71&pagedate=2020-11-3

গ. মতপ্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ এবং নিবর্তনমূলক আইন

৩৩.২০২০ সালে নাগরিকদের বাক, চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে লঙ্ঘন হয়েছে। এই সময় মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় সরকার ও সরকারদলীয় নেতাকর্মীদের হস্তক্ষেপ ব্যাপক রূপ নেয়। স্বাধীন মতপ্রকাশের কারণে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও গ্রেফতারসহ বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন চালানো হয়। অনেক সংবাদমাধ্যম সরকারের চাপে সেল্ফ সেন্সরশিপ করতে বাধ্য হয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। যেহেতু সংবাদমাধ্যমগুলো সরকারের হস্তক্ষেপের কারণে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেনি তাই বিভিন্ন ঘটনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে। এই কারণে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর ওপর সরকার ব্যাপক নজরদারি করেছে। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সমালোচনাকারীসহ সরকারের বিরুদ্ধে যায় এমন যে কোন তথ্য প্রকাশের ফলশ্রুতিতে নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে নাগরিকদের হয়রানীমূলকভাবে গ্রেফতার করে কারাগারে আটক রাখা হয় ২০২০ সাল জুড়ে। এই সময়ে স্বাধীন মতপ্রকাশের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে এবং বিদেশে নির্বাসনে থাকা বাংলাদেশী ব্লগার, মানবাধিকারকর্মী ও সাংবাদিকদের দেশে অবস্থানকারী বাবা-মা-স্ত্রীসহ আত্মীয়-স্বজনদের আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা জিজ্ঞাসাবাদের নামে হয়রানি করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হওয়ার বিষয়গুলো ধামাচাপা দেয়ার উদ্দেশ্যে চিকিৎসক, নার্স ও সরকারি চাকরিজীবীদের মতপ্রকাশ করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করে সরকার।

সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে অবমাননা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোর্শেদ হাসান খানকে ৯ সেপ্টেম্বর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়[১৩১] *এবং একই দিনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের এক কর্মী অধ্যাপক মোর্শেদ হাসান খানের বিরুদ্ধে ঢাকার মূখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করেন।*[১৩২] *প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ফেসবুকে 'আপত্তিকর মন্তব্য' করার অভিযোগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক একেএম ওয়াহিদুজ্জামানকে ২০২০ সালের ১০ সেপ্টেম্বর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় চূড়ান্তভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।*[১৩৩] *২৫ অক্টোবর মালোয়েশিয়ায় স্বেচ্ছা নির্বাসনে থাকা ওয়াহিদুজ্জামানের*

[১৩১] ২০১৮ সালের ২৬ মার্চ দৈনিক নয়া দিগন্ত পত্রিকায় অধ্যাপক মোর্শেদ হাসান খান মুক্তিযুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি মরহুম জিয়াউর রহমানের ভূমিকা নিয়ে কলাম লিখেন। এই কলামে সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে অবমাননা করা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগে ২০১৮ সালের ২ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিস তাঁকে অব্যাহতি দেয়। ২৮ মে ২০১৮ বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট উপ-উপচার্যের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে। ২০২০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিষয়ে চিঠির মাধ্যমে অধ্যাপক মোর্শেদ খানকে অবহিত করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩ এর ৫৬ (৩) বিধি অনুযায়ী "একজন শিক্ষককে কেবলমাত্র 'নৈতিক স্খলন' বা 'অদক্ষতা'র কারনে বরখাস্ত করা যেতে পারে। একই নিয়মে বলা হয়েছে যে, নৈতিক স্খলন বা অদক্ষতার অভিযোগের তদন্ত কমিটিতে যতক্ষণ শিক্ষক বা আধিকারিক মনোনীত কোনও ব্যক্তি প্রতিনিধিত্ব করতে না পারেন, ততক্ষণ এ জাতীয় কোনও শিক্ষক বা কর্মকর্তা বরখাস্ত হবেন না।" এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ এর ৫৬ (৩) বিধির লঙ্ঘন হয়েছে এবং অধ্যাপক মোর্শেদের মতপ্রকাশের অধিকারও লঙ্ঘিত হয়েছে।

[১৩২] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.bd-pratidin.com/city/2020/09/11/565546 এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1330552020ENGLISH.pdf

[১৩৩] ২০১৩ সালে একেএম ওয়াহিদুজ্জামানের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ নেতা ও জননেত্রী পরিষদের সভাপতি এবি সিদ্দিকী ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৫০০ ও ৫০৬ ধারায় মামলা দায়ের করেন। আদালত ২০১৩ সালের ৮ অক্টোবর ওয়াহিদুজ্জামানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করলে ওয়াহিদুজ্জামান সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ থেকে ৪ সপ্তাহের অন্তবর্তীকালিন জামিন পান। ২০১৩ সালের ৬ নভেম্বর তিনি নিম্ন আদালতে হাজির হয়ে জামিন প্রার্থনা করলে আদালত তাঁকে জামিন না দিয়ে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেয়। কিন্তু কারাগারে পাঠানোর আগে কোর্ট হাজতে ওয়াহিদুজ্জানের ওপর নির্যাতন করা হয় বলে ওয়াহিদুজ্জামান *অধিকার* এর কাছে অভিযোগ করেন। ২০১৩ সালের ৭ নভেম্বর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওয়াহিদুজ্জামানকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে। এরপর ওয়াহিদুজ্জামান কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে আরো মামলা দায়ের করা হয় এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা হয়রানি করে। ক্রমাগত হয়রাণির কারণে ২০১৬ সালের ৫ মে ওয়াহিদুজ্জামান দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। বর্তমানে তিনি মালোয়েশিয়ায় স্বেচ্ছা নির্বাসনে রয়েছেন। *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য / এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর বিবৃতি, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.amnesty.org/en/documents/asa13/3122/2020/en/

গ্রামের বাড়ি মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার দামলা গ্রামে সিআইডি ও স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশ গিয়ে তাঁর আত্মীয় স্বজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তাঁদের বিপদ হতে পারে বলে হুমকি দেয়।[১৩৪]

৩৪.মতপ্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে সরকার কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হওয়ার বিষয়গুলো ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করে। সরকার প্রজ্ঞাপন জারি করে চিকিৎসক ও নার্সসহ সরকারী চাকরিজীবীদের মতপ্রকাশ করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ২ মে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) শিক্ষক, চিকিৎসকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া গণমাধ্যমে বক্তব্য না দেয়া এবং টেলিভিশনের টকশোতে অংশগ্রহণ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্ট্যাটাস/শেয়ার প্রদান করার ক্ষেত্রে সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভাবমূর্তি যেন ক্ষুণ্ন না হয় সেই বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশনা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক এবিএম আব্দুল হান্নান।[১৩৫] ৭ মে সরকার পরিপত্র জারি করে সরকারি চাকরিজীবীদের সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমে সরকার বা রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়, এমন কোনো পোস্ট, ছবি, অডিও বা ভিডিও আপলোড, কমেন্ট, লাইক, শেয়ার করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়। পরিপত্রে বলা হয়, এই আদেশ লঙ্ঘন করলে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে।[১৩৬] ১৫ এপ্রিল সরকার সকল সরকারি নার্সদের পূর্ব অনুমতি ব্যতিত গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলা থেকে বিরত থাকার এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম বিষয়ক কথা না বলার জন্য স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের নির্দেশ দেয়।[১৩৭]

সুইডেনে রাজনৈতিক আশ্রয় নেয়া সাংবাদিক তাসনীম খলিলের মাকে এপ্রিল মাসে সিলেটে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা তাসনীম খলিলের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। উল্লেখ্য, তাসনীম খলিল পরিচালিত নেত্র নিউজ পোর্টালটি বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ব্লক করে রেখেছে। জুলাই মাসে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা সরকার ও ক্ষমতাসীনদলের সমালোচনা বন্ধ করার জন্য ব্লগার আসাদ নুরের বাড়িতে গিয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যদের হুমকি দেয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকারের সমালোচনামূলক লেখালেখির কারণে মানবাধিকারকর্মী ও ব্লগার পিনাকী ভট্টচার্য সরকারের হয়রানির কারণে ফ্রান্সে রাজনৈতিক আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। অক্টোবর মাসে নির্বাসিত পিনাকী ভট্টচার্যের বাংলাদেশে বাড়ি ঘেরাও করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা তাঁর বাবা-মা ও স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে।[১৩৮]

২৪ ডিসেম্বর ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ 'নবাব এলএলবি' নামে একটি চলচ্চিত্রে পুলিশকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের অভিযোগে পর্নোগ্রাফি আইনে দায়ের করা মামলায় চলচ্চিত্র পরিচালক অনন্য মামুন ও অভিনেতা শাহিন মৃধাকে গ্রেফতার করে।[১৩৯]

নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮

৩৫.কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকারের ব্যর্থতা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ব্যাপক ত্রুটি ও ত্রাণ বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম নিয়ে এবং সরকার ও ক্ষমতাসীনদলের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি বা নেতা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে সমালোচনামূলক তথ্য প্রকাশ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পর্যালোচনা, সমালোচনা ও কার্টুন প্রকাশ করার কারণে করোনা-দুর্গতদের সহযোগিতা দিতে স্বেচ্ছাসেবায় নিয়োজিত কর্মী,

[১৩৪] অধিকারএর সংগৃহিত তথ্য ।

[১৩৫] মানবজমিন, ৩ মে ২০২০; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=224978&cat=1

[১৩৬] ইত্তেফাক, ৭ মে ২০২০; https://www.ittefaq.com.bd/national/150151

[১৩৭] প্রথম আলো, ১৭ এপ্রিল ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1651469

[১৩৮] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এর বিবৃতি, ২৪ অক্টোবর ২০২০; https://www.hrw.org/news/2020/10/24/bangladesh-stop-intimidating-activists-victims-families

[১৩৯] পুলিশকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন, পরিচালক ও অভিনেতা গ্রেপ্তার, প্রথম আলো, ২৬ ডিসেম্বর ২০২০/ নিউ এজ, ২৬ ডিসেম্বর ২০২০; http://www.newagebd.net/article/125368/nabab-llb-actor-director-sent-to-jail-in-pornography-case

কার্টুনিস্ট, লেখক, সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিরোধী রাজনৈতিক নেতা, বাউল শিল্পী, মসজিদের ইমাম, আইনজীবী ও শিশুসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার নাগরিকদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের এবং গ্রেফতার করা হয়েছে ২০২০ সালে। গ্রেফতারকৃতদের অনেককে সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তিরা তাঁদের বাসা থেকে তুলে নিলেও তাঁদের গ্রেফতারের ব্যাপারে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা প্রথমে অস্বীকার করে। পরবর্তীতে তাঁদের থানায় হাজির করে তাঁদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। সরকারের সমালোচনা করায় বাংলাদেশে বেশ কিছু ওয়েবসাইট বন্ধ করে দেয়া হয়।[১৪০] এছাড়া ত্রাণ আত্মসাৎ ও বিতরণের অনিয়ম নিয়ে সংবাদ প্রকাশের জের ধরে নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রয়োগ করে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধেও হয়রানিমূলক মামলা দায়ের ও গ্রেফতার করা হয়েছে। বেশির ভাগে ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা ও ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা এই মামলাগুলো দায়ের করেছে এবং আদালতগুলোও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের জামিন দিতে অস্বীকার করেছে।

৩৬. **সরকারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ বা তাঁদের পরিবার কিংবা ধর্মীয় বিষয়ে সমালচনামূলক মন্তব্য করার কারণে ২০২০ সালে ১৪২ জনকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে এবং ১৩ জনকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ এবং ২০১৩) আইনে গ্রেফতার করা হয়** ।

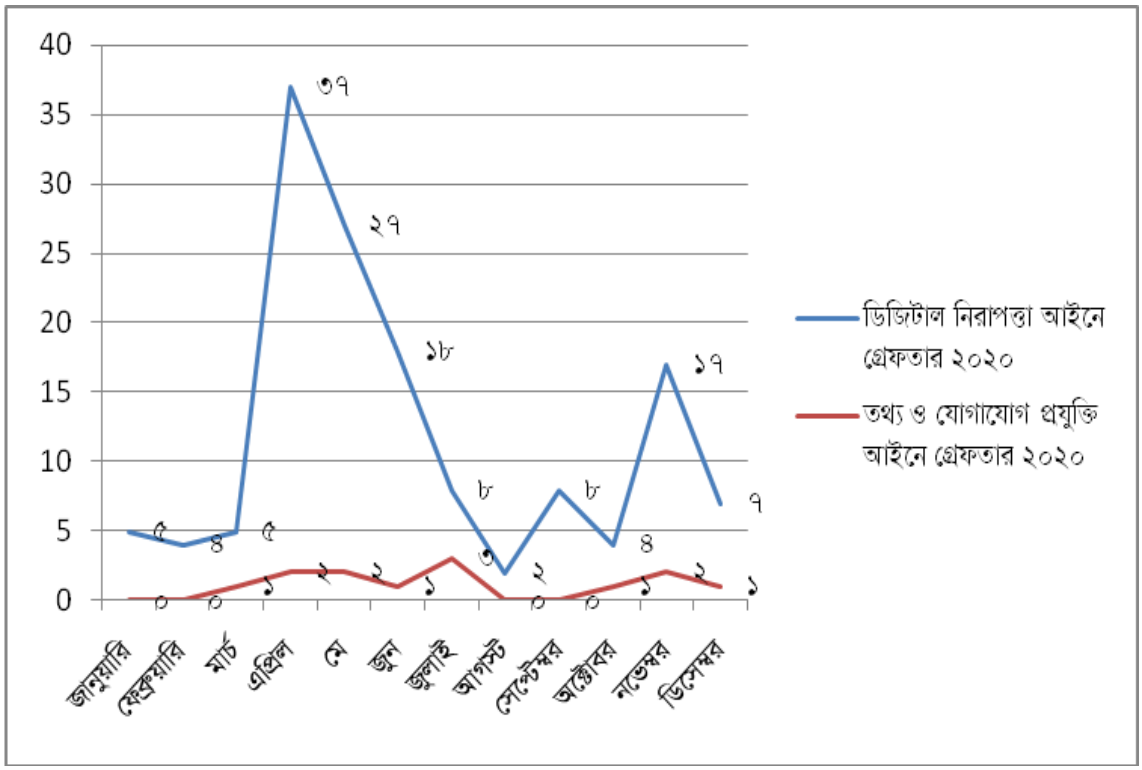

৩৭.২৪ ফেব্রুয়ারি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৫[১৪১] ও ৩১[১৪২] ধারা কেন অসাংবিধানিক হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ ও বিচারপতি

[১৪০] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ৭ মে ২০২০; https://www.hrw.org/news/2020/05/07/bangladesh-mass-arrests-over-cartoons-posts
[১৪১] এই ধারায় বলা আছে , কেউ যদি'ভীতিকর','অসত্য' অথবা 'বিরক্তিকর','আক্রমণাত্মক' তথ্য প্রকাশ করাকে অপরাধ হেসেবে গণ্য হবে। http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1261/section-47483.html

মোহাম্মদ মাহমুদ হোসেন তালুকদারের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ। সাংবাদিক, আইনজীবী ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকসহ ৯ ব্যক্তি এই রিট আবেদনটি করেন।[১৪৩] কিন্তু ২০২০ সালের ৮ মার্চ সরকার এই আইনকে আরো কঠোরভাবে প্রয়োগের লক্ষ্যে এই আইনের বিধিমালা জারি করে।[১৪৪]

নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আতাউর রহমান ভূঁইয়া মানিককে নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করায় ৫ জানুয়ারি দৈনিক জাতীয় অর্থনীতি পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক এমজি কিবরিয়া চৌধুরীকে ঢাকার পল্টনে অবস্থিত পত্রিকার কার্যালয় থেকে নোয়াখালী সোনাইমুড়ি থানা পুলিশের এসআই রেজাউল হক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে।[১৪৫]

দৈনিক মানবজমিন পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদে মাগুরা-১ আসনের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখরকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এমন অভিযোগ এনে মানবজমিন পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী ও প্রতিবেদক আল-আমিন এবং ৩২ জন যাঁরা সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে এই সংবাদটি শেয়ার করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে ৯ মার্চ ঢাকার শেরেবংলা নগর থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করেন সাইফুজ্জামান শিখর।[১৪৬]

২৯ এপ্রিল নরসিংদী জেলার ঘোড়াশালে চুরির অপবাদে মান্নান (৪০) নামে এক যুবককে পুলিশ পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে স্থানীয় দৈনিক গ্রামীণ দর্পণ পত্রিকার অনলাইন সংস্করনে এবং নরসিংদী প্রতিদিন নামের একটি অনলাইনে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রতিবেদন তৈরি করার সময় পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে কথা না বলেই তাঁর বরাত দিয়ে ভুল বক্তব্য প্রকাশ করা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে প্রচার করার অভিযোগে ঘোড়াশাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ জহিরুল ইসলাম স্থানীয় দৈনিক গ্রামীণ দর্পণ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক রমজান আলী প্রামাণিক, স্টাফ রিপোর্টার শান্ত বণিক ও অনলাইন পোর্টাল নরসিংদী প্রতিদিনের প্রকাশক ও সম্পাদক খন্দকার শাহীনএর বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করেন। ১ মে তিন সাংবাদিককে পুলিশ গ্রেফতার করে।[১৪৭]

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে মন্তব্য ও ছবি বিকৃত করার অভিযোগে ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলার ছাত্রদল নেতা মুনসুর হেলালকে ১২ মার্চ[১৪৮]*, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বিএনপি নেতা ও আইনজীবী আলী আজম চৌধুরীকে ৬ এপ্রিল*[১৪৯]*, মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় মাহমুদা আক্তার পলি নামে এক নারীকে ৫ জুন*[১৫০]*, ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার হবিরবাড়ি পাড়াগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র মোহাম্মদ ইমনকে ২০ জুন*[১৫১]*, নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলায় হেলাল কাজী নামে এক যুবককে ১৮ নভেম্বর*[১৫২] *ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে পুলিশ গ্রেফতার করে।*

---

[১৪২] এই ধারায় আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানো, ইত্যাদির অপরাধ ও দণ্ডের কথা বলা হয়েছে। http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1261/section-47489.html

[১৪৩] যুগান্তর, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/282051

[১৪৪] https://ictd.gov.bd/sites/default/files/files/ictd.portal.gov.bd/law/47feddca_af51_4995_9c28_3f451cddf9ab/নিরাপত্তা বিধিমালা-_২০২০.pdf

[১৪৫] প্রথম আলো, ৬ জানুয়ারি ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1633023/

[১৪৬] প্রথম আলো, ১১ মার্চ ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1644309

[১৪৭] প্রথম আলো, ১ মে ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1654141

[১৪৮] বংলা ট্রিবিউন, ১৩ মার্চ ২০২০; https://bangla.dhakatribune.com/bangladesh/2020/03/13/বঙ্গবন্ধু-ও-প্রধানমন্ত্রীকে-নিয়ে-ফেসবুকে-বিরূপ-মন্তব্য,-ছাত্রদল-নেতা-গ্রেপ্তার

[১৪৯] প্রথম আলো, ৭ এপ্রিল ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1649302

[১৫০] নয়াদিগন্ত, ৫ জুন ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/dhaka/506095/

[১৫১] দি ডেইলি স্টার, ২২ জুন ২০২০; https://www.thedailystar.net/bangla/শীর্ষ-খবর/ডিজিটাল-নিরাপত্তা-আইনের-মামলায়-কিশোর-সংশোধনাগারে-নবম-শ্রেণির-ছাত্র-158129

[১৫২] প্রথম আলো ১৯ নভেম্বর ২০২০

ইসলাম ধর্মের 'অবমাননা ও ধর্মীয় অনুভূতিতে' আঘাত করার অভিযোগে ১১ জানুয়ারি শরিয়ত বয়াতী নামে এক বাউলকে[১৫৩], ৩০ অক্টোবর ফেণীতে মিঠুন দে ও দিনাজপুরে সুজন রায়[১৫৪], ২ নভেম্বর বগুড়ার শেরপুরে দশম শ্রেণীর ছাত্রী সুমনা আক্তারকে[১৫৫] পুলিশ গ্রেফতার করে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও সড়ক যোগাযোগ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরকে নিয়ে ফেসবুকে 'ব্যঙ্গাত্মক' পোস্ট দেয়ার অভিযোগে ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছার একটি ফার্মেসীর মালিক এমদাদুল হককে ৩ মার্চ গ্রেফতার করা হয়।[১৫৬]

রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার দর্শণাপাড়া ইউনিয়নে প্রকৃত অসহায় লোকজন ত্রাণ না পাওয়ায় তার প্রতিবাদ করে ফেসবুকে পোস্ট দেয়ায় বোরহানুল ইসলাম মিলন (১৫) ও তাঁর ভাই বাবু মুন্নাকে দর্শণাপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও একই ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি কামরুল রাজ ইউনিয়ন পরিষদে ডেকে নিয়ে কর্ণহার থানায় পুলিশের কাছে হস্তান্তর করলে দুইভাইসহ তিনজনের বিরুদ্ধে পুলিশ ১৮ এপ্রিল ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করে।[১৫৭]

ফেসবুকে সরকার বিরোধী পোস্ট, করোনা ভাইরাস নিয়ে তথ্য দেয়া এবং বিভিন্ন নেতার কার্টুন প্রকাশের অভিযোগে লেখক মুশতাক আহমেদ, কার্টুনিস্ট আহমেদ কবির কিশোরকে ৪ মে এবং রাষ্ট্রচিন্তা নামে একটি সংগঠনের অন্যতম সংগঠক দিদার ভুঁইয়া ও ঢাকা স্টক একচেঞ্জের শেয়ার হোল্ডার পরিচালক মিনহাজ মান্নানকে ৫ মে সাদা পোশাকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা গ্রেফতার করে। এই ঘটনায় ১১ জনের বিরুদ্ধে রমনা থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করা হয়। মামলায় সুইডেনে বসবাসকারী সাংবাদিক তাসনিম খলিলকেও অভিযুক্ত করা হয়েছে।[১৫৮]

আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রয়াত মোহাম্মদ নাসিমকে নিয়ে ফেসবুকে মন্তব্য করার অভিযোগে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক সিরাজাম মুনিরাকে ১৩ জুন[১৫৯] এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক কাজী জাহিদুর রহমানকে ১৭ জুন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে পুলিশ গ্রেফতার করে।[১৬০]

ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, প্রয়াত সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ও প্রয়াত ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহকে নিয়ে মন্তব্য করার অভিযোগে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার একটি মসজিদের ইমাম আব্দুল কাইয়ুমকে ৫ জুলাই[১৬১], শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলকে নিয়ে ফেসবুকে মন্তব্য করার অভিযোগে চট্টগ্রামের বাকালিয়ায় পুলিশ এনামুল হককে ১৫ জুলাই[১৬২] এবং শিক্ষামন্ত্রী দীপুমনি, চাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কানিজ ফাতেমা ও ফরক্কাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ হান্নান মিজিসহ আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতার নামে ফেসবুকে 'অপপ্রচার' চালানোর অভিযোগে ফরক্কাবাদ ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম, নোমান সিদ্দিকী ও এবিএম আনিসুর রহমানকে ১৯ জুলাই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে চাঁদপুর মডেল থানার পুলিশ গ্রেফতার করে।[১৬৩]

---

[১৫৩] বাংলা ট্রিবিন, ১২ জানুয়ারি ২০২০; https://www.banglatribune.com/country/news/603515
[১৫৪] নয়া দিগন্ত, ৩০ অক্টোবর ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/539042/
[১৫৫] যুগান্তর, ২ নভেম্বর ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/361090/
[১৫৬] প্রথম আলো, ৬ মার্চ ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=3&edcode=71&pagedate=2020-3-6
[১৫৭] নয়াদিগন্ত, ২০ এপ্রিল ২০২০, https://www.dailynayadiganta.com/city/496802; যুগান্তর, ২০ এপ্রিল ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/299806; অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[১৫৮] মানবজমিন, ৭ মে ২০২০; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=225446&cat=1
[১৫৯] মানবজমিন, ১৭ জুন ২০২০; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=231162&cat=9
[১৬০] প্রথম আলো, ১৮ জুন ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1663466
[১৬১] মানবজমিন, ৬ জুলাই ২০২০; https://mzamin.com/article.php?mzamin=234131
[১৬২] যুগান্তর, ১৬ জুলাই ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/326393/
[১৬৩] মানবজমিন, ২০ জুলাই ২০২০; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=236036&cat=1

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা

৩৮.২০২০ সালে সংবাদমাধ্যমের ওপর সরকার চাপ সৃষ্টি করে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার বাধাগ্রস্ত করার ফলে অনেক সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিক সেল্ফ সেন্সরশিপ করতে বাধ্য হয়েছেন। সংবাদমাধ্যমগুলো, বিশেষতঃ ইলেকট্রনিক মিডিয়া সরকার তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মালিকানা দিয়ে তাদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং বিরোধীদলের সমর্থক হিসেবে পরিচিত মিডিয়া আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি এবং ইসলামিক টিভি ২০১৩ সাল থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

৩৯.২০২০ সালে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ৭৪ জন সাংবাদিক আহত, ৩১ জন লাঞ্ছিত, ২৮ জন আক্রমণের শিকার, ১৭ জন হুমকির সম্মুখীন, ০৭ জন গ্রেফতার, একজন নির্যাতনের শিকার, ০৩ জন অপহৃত, ০৪ জন বিভিন্ন ভাবে হয়রানির শিকার এবং ৭০ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

এই সময়ে কোভিড-১৯ এর ত্রাণ আত্মসাতের ঘটনার প্রতিবেদন ও অন্যান্য সংবাদ প্রকাশ করার কারণে সরকারিদলের নেতা-কর্মীদের হাতে এসএ টিভির নরসিংদী প্রতিনিধি সজল ভূঁইয়া[১৬৪], দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদের হবিগঞ্জ জেলা নবীগঞ্জ প্রতিনিধি শাহ সুলতান আহমেদ[১৬৫], সমকালের কুমিল্লা জেলা মুরাদনগর উপজেলা প্রতিনিধি শরিফুল আলম চৌধুরী[১৬৬], দৈনিক আমার হবিগঞ্জ পত্রিকার প্রধান প্রতিবেদক তারিক হাবিব[১৬৭] এবং দেশকাল পত্রিকার সাটুরিয়া উপজেলা প্রতিনিধি আবু বকর[১৬৮] হামলার শিকার হয়ে গুরুতর আহত হন।

১২ সেপ্টেম্বর বরিশাল থেকে প্রকাশিত দৈনিক শাহনামার প্রধান বার্তা সম্পাদক মামুনুর রশীদ নোমানীকে ছাত্রলীগ নেতা রইজ মান্না, সাজ্জাদ সেরনিয়াবাত, আতিকুল্লা মুনিমসহ কয়েকজন হামলা চালিয়ে গুরুতর আহত করে এবং পরে তাঁকে পুলিশে সোর্পদ করা হয়। এরপর ২১ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলার শেখ আহম্মেদ নোমানীর বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করেন। ২৯ সেপ্টেম্বর নোমানী কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পান।[১৬৯]

কুড়িগ্রাম জেলায় বিভিন্ন নিয়োগে অনিয়ম নিয়ে জেলা প্রশাসকের বিরুদ্ধে লেখার কারণে ১৩ মার্চ অনলাইন গণমাধ্যম বাংলা ট্রিবিউনের কুড়িগ্রাম জেলা প্রতিনিধি আরিফুল ইসলামকে তাঁর বাড়ির দরজা ভেঙ্গে তুলে নিয়ে নির্যাতন করা হয়। পরে তাঁকে মাদক রাখার অভিযোগে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করে জেলা প্রশাসনের সিনিয়র সহকারী কমিশনার নাজিম উদ্দিন ও সহকারী কমিশনার রিন্টু চাকমার নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত।[১৭০]

২০১৯ সালের ১ নভেম্বর ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের ছাত্র নাইমুল আবরার প্রথম আলোর সহযোগী প্রকাশনা কিশোরদের ম্যাগাজিন কিশোর আলোর বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান। এই ঘটনায় অবেহেলা জনিত মৃত্যুর অভিযোগে প্রথম আলো পত্রিকার সম্পাদক মতিউর রহমানের বিরুদ্ধে আবরারের বাবা মুজিবর রহমান ১৬ নভেম্বর ঢাকার অতিরিক্ত মূখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে একটি নালিশি মামলা দায়ের করেন।[১৭১] ২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর আবরার মৃত্যুর ঘটনায় দ্রুত বিচার ট্রাইবুন্যালে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের দাবিতে ঢাকার শাহবাগে এবং কাওরান বাজারে প্রথম আলোর কার্যালয়ের সামনে ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ের আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের নেতৃত্বে মানববন্ধন

[১৬৪] প্রথম আলো, ২৪ এপ্রিল ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1652831

[১৬৫] যুগান্তর, ২ এপ্রিল ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/295058

[১৬৬] প্রথম আলো, ৫ জুলাই ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/মুরাদনগরে-সাংবাদিক-পেটানোর-মামলায়-ইউপি

[১৬৭] প্রথম আলো, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/হবিগঞ্জে-রড-হকিস্টিক-দিয়ে-সাংবাদিককে-পিটিয়ে-আহত

[১৬৮] প্রথম আলো, ৪ মার্চ ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=7&edcode=71&pagedate=2020-3-4

[১৬৯] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বরিশালের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[১৭০] প্রথম আলো, ১৫ মার্চ ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2020-3-15&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[১৭১] নাইমুলের মৃত্যুতে প্রথম আলোর সম্পাদকের নামে বাবার মামলা/ প্রথম আলো, ১৬ নভেম্বর ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/নাইমুলের-মৃত্যুতে-প্রথম-আলোর-সম্পাদকের-নামে-বাবার

কর্মসূচি পালিত হয়।[১৭২] *ঘটনাস্থলে মতিউর রহমান উপস্থিত না থাকলেও সরকার ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে সংবাদ প্রকাশ করার জেরে তাঁর বিরুদ্ধে এই মামরা দায়ের করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।*[১৭৩] *২০২০ সালের ১২ নভেম্বর এই মামলায় মতিউর রহমানসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন ঢাকার মহানগর দায়রা জজ একেএম ইমরুল কায়েশ।*[১৭৪] *এই মামলা থেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত কিশোর আলোর সম্পাদক আনিসুল হককে অব্যাহতি দেয়া হয়।*[১৭৫] *উল্লেখ্য, আনিসুল হক ছাত্রজীবনে জাতীয় ছাত্রলীগের*[১৭৬] *রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন।*

১০ সেপ্টেম্বর সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে 'কুরুচিপূর্ণ' লেখা প্রকাশের অভিযোগে দৈনিক নয়া দিগন্তের সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দিন এবং যায়যায়দিন পত্রিকার সম্পাদক কাজী রুকুন উদ্দিন আহমেদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আমিনুল ইসলাম ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জিয়াউর রহমানের আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন।[১৭৭]

৪০.২০২০ সালে অনলাইন পত্রিকাগুলো সরকারের ব্যাপক নজরদারীর মধ্যে ছিল। এই সময়ে সরকার বিরোধী অনলাইন পোর্টাল ব্লক করে দেয়। ২০১৩ সালে আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়। দেশে প্রকাশিত হতে না পেরে আমার দেশ পত্রিকা ৩০ অগাস্ট যুক্তরাজ্যের লন্ডন থেকে একটি যুক্তরাজ্যভিত্তিক অনলাইন পোর্টাল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু বিটিআরসি নিউজ পোর্টালটি ব্লক করে দিয়েছে।[১৭৮]

ঘ. বিরোধী রাজনৈতিক দল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর দমন-পীড়ন এবং সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা

৪১.২০২০ সালে বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিকদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর সরকার দমন-পীড়ন চালিয়েছে এবং নাগরিকদের সভা-সমাবেশ করার অধিকার বাধাগ্রস্ত করেছে। এই সময়ে বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে (বিশেষ করে বিএনপি'র নেতাকর্মী) মামলা দায়ের এবং গ্রেফতারের ঘটনা ঘটেছে। এমনকি ঘরোয়া বৈঠক থেকে বিএনপি নেতা-কর্মীদের আটক করে তথাকথিত নাশকতার পরিকল্পনার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা হামলা চালিয়ে বিএনপি নেতা-কর্মীদের গুরুতর আহত করার পর উল্টো বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের করেছে।[১৭৯] বর্তমান সরকার সভা সমাবেশ বা মিছিল এমনকি ঘরোয়া সভা করার জন্যও পুলিশের অনুমতি নেয়া বাধ্যতামূলক করেছে, যা সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ২ ডিসেম্বর ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, পুলিশের অনুমতি ছাড়া ঢাকা মহানগরীতে কোনও মিছিল, সভা-সমাবেশসহ কোনও কর্মসূচি গ্রহণ করা হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।[১৮০] এক্ষেত্রে ক্ষমতাসীনদল ও তার মিত্রদলগুলোর সভা-সমাবেশে পুলিশের অনুমতিতে কোন বাধা না থাকলেও বিরোধী রাজনৈতিক দল ও সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে

[১৭২] প্রথম আলো, ৯ নভেম্বর ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1623543

[১৭৩] প্রথম আলো, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1641445

[১৭৪] নাইমুলের মৃত্যু/ প্রথম আলো, ১২ নভেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/প্রথম-আলোর-সম্পাদকসহ-৯-জনের-বিচার-শুরু-2

[১৭৫] প্রথম আলো সম্পাদকের মামলার কার্যক্রম স্থগিত/ প্রথম আলো, ১৩ ডিসেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/প্রথম-আলো-সম্পাদকের-বিরুদ্ধে-মামলার-কার্যক্রম-স্থগিত-করেছেন-হাইকোর্ট

[১৭৬] বাকশালের ছাত্র সংগঠন জাতীয় ছাত্রলীগ, পরবর্তীতে বাকশাল আওয়ামী লীগে একীভূত হয়ে যায়।

[১৭৭] প্রথম আলো, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=4&edcode=71&pagedate=2020-9-11

[১৭৮] এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২০; http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-STM-018-2020/

[১৭৯] বরিশালে ছাত্রদল নেতাকে কোপানোর পর উল্টো তাঁর বিরুদ্ধেই মামলা/ যুগান্তর ১৩ নভেম্বর ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/364379/

[১৮০] অনুমতি ছাড়া সভা সমাবেশ করা যাবে না: ডিএমপি/ বাংলা ট্রিবিউন, ২ ডিসেম্বর ২০২০; https://www.banglatribune.com/c/655482/

আন্দোলনকারী সংগঠনের সভা-সমাবেশ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীদের বাধা ও হামলার মুখে পণ্ড হয়ে গেছে।

১ জানুয়ারি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কর্মসূচি চলকালে ঝিনাইদহে পুলিশ জেলা বিএনপির সদস্য সচিব এডভোকেট এমএ মজিদের বাসভবনে জোর করে প্রবেশ করে বিএনপির নেতা-কর্মীদের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং ভাংচুর চালায়।[১৮১] কিশোরগঞ্জে ছাত্রদলের মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং ১৪ জনকে আটক করে।[১৮২]
৩১ জানুয়ারি ঢাকা জেলার সাভারের ডেহুবরের নতুন এলাকায় বিএনপি'র স্থানীয় নেতাকর্মীরা একটি ঘরোয়া বৈঠক করার সময় আশুলিয়া থানা পুলিশ ৭ জনকে আটক করে। পুলিশের অভিযোগ আটককৃতরা নাশকতা করার পরিকল্পনা করছিলেন।[১৮৩]

সবার জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা, বিনামূল্যে করোনা পরীক্ষাসহ আট দফা দাবিতে ২২ জুলাই সিলেটে বাম গণতান্ত্রিক জোটের অবস্থান কর্মসূচিতে পুলিশ হামলা চালালে ১০ জন নেতা-কর্মী আহত হন।[১৮৪]

১২ নভেম্বর ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ১১টি বাসে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা আগুন লাগালে পুলিশ বিএনপিকে দায়ী করে আটটি থানায় মোট ১৩টি মামলা দায়ের করে। মামলায় পুলিশ বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর রায় ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে বিএনপির মেয়র প্রার্থী ইশরাক হোসেনসহ ৬৪৭ জনকে আসামী করে। এই দিন রাত ৮ টায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি ২০ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি'র সভাপতি হযরত আলীকে তাঁর মুদি দোকানের সামনে থেকে সাদা পোশাকে পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে তিন দিনের রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে। পুলিশ হযরত আলীকে শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেটের সামনে বাসে আগুন দেয়ার ঘটনায় ১ নম্বর আসামী করেছে। মামলার বিবরণে বলা হয়, হযরত আলী নিজে বাসে আগুন দেন। অথচ সিসিটিভি ক্যামেরা ফুটেজে দেখা গেছে হযরত আলী বাস পোড়ানোর সময় দুপুর ১ টা ৩৭ মিনিটে সেগুনবাগিচায় নিজের মুদি দোকানে বসে ছিলেন। পল্টন থানায় করা আরেকটি মামলায় ৩ নম্বর আসামী করা হয়েছে যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি জাকির হোসেন সিদ্দিকীকে। অথচ ২৩ অক্টোবর জাকির হোসেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে দলীয় একটি কর্মীসভায় যোগ দিতে গেলে পুলিশের হামলায় তিনি মারাত্মক আহত হয়ে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত ধানমণ্ডির একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।[১৮৫] বাস পোড়ানোর ঘটনায় ঢাকার খিলক্ষেত থানায় দায়ের করা একটি মামলায় বিএনপি'র ১১৪ জন নেতা-কর্মীকে আসামী করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, পূর্বপরিকল্পিতভাবে বাসের স্টাফদের হত্যার উদ্দেশ্যে পেট্রলবোমা ছুঁড়ে জানলার কাঁচ ভাংচুর করেছে আসামীরা। তবে মামলার বাদী দুলাল হাওলাদারের দাবি তিনি মামলাটি করেননি এবং আসামীদের চেনেন না। সব কিছু করেছে খিলক্ষেত থানা পুলিশ।[১৮৬]

৮ অক্টোবর মৌলভীবাজারে[১৮৭] এবং ১৭ অক্টোবর ফেনীতে ধর্ষণ ও বিচারহীনতার বিরুদ্ধে বাম গণতান্ত্রিক জোটের ছাত্র, নারী, যুব ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মসূচিতে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা হামলা চালিয়ে নেতা-কর্মীদের আহত করে।[১৮৮]

[১৮১] মানবজমিন, ২ জানুয়ারি ২০২০; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=206412&cat=9/
[১৮২] প্রথম আলো, ২ জানুয়ারি ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=7&edcode=76&pagedate=2020-1-2
[১৮৩] যুগান্তর, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/273772/
[১৮৪] নয়াদিগন্ত, ২৩ জুলাই ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/more-news/517097
[১৮৫] ভিডিও ফুটেজের সঙ্গে পুলিশের মামলার তথ্যের মিল নাই/ প্রথম আলো, ১৬ নভেম্বর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2020-11-16&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a
[১৮৬] মামলার কথা বাদীই জানেন না/ প্রথম আলো, ১৫ নভেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/মামলার-কথা-বাদীই-জানেন-না
[১৮৭] মৌলভীবাজারে ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনে ছাত্রলীগের হামলা/ যুগান্তর, ৮ অক্টোবর ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/352862/

৮ নভেম্বর সেশনজট নিরসনসহ চার দফা দাবিতে আন্দোলনরত মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থীরা ঢাকার শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে পুলিশ তাঁদের লাঠিচার্জ করে সমাবেশ পণ্ড করে দেয়।[১৮৯]

শাহবাগ মোড়ে মেডিকেল শিক্ষার্থীদের মঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি। ছবিঃ বাংলাদেশ প্রতিদিন ৯ নভেম্বর ২০২০।

চার দফা দাবিতে রাজধানীর শাহবাগে অবস্থা নেওয়া মেডিকেল শিক্ষার্থীদের অভিযোগ পুলিশ তাদের ওপর লাঠিচার্জ করেছে। ছবিঃ ডেইলীস্টার ৮ নভেম্বর ২০২০

১৭ নভেম্বর যুবদলের কেন্দ্রীয় নেতাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে ফরিদপুর জেলা যুবদলের সমাবেশ চলাকালে জেলা যুবদলের সভাপতি রাজিব হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেনসহ ৯ জনকে আটক করে তাঁদের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করে পুলিশ।[১৯০]

জাতীয়করণের দাবিতে ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকরা ২২ দিন ধরে এবং তাজরিন গার্মেন্টেস এর শ্রমিকরা[১৯১] *তিন দফা দাবিতে ৮০ দিন ধরে প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান করছিলেন। এরমধ্যে ১ ডিসেম্বর থেকে এওয়ানবিডি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে এই কর্মসূচিতে যোগ দেন। ৭ ডিসেম্বর ভোরে ঘুমন্ত শ্রমিক ও শিক্ষকদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।*[১৯২]

---

[১৮৮] ফেনীতে ধর্ষণবিরোধী লংমার্চে হামলা/ প্রথম আলো, ১৭ অক্টোবর ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ফেনীতে-ধর্ষণ-নিপীড়নবিরোধী-লংমার্চে-হামলা-আহত-১৫

[১৮৯] মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের অবরোধে পুলিশের লাঠিচার্জ/ নয়াদিগন্ত, ৮ নভেম্বর ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/Incident-accident/540768/

[১৯০] ফরিদপুরে মিছিল থেকে সভপাতি সম্পাদকসহ গ্রেফতার ৯,না'গঞ্জে বাধা, নয়াদিগন্ত ১৮ নভেম্বর ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/542897/

[১৯১] ২০১২ সালে ঢাকার আশুলিয়ায় তাজরিন গামেন্টেসএ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১১২ জন পোশাক শ্রমিক পুড়ে মারা যায়। দুই শতাধিক শ্রমিক আহত হন। এই শ্রমিকরা চিকিৎসার ব্যয় ও পূর্নাবাসনের জন্য আন্দোলন করছেন। প্রথম আলো ২৬ নভেম্বর ২০২০

[১৯২] রাতে পিটিয়ে সরানো হলো শিক্ষক ও শ্রমিকদের, প্রথম আলো, ৮ ডিসেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/ভোররাতে-শিক্ষক-শ্রমিকদের-উঠিয়ে-দিল-পুলিশ-লাঠিপেটার-অভিযোগ / ঢাকা ট্রিবিউন,

ক্ষমতাসীনদলের সহিংসতা ও দুর্বৃত্তায়ন

৪২.২০২০ সালেও সারাদেশে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত ছিল। এই সময়ে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর হামলা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে মারধর[১৯৩], শিক্ষার্থী[১৯৪] ও সাধারণ নাগরিকদের[১৯৫] ওপর নৃশংসতা, জমি দখল,[১৯৬] অপহরণ, হত্যা এবং নারীর ওপর সহিংসতাসহ বিভিন্ন ধরনের অপকর্মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ক্ষমতাসীনদলের নেতাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে সারাদেশে শিশু কিশোররা বিভিন্ন ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১৯৭] আওয়ামী লীগ-যুবলীগ-ছাত্রলীগের আধিপত্য বিস্তার ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের কারণে তারা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ায় প্রাণহানীর ঘটনাও ঘটেছে। এই সময়ে তাদের আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিভিন্ন মারণাস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা গেছে।[১৯৮] ক্ষমতাসীনদলের দুই গ্রুপের মধ্যে কোন্দলে প্রতিপক্ষ ব্যক্তির পা কেটে নিয়ে তা নিয়ে উল্লাস করার মতো নারকীয় ঘটনাও ঘটেছে।[১৯৯] এই সময়ে খেটে খাওয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য বরাদ্দকৃত ত্রাণ বিতরণে দুর্নীতি ও আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে তাদের বিরুদ্ধে।[২০০] দুর্বৃত্তায়ন ও লুটপাটের মাধ্যমে অর্জিত বিপুল পরিমান টাকা তারা বিদেশে পাচার করেছে।[২০১] দায়মুক্তি কারণে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীদের বিচারের সম্মুখিন করা হয়নি। এমনকি হত্যার দায়ে সর্বোচ্চ সাজা পাওয়া ক্ষমতাসীনদলের নেতার সাজা রাষ্ট্রপতি মওকুফ করার পর ওই ব্যক্তি মুক্তি পেয়ে পুনরায় সহিংসতায় যুক্ত

---

২৪ নভেম্বর ২০২০; https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2020/11/23/tazreen-fire-tragedy-8-yrs-on-garment-workers-refused-jobs

[১৯৩] ৫ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের সহকারী আবাসিক শিক্ষক ড. জোবাইদা নাসরীনকে মারধর ও লাঞ্ছিত করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। যুগান্তর, ৮ জানুয়ারি ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/264735

[১৯৪] ২১ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের গেস্টরুমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মুকিমল হক চৌধুরী, সানোয়ার হোসেন, মিনহাজ উদ্দিন এবং আফসার উদ্দিনকে ছাত্র শিবিরের কর্মী সন্দেহে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আনোয়ার হোসেন ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমির হামজাসহ অন্যান্য নেতা-কর্মীরা হাতুড়ি, লোহার রড, ক্রিকেট স্ট্যাপ ও লাঠি দিয়ে প্রচণ্ড মারধর করে। নয়াদিগন্ত, ২৩ জানুয়ারি ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/474511

[১৯৫] ২১ অগাস্ট কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার হারবাং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মিরানুল ইসলাম গরু চুরির কথিত অভিযোগে মা ও মেয়েকে দড়ি দিয়ে বেঁধে এলাকার সড়কগুলোতে ঘোরান এবং ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে নিয়ে মারধর করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন। প্রথম আলো, ২৩ অগাস্ট ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/চুরির-অভিযোগে-রশিতে-বেঁধে-মা-মেয়েকে-ইউপি-চেয়ারম্যানের-মারধর

[১৯৬] সাংসদ আসলামের দখলে নদী-জলাশয়ের ৫৪ একর, প্রথম আলো ২৭ নভেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/সাংসদ-আসলামের-দখলে-নদীজলাশয়ের-৫৪-একর

[১৯৭] রাজনীতির ছায়ায় কুষ্টিয়ার অলিগলিতে কিশোর অপরাধ/ প্রথম আলো ১৫ ডিসেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/রাজনীতির-ছায়ায়-কুষ্টিয়ার-অলিগলিতে-কিশোর-অপরাধ

[১৯৮] নয়াদিগন্ত, ২২ এপ্রিল ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/497245/

[১৯৯] ১২ এপ্রিল আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার কৃষ্ণনগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জিল্লুর রহমান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সিনিয়র সদস্য কাউসার মোল্লার সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। সংঘর্ষ চলাকালে জিল্লুর রহমানের সমর্থক মোবারক মিয়ার (৪৫) এক পা কেটে তা নিয়ে 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিয়ে আনন্দ মিছিল বের করে কাউসার মোল্লার সমর্থকরা। নয়াদিগন্ত, ১৩ এপ্রিল ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/chattagram/495447/

[২০০] ১২ অগাস্ট ঢাকা জেলার ধামরাইয়ে দুঃস্থদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর বরদ্দকৃত ৩৫ বস্তা চাল চুরির অভিযোগে যাদবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা মিজানুর রহমান মিজুকে আটক করেছে র‍্যাব-৪ এর সদসরা। বাংলা ট্রিবিউন, ১২ অগাস্ট ২০২০; https://www.banglatribune.com/country/news/636871

[২০১] ২৬ জুন ঢাকার কাফরুল থানায় ফরিদপুর শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন বরকত ও তার ভাই ইমতিয়াজ হাসান রুবেলের বিরুদ্ধে সিআইডি দুই হাজার কোটি টাকা পাচারের একটি মামলা করে। এই মামলায় গত ৭ জুলাই ফরিদপুর শহরের বদপুরস্থ দুই ভাইয়ের অফিস থেকে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র, দেশি-বিদেশী টাকা, মদ, ১২ বস্তা ত্রাণের চাল উদ্ধার করা হয় এবং তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত দুই ভাইয়ের দেয়া তথ্য অনুযায়ী অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ফরিদপুর শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি নাজমুল ইসলাম লেভি, জেলা শ্রমিক লীগের অর্থ বিষয়ক সম্পাদক বিল্লাল হোসেন, শহর যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসিবুর রহমান ফারহান এবং ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি নিশান মাহমুদ শামীমকে গ্রেফতার করে সিআইডি। মানবজমিন, ২২ অগাস্ট ২০২০; https://mzamin.com/article.php?mzamin=239840&cat=3

হয়েছে এবং হত্যাকাণ্ডের সঙ্গেও জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।[২০২] এইসব ঘটনা গণমাধ্যমে প্রকাশ হলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকারিদলের কোন কোন নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযান চলানো হলেও প্রকৃত ক্ষমতাবান অপরাধীরা রয়ে যাচ্ছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

৪৩.২০২০ সালে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ৭৩ জন নিহত ও ২৮৮৩ জন আহত হয়েছেন। এই সময়ে আওয়ামী লীগের ২২৯টি এবং বিএনপির ০৮টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৪১ জন নিহত ও ২২৪৩ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। বিএনপির অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৯৬ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

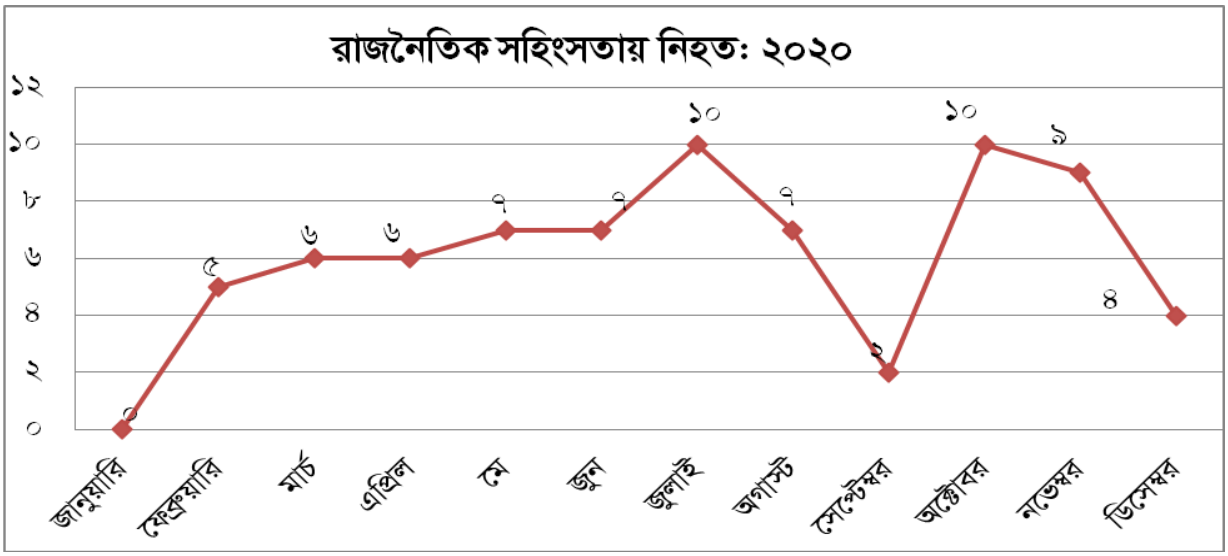

[২০২] ২০০৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরের ভাঙ্গার মানিকদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান একেএম সাহেদ আলী মিয়াকে হত্যার দায়ে ভাঙ্গা উপজেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি আসলাম ফকিরসহ অপর দুই অভিযুক্ত তারা মৃধা ও ইমারত আলীকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয় ফরিদপুরের জেলা ও দায়রা জজ আদালত। আসামিদের আপিল সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগে বহাল থাকে। খুনের দায় স্বীকার করে ২০১৩ সালের ১৯ মে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে আবেদন করে আসলাম ফকির। ২০১৪ সালের ১৩ অক্টোবর তা নামঞ্জুর হয় এবং সেই বছরেরই ১৩ নভেম্বর তাঁর ফাঁসি কার্যকরের দিন ধার্য্য করা হয়। তবে ফাঁসি কার্যকর করার একদিন আগে কারাগারে 'অস্বাভাবিক' ও'অসুস্থ' আচরণ করার কারণে তার ফাঁসি স্থগিত করা হয়। ওইদিনই দ্বিতীয় দফায় রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন করে আসলাম ফকির। দ্বিতীয় দফায় আসলাম ফকিরের প্রাণভিক্ষার আবেদন রাষ্ট্রপতি মঞ্জুর করেন এবং তাকে ১৪ বছরের সাজা দেয়া হয়। এরপর ২০১৫ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে বন্দিদের সাধারণ ক্ষমার সুযোগে তাকে মুক্ত করার জন্য তৎকালিন আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য আবেদন করেন। এরপর ২০১৭ সালের ২৫ অগাস্ট গাজীপুরের হাই সিকিউরিটি কারাগার থেকে আসলাম ফকির মুক্তি পায়। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে আসলাম ফকির এলাকায় ফিরে এসে আবার রাজনীতিতে সক্রিয় হয়। নয়াদিগন্ত, ২৫ এপ্রিল ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/497880/ এরপর ২০২০ সালের ২১ এপ্রিল আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ফরিদপুর জেলার মানিকদহ ইউনিয়নের লক্ষীপুর গ্রামে আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে শহীদ মাতুব্বর নামে এক ব্যক্তি নিহত হন। প্রথম আলো, ২১ এপ্রিল ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1652247/ এই ঘটনায় আওয়ামী লীগ নেতা আসলাম ফকিরসহ ৫৪ জনের বিরুদ্ধে ভাঙ্গা থানায় মামলা হয়েছে। নয়াদিগন্ত, ২৫ এপ্রিল ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/497880/

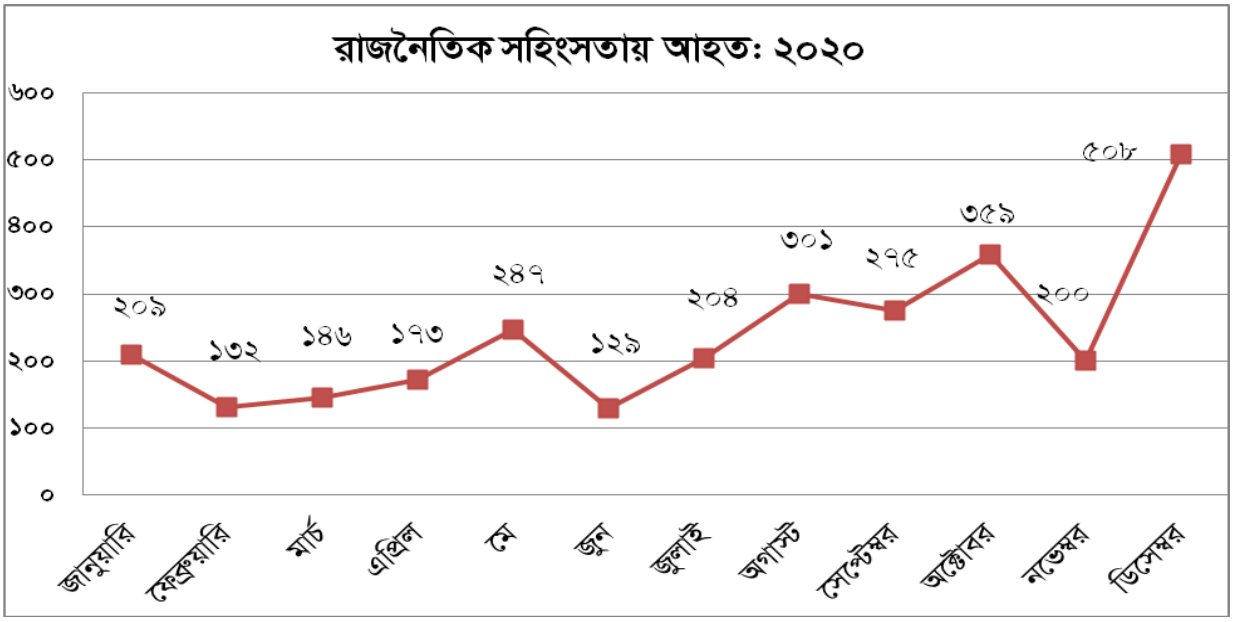

কারাগার ও শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে মানবাধিকার লংঘন

৪৪.২০২০ সালে কারাগার ও শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে (কিশোর অপরাধীদের বন্দি রাখার প্রতিষ্ঠান) বিভিন্ন নিপীড়নসহ মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত ছিল। বাংলাদেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ার কারণে বিনাবিচারে অনেক মানুষকে কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। দেশের প্রায় সব কারাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আটক বন্দিদের ওপর নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি করারও ব্যাপক অভিযোগ পাওয়া গেছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগারে বন্দিদের ওপর নির্যাতন, সাক্ষাৎ, খাদ্য ও চিকিৎসা দেয়ার ক্ষেত্রে বাণিজ্য এবং জামিনে মুক্তি পাওয়ার সময় চাপ দিয়ে বন্দিদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে কারা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে।[২০৩] *এই সময়ে বন্দিরা নানা ধরনের নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারা কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে আফজল হোসেন নামে একজন বন্দি সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও অতিরিক্ত সাড়ে তিন বছর কারাগারে বন্দি ছিলেন।*[২০৪]

৪৫.কারাগারের অনিয়ম ও দুর্নীতির তদন্ত করে অপরাধীদের চিহ্নিত করা হলেও শাস্তি হওয়ার ঘটনা খুবই কম। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ১০টি তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বিভিন্ন সময় কারাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন দিলেও তা আমলে নেয়া হয়নি। একাধিক তদন্ত প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, কারাগারে সবক্ষেত্রেই অনিয়ম ও দুর্নীতি রয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জড়িত থাকার কারণে কারাগারে অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ হচ্ছে না।[২০৫]

৪৬.২০২০ সালেও দেশের ৬৮টি কারাগারে ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত বন্দি থাকার কারণে মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। বরাবরের মতো এই সময়েও কারাগারে চিকিৎসকের সঙ্কট থাকায় অধিকাংশ বন্দি সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং ৭৬ জন বন্দি কারাগারে মারা গেছেন।

[২০৩] চাঁপাইনবাবগঞ্জ কারাগারে যা হচ্ছে/ মানবজমিন, ১৯ নভেম্বর ২০২০; https://mzamin.com/article.php?mzamin=251317
[২০৪] নয়াদিগন্ত, ১৬ অগাস্ট ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/more-news/521656
[২০৫] প্রথম আলো, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/অনিয়মের-শাস্তি-কেবলই-বদলি

কারাগারে মৃত্যুঃ ২০২০	
মাসের নাম	মৃতের সংখ্যা
জানুয়ারি	৪
ফেব্রুয়ারি	৬
মার্চ	৭
এপ্রিল	২
মে	৫
জুন	৯
জুলাই	৬
অগাস্ট	৪
সেপ্টেম্বর	৯
অক্টোবর	৫
নভেম্বর	৯
ডিসেম্বর	১০
মোট সংখ্যা	**৭৬**

উদাহরণস্বরূপ, খুলনা বিভাগের যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারসহ মোট ১০টি কারাগারে প্রায় ৭ হাজার বন্দির চিকিৎসার জন্য কোন চিকিৎসক ছিল না।[২০৬] এছাড়া কারাগারগুলোতে অতিরিক্ত বন্দি এবং সঠিক সেনিটেশন ব্যবস্থা না থাকার কারণে বন্দিরা কোভিড-১৯ সংক্রমণের উচ্চ ঝুঁকিতে ছিলেন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতরে ১৭২ শয্যার হাসপাতাল থাকলেও সেখানে পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা নেই।[২০৭] সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া (৭৪) বন্দি থাকা অবস্থায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতালের কারা হেফাজতে ভর্তি থাকাকালে পর্যাপ্ত চিকিৎসা পাননি বলে তাঁর স্বজনরা অভিযোগ করেন।[২০৮] পরবর্তীতে কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতিতে সরকার এক নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ (১) ধারা অনুযায়ী খালেদা জিয়াকে মুক্তির সিদ্ধান্ত নিলে ২৫ মাস কারাভোগের পর ২০২০ সালের ২৬ মার্চ তাঁকে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেয়া হয়।[২০৯]

৪৭.সারাদেশে কারাগারের মোট ধারণক্ষমতা ৪২,১৫০। মোট ধারণক্ষমতার মধ্যে ব্যবস্থা রয়েছে পুরুষ বন্দিদের জন্য ৪০,২২১ এবং মহিলা বন্দিদের জন্য ১৯২৯। তবে, ২০২০ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সারাদেশের কারাগারে মোট ৮৩,৩২৮ জন বন্দি ছিলেন। মোট বন্দির মধ্যে ৬৩,৭৫৯ জন পুরুষ বিচারাধীন বন্দি, ২৬০৫ জন মহিলা বিচারাধীন বন্দি, ১৬,৩৫০ জন পুরুষ সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি এবং ৬১৪ জন মহিলা সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি ছিলেন।[২১০]

৪৮.এছাড়া গাজীপুর, টঙ্গী এবং যশোর জেলায় তিনটি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে (কিশোর অপরাধীদের বন্দি রাখার প্রতিষ্ঠান) কিশোর বন্দিদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও নির্যাতন চালানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত বন্দি ছিল এই কেন্দ্রগুলোতে।[২১১]

১৩ অগাস্ট যশোর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে চুল কাটা নিয়ে বিরোধের কারণে ঐ কেন্দ্রের পাঁচ কর্মকর্তার নেতৃত্বে ১৮ জন কিশোর বন্দীর ওপর নির্যাতন চালানো হলে নাঈম হাসান, পারভেজ হাসান ও রাসেল নামে তিন কিশোর নিহত এবং ১৫ জন গুরুতরভাবে আহত হন। এই ঘটনায় পুলিশ কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক আবদুল্লাহ আল মাসুদ, সহকারী তত্ত্বাবধায়ক মাসুম

[২০৬] নয়াদিগন্ত, ২৪ জানুয়ারি ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/law-and-justice/474817
[২০৭] যুগান্তর,৭ মে ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/304930/
[২০৮] যুগান্তর, ২৪ জানুয়ারি ২০২০; https://www.jugantor.com/politics/270862
[২০৯] দি ডেইলি স্টার, ২৫ মার্চ ২০২০; https://www.thedailystar.net/khaleda-zia-leaves-bsmmu-1885762
[২১০] https://prison.com.bd/
[২১১] প্রথম আলো, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/শিশু-উন্নয়ন-কেন্দ্রগুলোর-অচল-দশা

বিল্লাহ, প্রবেশন অফিসার মুশফিক আহমেদ, ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকটর শাহানুর রহমান ও টেকনিক্যাল ইনস্ট্রাকটর ফারুক হোসেনকে গ্রেফতার করে।[২১২]

ঙ. শ্রমিকদের অধিকার

৪৯.২০২০ সালে শ্রমিকদের মানবাধিকার বিভিন্নভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যে তৈরি পোশাক শিল্প ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক সেক্টরে শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই এবং সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার ঘটনা ঘটেছে। এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। এই সময়ে তৈরি পোশাক কারখানা ছাড়াও, চিনিকল, টেক্সটাইল মিল, চা-বাগান, স্পিনিং মিল, হ্যাচারি ও জুট মিলের শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ করেছেন। শ্রমিকদের বিক্ষোভ ও সমাবেশ চলাকালে পুলিশ ও মালিকপক্ষের দুর্বৃত্তরা শ্রমিকদের ওপর হামলা চালিয়েছে। এই সময় পুলিশ শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে এবং তাঁদের গ্রেফতার করেছে।

তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা

৫০.তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। ২০২০ সালের কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যে কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হন বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা। সরকার করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করলে তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা তাঁদের গ্রামের বাড়িতে চলে যান। কিন্তু এরইমধ্যে করোনা পরিস্থিতির অবনতি হলেও বিজিএমইএ কারখানা খুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলে শ্রমিকরা সারাদেশ থেকে যানবাহন বন্ধের মধ্যেও বিকল্প পরিবহনে এমনকি পায়ে হেঁটে কর্মস্থলে পৌছেন।[২১৩] নারী শ্রমিকরা এই সময় ভয়াবহ দুর্ভোগ পোহান।[২১৪] কিন্তু শ্রমিকরা কর্মস্থলে ফিরে আসার পর সরকার পুনরায় কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে। সরকারের ছুটি ঘোষণা অনুযায়ী কারখানা বন্ধ থাকার কথা থাকলেও অনেক কারখানায় শ্রমিকদের কাজ করতে বাধ্য করা হয়।[২১৫] যে সমস্ত শ্রমিক কাজে যোগ না দিয়ে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন তাঁদের ছাঁটাই করা হয় এবং কাজে যোগ না দেয়ায় ঢাকা, আশুলিয়া, সাভার, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন পোশাক কারখানার প্রায় ১০ হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়।[২১৬] তবে গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে, দেশে প্রায় ৭০ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছেন। এমনকি হিসাবের বাইরেও ছাঁটাইকৃত অনেক শ্রমিক রয়েছেন।[২১৭]

৫১.২০২০ সালেও বহু কারখানায় শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং নারী শ্রমিকরা কারখানায় বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা এবং শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। এছাড়া অধিকাংশ তৈরি পোশাক কারখানায় শ্রম আইন লঙ্ঘন করে শ্রমিকদের দিনে ১০ ঘন্টার বেশি কাজ করানো হয়েছে। কোনো কোনো কারখানায় দিনে ১৩ ঘন্টার বেশীও কাজ করানো হয়েছে।[২১৮] এই সময়ে তৈরি পোশাক

---

[২১২] যুগান্তর, ১৪ অগাস্ট ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/334817; নয়াদিগন্ত ১৬ অগাস্ট ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/521885

[২১৩] যুগান্তর, ৪ এপ্রিল ২০২০; https://www.jugantor.com/covid-19/295662/

[২১৪] যুগান্তর, ৪ এপ্রিল ২০২০; https://www.jugantor.com/covid-19/295671/

[২১৫] বিডিনিউজ২৪.কম, ৭ এপ্রিল ২০২০; https://bangla.bdnews24.com/business/article1744163.bdnews / প্রথম আলো, ১০ এপ্রিল ২০২০; পোশাক কারখানা বন্ধের দাবি | প্রথম আলো (prothomalo.com)

[২১৬] প্রথম আলো, ১৩ এপ্রিল ২০২০; https://www.prothomalo.com/economy/article/1650611/

[২১৭] যুগান্তর, ৬ জুন ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/313043/

[২১৮] প্রথম আলো, ২ মার্চ ২০২০; https://www.prothomalo.com/economy/article/1637871

শিল্পের নারী শ্রমিকরা মাতৃত্বকালীন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। কারখানা কর্তৃপক্ষ অন্তঃসত্ত্বা নারী শ্রমিকদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে। অন্তঃসত্ত্বা শ্রমিকদের বরখাস্ত করা বেআইনি হলেও ৩০টির বেশী কারখানা থেকে কয়েক ডজন অন্তঃসত্ত্বা নারী শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করা হয়। এছাড়া এই সময়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদী শ্রমিকদের পরিচয়পত্র ফিরিয়ে নিয়ে তাঁদের পদত্যাগ করতে বাধ্য করে।[২১৯]

৫২. কারখানা লে অফ, শ্রমিক ছাঁটাই এবং শ্রমিকদের বেতনা পরিশোধ না করলেও ব্যাক টু ব্যাক এলসি বা ঋণপত্রের মাধ্যমে বিদেশে অর্থ পাচারের শীর্ষে রয়েছে তৈরি পোশাক শিল্পের অনেক মালিক। বর্তমানের এই ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ দেশ থেকে অর্থ পাচার ১৪ দশমিক ১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার আশংকা করেছে গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি-জিএফআই।[২২০] করোনার ধাক্কা সামলে তৈরি পোশাক রপ্তানী অনেকটাই ঘুরে দাঁড়ালেও পোশাক শ্রমিকদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। কাজ হারানো পোশাক শ্রমিকদের ৩ হাজার করে ৩ মাসে ৯ হাজার টাকার সহায়তা দেয়ার জন্য হাজার কোটি টাকার তহবিল পড়ে আছে। নভেম্বর মাসে এই ব্যাপারে একটি নীতিমালাও তৈরি করে সরকার। তবে মালিকপক্ষের গড়িমসির কারণে একজন শ্রমিকও অর্থ সহায়তা পাননি।[২২১]

৫৩. **বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস) এর তথ্য মতে ২০২০ সালে ২৬৪টি তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটেছে। এই সময়কালে কর্মক্ষেত্রে সহিংসতার শিকার হয়ে ২৫ জন শ্রমিক নিহত এবং ৪৮ জন আহত হন। অপরদিকে ৩৭ জন শ্রমিক বিভিন্ন কারখানায় দুর্ঘটনার শিকার হয়ে আহত হন।**

১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা জেলার সাভারে সার্ক নিটওয়্যার লিমিটিডে নামে একটি তৈরি পোশাক কারখানায়,[২২২] ২২ মার্চ ঢাকার মালিবাগ ডিআইটি রোডে ড্রাগন সোয়েটার কারখানায়,[২২৩] ৬ এপ্রিল ময়মনসিংহ জেলার ভালুকায় ক্রাউন ওয়ার্স (প্রা.) লিঃ নামে পোশাক কারখানায়[২২৪], ৩০ মে ঢাকা জেলার আশুলিয়ায় মেডলার এ্যাপারেলস লিমিটেডে,[২২৫] ২৫ জুলাই গাজীপুরের টঙ্গী এলাকায় ভিয়েলা টেক্স পোশাক কারখানায় ও গাজীপুরের চান্দানা এলাকায় শফি টেক্স পোশাক কারখানায়[২২৬], ২ নভেম্বর আশুলিয়া ঢাকা রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলের এ ওয়ান বিডি লিমিটেড নামে একটি পোশাক কারখানায়[২২৭] শ্রমিকরা বকেয়া বেতন-ভাতা, বেতন-ভাতা না দিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই, অগ্রিম বেতন ও ঈদ বোনাস পরিশোধ ও ঈদের ছুটি বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। শ্রমিকদের বিক্ষোভ-সমাবেশ চলাকালে পুলিশ শ্রমিকদের ওপর লাঠিচার্জ, শটগান দিয়ে গুলি এবং সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে।

রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল ও চিনিকল বন্ধ

৫৪. অব্যবস্থাপনা, অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে বছরের পর বছর লোকসান হওয়ায়[২২৮] রাষ্ট্রায়ত্ত সব পাটকল বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী জানান, রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধ

---

[২১৯] গার্ডিয়ান, ৯ জুলাই ২০২০; https://www.theguardian.com/global-development/2020/jul/09/we-are-on-our-own-bangladeshs-pregnant-garment-workers-face-the-sack

[২২০] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৪ জুন ২০২০; https://www.bd-pratidin.com/first-page/2020/06/14/538657

[২২১] নারী শ্রমিকদের ওপর খড়্গ, প্রথম আলো ১ ডিসেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/feature/female-stage/নারী-শ্রমিকদের-ওপর-খড়্গ

[২২২] যুগান্তর, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/279271

[২২৩] নয়া দিগন্ত, ২৩ মার্চ ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/490437

[২২৪] যুগান্তর, ৭ এপ্রিল ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/296287/

[২২৫] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৩১ মে ২০২০; https://www.bd-pratidin.com/city/2020/05/31/534497

[২২৬] নয়াদিগন্ত, ২৬ জুলাই ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/517811

[২২৭] আশুলিয়ায় বকেয়া বেতনের দাবীতে বিক্ষোভ, শ্রমিকদের লাঠিপেটা , প্রথম আলো ২ নভেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/আশুলিয়ায়-বকেয়া-বেতনের-দাবিতে-বিক্ষোভ-শ্রমিকদের-লাঠিপেটা

[২২৮] মানবজমিন, ২৯ জুন ২০২০; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=233200&cat=2/

করে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় সেগুলো পরিচালিত করা হবে। সরকার ২৫টি পাটকলের ২৪ হাজার ৮৮৬ স্থায়ী শ্রমিককে গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে সেপ্টেম্বরের মধ্যে সমস্ত টাকা বুঝিয়ে দেবেন বলে জানানো হলেও ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁরা পুরো পাওনা টাকা বুঝে পাননি। পাওনা টাকা না পেয়ে শ্রমিকরা পরিবার নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন।[২২৯] খুলনার স্টার, প্লাটিনাম, ক্রিসেন্ট, আরীম, ইস্টার্ন, দৌলতপুর ও খালিশপুর জুটমিলের এবং যশোরের জে জে আই ও কার্পেটিং জুটমিলের ৫০ হাজার শ্রমিক ওয়েজ কমিশন বাস্তবায়নসহ ১৫ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে ২৯ ডিসেম্বর থেকে অনশন করেন।[২৩০] বকেয়া বেতন ও ২০১৫ সালের মজুরি কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের দাবিতে পাটকল শ্রমিকরা ২০২০ সাল জুড়ে আন্দোলন করেছেন।[২৩১]

১ এপ্রিল রাজবাড়িতে রাজবাড়ী জুট মিলের শ্রমিকরা[২৩২] এবং ৫ এপ্রিল বরিশালের সোনারগাঁও টেক্সটাইল[২৩৩] মিলের শ্রমিকরা তাঁদের বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেন। ২১ এপ্রিল ফরিদপুর চিনিকলের শ্রমিকরা তিন মাসের বেতন-ভাতার দাবিতে[২৩৪] এবং ২৬ এপ্রিল রংপুরের শ্যামপুরের ও গাইবান্ধার মহিমাগঞ্জের চিনিকলের শ্রমিকরা চার মাসের বেতন-ভাতার দাবিতে বিক্ষোভ করেন।[২৩৫] ১৯ অক্টোবর বন্ধ করে দেয়া রাষ্ট্রায়াত্ত পাটকল চালুর দাবিতে খুলনার আটরা শিল্পাঞ্চলে মহাসড়ক অবরোধ কর্মসূচীতে পুলিশ লাঠিচার্জ ও টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করলে এক নারী শ্রমিকসহ দুইজন আহত হন।[২৩৬]

৫৫. লোকসান ঠেকাতে দেশের ১৬টি চিনিকলের মধ্যে পাবনা, কুষ্টিয়া, সেতাবগঞ্জ, রংপুর, শ্যামপুর ও পঞ্চগড়ের চিনিকল বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ খাদ্য ও চিনি শিল্প কর্পোরেশন। চিনিকলগুলোর কাছে আখচাষীদের বকেয়া পাওনা আছে প্রায় ১০ কোটি টাকা। বকেয়া পরিশোধ না করেই মিলগুলো বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর প্রতিবাদে ২১ নভেম্বর পাবনা সুগার মিল প্রাঙ্গনে বিক্ষোভ-সমাবেশ করে আখচাষী ও মিলের শ্রমিক-কর্মচারীরা।[২৩৭] বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন ৬টি চিনিকলে আখমাড়াই বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে এর প্রতিবাদে ২৩ ডিসেম্বর রংপুরের বদরগঞ্জে শ্যামপুর সুগার মিল এলাকায় এবং ২৪ ডিসেম্বর গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জের মহিমাগঞ্জে শ্রমিক-কর্মচারীরা অর্ধদিবস হরতাল পালন করেন।[২৩৮]

অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) শ্রমিক

৫৬. দেশের রাস্তাঘাট, ব্রিজ, বাড়ি ইত্যাদি নির্মাণে নির্মাণ শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। কিন্তু এই শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে বৈষম্য এবং বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। ইনফরমাল সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য কোন সুস্পষ্ট নীতিমালা তৈরি না হওয়ায় প্রখর রোদ এবং বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেই তাঁরা অনেকেই খোলা

[২২৯] পাটকল, উচ্ছেদ এবং সচল কর্মসংস্থান নষ্টের উন্নয়ন/ প্রথম আলো ২৮ নভেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/পাটকল-উচ্ছেদ-এবং-সচল-কর্মসংস্থান-নষ্টের-উন্নয়ন

[২৩০] ঢাকা ট্রিবিউন, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.dhakatribune.com/business/2020/09/15/govt-begins-paying-bjmc-mills-workers-their-dues /প্রথম আলো, ৩ জানুয়ারি ২০২১; https://en.prothomalo.com/bangladesh/Jute-mill-workers-call-off-strike-as-govt-promises

[২৩১] মানবজমিন, ২৯ জুন ২০২০; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=233133&cat=1/

[২৩২] যুগান্তর ২ এপ্রিল; https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/295012/

[২৩৩] মাবজমিন অনলাইন ৫ এপ্রিল ২০২০; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=220630

[২৩৪] প্রথম আলো ২১ এপ্রিল ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1652274/

[২৩৫] যুগান্তর ২৭ এপ্রিল ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/302013/

[২৩৬] পাটকল চালুর দাবিতে আন্দোলনকারীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ, নয়াদিগন্ত ১৯ অক্টোবর ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/khulna/536432/

[২৩৭] বকেয়া পরিশোধ না করেই ৬টি চিনি বন্ধের সিদ্ধান্ত, যুগান্তর, ২১ নভেম্বর ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/366901/

[২৩৮] প্রতিবাদে হরতাল, বিক্ষোভ, প্রথম আলো, ২৪ ডিসেম্বর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=16&edcode=71&pagedate=2020-12-24

আকাশের নীচে কাজ করতে বাধ্য হন। অথচ তাঁদের কাজের জন্য কোন নূন্যতম মজুরি ধার্য করা হয়নি। ফলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাঁরা মজুরিসহ বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার । অনেক ক্ষেত্রেই সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ব্যবস্থা না থাকায় বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে শ্রমিকরা হতাহতের শিকার হয়েছেন।

৫৭.২০২০ সালে কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ে কর্মহীন হয়ে নির্মাণ শ্রমিকসহ অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক সেক্টরের শ্রমিকরা তাঁদের পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করেছেন বলে জানা গেছে। সারাদেশে নারী-পুরুষ মিলে নির্মাণ শ্রমিক রয়েছেন অন্তত ৩৫ লক্ষ। তাঁদের মধ্যে ঢাকা শহরে কাজ করেন প্রায় ১২ লক্ষ শ্রমিক।[২৩৯] শ্রমিকরা জানিয়েছেন, মহামারীর কারণে কর্মহীন অবস্থায় তাঁরা পরিবার পরিজন নিয়ে অনাহারে-অর্ধাহারে থাকলেও অনেক শ্রমিকই সরকারের ত্রাণ সহায়তা পাননি।[২৪০]

৫৮. বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস) এর তথ্য মতে ২০২০ সালে ৮৪ জন নির্মান শ্রমিক নিহত এবং ৪৯ জন আহত হয়েছেন। এছাড়া নির্মান সেক্টরে ০৮ জন নিহত এবং ৫২ জন আহত হয়েছেন।

২৬ জানুয়ারি পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলায় ভজনপুরে পাথর শ্রমিকরা ভূগর্ভস্থ পাথর উত্তোলনের দাবিতে তেঁতুলিয়া-ঢাকা জাতীয় মহাসড়ক অবরোধের সময় পুলিশের সঙ্গে পাথর শ্রমিকদের সংঘর্ষ বাঁধলে এতে গুরুতর আহত হওয়া জুমার উদ্দিন (৬০) নামে এক শ্রমিককে হাসপাতালে নেয়ার পথে তিনি মারা যান।[২৪১]

২৫ মার্চ দিনাজপুর জেলার বিরলে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল লতিফের মালিকানাধীন রূপালী বাংলা জুট মিলে বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলনকারী শ্রমিকদের ওপর পুলিশ গুলি চালালে সুরত আলী নামে একজন চা বিক্রেতা নিহত ও তিন জন শ্রমিক গুলিবিদ্ধ হন।[২৪২]

২৮ সেপ্টেম্বর ঢাকার ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কে নির্মাণাধীন একটি ভবনের কার্নিশ ধসে শফিকুল, ইনসান ও ওসমান নামে তিন জন নির্মাণ শ্রমিক নিহত হন। ২০০৬ সালের বিল্ডিং কোড না মেনে বাঁশের মাচা তৈরি করে নির্মাণ কাজ করায় দুর্ঘটনা হয়েছে বলে ফায়ার সার্ভিসের একজন উপ-পরিচালক জানান।[২৪৩]

৩ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের সিতাকুণ্ডে মাহফুজ (২৫) নামে একজন জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিক কাজ করার সময় ওপর থেকে পরে মারা যান।[২৪৪]

অভিবাসী শ্রমিকদের অবস্থা

৫৯.বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিকরা বিদেশে বিভিন্ন প্রতিকুলতার সম্মুখীন হয়েছেন। এরমধ্যে বহু নারী শ্রমিক ধর্ষণসহ শারিরীক, মানসিক ও যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। এছাড়া প্রবাসী শ্রমিকরা দেশে ফেরার পর বাংলাদেশের বিমানবন্দরগুলোতে তাঁরা হয়রানির শিকার হয়েছেন এবং দেশে ফেরার পর অভিবাসী শ্রমিকদের আটক করে তাঁদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক প্রতিবেদন দিয়ে কারাগারে পাঠানোর মত ঘটনাও ঘটেছে। ৪ জুলাই

[২৩৯] নয়াদিগন্ত, ৩০ এপ্রিল ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/498953/
[২৪০] নয়াদিগন্ত, ৩০ এপ্রিল ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/498953/
[২৪১] যুগান্তর, ২৭ জানুয়ারি ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/271734
[২৪২] নয়াদিগন্ত, ২৭ মার্চ ২০২০, https://www.dailynayadiganta.com/more-news/491363/
ডেইলি স্টার, ২৭ মার্চ ২০২০; https://www.thedailystar.net/backpage/news/protest-over-arrears-one-killed-jute-workers-clash-cops-dinajpur-1886530
[২৪৩] প্রথম আলো, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/ধানমন্ডিতে-নির্মাণাধীন-ভবনের-কার্নিশ-ভেঙে-৩-জনের-মৃত্যু
[২৪৪] ডেইলি স্টার, ৩ ডিসেম্বর ২০২০; https://www.thedailystar.net/country/news/worker-dies-after-falling-ship-shipbreaking-yard-sitakunda-2005365

মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ থেকে ২১৯ জন অভিবাসী শ্রমিক দেশে ফেরার পর পুলিশ তাঁদের আটক করে আদালতের মাধ্যমে জেলে পাঠায়। মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা এই শ্রমিকরা বিভিন্ন ঘটনায় অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে অন্তরীণ থাকলেও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সরকার তাঁদের ক্ষমা করে মুক্তি দিয়ে দেশে পাঠিয়েছিল।[২৪৫] দালালদের খপ্পরে পড়ে সবকিছু হারিয়ে ১৮ অগাস্ট ভিয়েতনাম থেকে দেশে ফিরেন ৮১ জন অভিবাসী শ্রমিক।[২৪৬] তাঁদের ঢাকায় উত্তরায় প্রতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়। কোয়ারেন্টিন শেষ হওয়ার পর এই শ্রমিকরা যখন বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন তুরাগ থানার পুলিশ তাঁদের ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় আটক করে আদালতে হাজির করে। আদালত তাঁদের জেল হাজতে প্রেরণ করে।[২৪৭] ১২ সেপ্টেম্বর লেবানন থেকেও ফেরত আসা ৩২ জন অভিবাসী শ্রমিককে পুলিশ কোয়রেন্টিনে নেয়। কোয়রেন্টিনের মেয়াদ শেষ হলে তাঁদের ছেড়ে না দিয়ে পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে। এরমধ্যে দুইজন নারী শ্রমিকও রয়েছেন। তাঁদের সবাইকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।[২৪৮] আদালতে দাখিলকৃত পুলিশ প্রতিবেদনে বলা হয়, তাঁরা বিদেশে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় সাজা পেয়েছেন এবং বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছেন। তাই ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ভেতর তাঁদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

৬০. নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার সৌদি আরব। গত চার বছরে অন্তত ১০ হাজার নারী সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরে এসেছেন। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে গত বছরের অগাস্টে একটি প্রতিবেদন পাঠায় মন্ত্রণালয়। তাতে সৌদি আরব ফেরত ১১০ নারী গৃহকর্মীর তথ্য দিয়ে বলা হয়, ৩৫ শতাংশ নারী শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। ৪৪ শতাংশ নারীকে নিয়মিত বেতন দেয়া হতো না। ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিদেশ থেকে অন্তত ৬৩ জন নারীর মরদেহ দেশে ফেরত এসেছে। এর মধ্যে সৌদি আরব থেকেই এসেছে ২২ জনের মরদেহ।[২৪৯]

৬১. **বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস) এর তথ্য মতে ২০২০ সালে বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়ে ৫২ জন অভিবাসী শ্রমিক নিহত এবং ১১ জন আহত হয়েছেন। এছাড়া এই সময়ে ১৫ জন অভিবাসী শ্রমিক দুর্ঘটনায় মারা যান।**

অবৈধ অভিবাসন ও রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা

৬২. বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর ব্যাপক দমন-পীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। বিরোধীদলের হাজার হাজার নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে।[২৫০] গুম,

---

[২৪৫] প্রথম আলো, ১ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/ভিয়েতনামফেরত-৮১-জন-অভিবাসী-শ্রমিককে-গ্রেপ্তার-দেখাল-পুলিশ

[২৪৬] আদালতে দাখিলকৃত পুলিশ আবেদনে বলা হয়, বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় সাজাপ্রাপ্ত হয়ে উল্লেখিত দেশগুলোর কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন তাঁরা। কিন্তু ভিয়েতনাম থেকে আসা শ্রমিকরা নির্দিষ্ট কোন অপরাধে যুক্ত ছিলেন না। তাঁরা চার-পাঁচ লাখ টাকা রিক্রুটিং এজেন্সিকে দিয়ে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ছাড়পত্র নিয়ে ভিয়েতনামে যান। কিন্তু যেখানে কাজ দেয়ার কথা বলে তাঁদের নেয়া হয়েছিল সেখানে তাঁরা কাজ পাননি। ভিয়েতনামে পৌঁছার পর ছোটখাট স্বল্পমেয়াদী কাজ করলেও এক সময় তাঁরা সবাই বেকার হয়ে পড়েন। এরপর তাঁরা ভিয়েতনামের ভুং তাও শহর থেকে প্রায় এক হাজার ৬৭৭ কিলোমিটার দুরে হ্যানয় শহরে এসে বাংলাদেশী দূতাবাসের সামনে অবস্থান নেন। কিন্তু বাংলাদেশ দূতাবাস এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলেও ভিয়েতনাম সরকার এই ব্যাপারে তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর তাঁদের দেশে ফেরৎ পাঠানো হয়।

[২৪৭] প্রথম আলো, ১ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/ভিয়েতনামফেরত-৮১-জন-অভিবাসী-শ্রমিককে-গ্রেপ্তার-দেখাল-পুলিশ

[২৪৮] প্রথম আলো, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=16&edcode=71&pagedate=2020-9-29

[২৪৯] ডেইলি স্টার, ১ নভেম্বর ২০২০; https://www.thedailystar.net/bangla/শীর্ষ-খবর/ডিজিটাল-নিরাপত্তা-আইনের-মামলায়-কিশোর-সংশোধনাগারে-নবম-শ্রেণির-ছাত্র-158129

[২৫০] নিউএজ, ৬ জুন ২০২০; https://www.newagebd.net/article/107795/opposition-faces-wave-of-arrests-in-fictitious-cases-fakhrul

নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন অসংখ্য বিরোধীদলের নেতা-কর্মী। এরকম পরিস্থিতিতে অনেক নেতাকর্মী দেশের বাইরে গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।[২৫১] সরকার দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে বলে দাবি করলেও বর্তমানে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান প্রকট আকার ধারন করেছে। ফলে প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে বহু মানুষ কাজের সন্ধানে ধারদেনা ও জমিজমা বিক্রি করে বিদেশে পাড়ি জমান। অনেকে অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে মানব পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে বিদেশে পাড়ি দিতে গিয়ে জীবন হারান। বাংলাদেশে মানব পাচারকারী চক্র অনেক বছর ধরে সাধারণ মানুষকে ধোকা দিয়ে তাঁদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দিচ্ছে। মানব পাচারকারী চক্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সরকার এবং ক্ষমতাসীনদলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে দেখা যায় না। এই পর্যন্ত যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তারা সবাই স্থানীয় পর্যায়ের দালাল। ইউরোপে মানব পাচারের সবচেয়ে বড় রুট ভূমধ্যসাগর তীরের দেশ লিবিয়া। জীবিকার প্রয়োজনে বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে অনেকেই মানব পাচারকারীর মাধ্যমে লিবিয়ায় যান। এরপর তাঁদের পণবন্দি করে পরিবারের কাছ থেকে ৭/৮ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আদায় করার পর ইউরোপের কোনো দেশে পাঠানোর উদ্দেশ্যে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে নৌকা বা ট্রলারে তুলে দেয়া হয়। জানা যায়, লিবিয়ায় মাঝে মধ্যেই বাংলাদেশী নাগরিকদের পণবন্দী করে নির্যাতন ও অর্থ আদায়ের ঘটনা ঘটে। এর আগে অনেক বাংলাদেশী নাগরিক ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে নৌকা ডুবিতে মারা গেছেন।[২৫২] ২৮ মে এক বিবৃতিতে লিবিয়া সরকার জানায়, লিবিয়ার মিজদা শহরে মানব পাচারকারী এক ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা গুলি চালিয়ে ৩০ জন অভিবাসীকে হত্যা করেছে; যাঁদের মধ্যে ২৬ জনই বাংলাদেশী নাগরিক।[২৫৩]

৬ জুন কুয়েতের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি) লক্ষীপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য কাজী শহীদ ইসলাম পাপুলকে মানব পাচার, ভিসা জালিয়াতি এবং হাজার কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে কুয়েতে আটক করেছে। কাজী শহীদ ইসলাম পাপুল আওয়ামী লীগ কুয়েত শাখার প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং বঙ্গবন্ধু পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। দীর্ঘদিন ধরে পাপুল মানবপাচার ও অর্থ পাচারে জড়িত।[২৫৪]

চ. ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির মানবাধিকার লঙ্ঘন

৬৩.২০২০ সালেও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের বাড়িঘর ও উপসনালয়ে হামলা হয়েছে এবং ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির নাগরিকদের উচ্ছেদ করে তাঁদের বসতিতে হোটেল নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কান্দিপাড়া এলাকায় গুজব ছড়ায় যে, 'কাদিয়ানীরা মাদ্রাসা ছাত্রদের মারপিট করেছে'। এই গুজবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৪ জানুয়ারি সন্ধ্যায় স্থানীয় জনগণ হামলা চালিয়ে আহমেদিয়া (কাদিয়ানী) সম্প্রদায়ের মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ এর জানালা এবং মসজিদের সামনে পার্ক করা আহমেদিয়া সম্প্রদায়ের একটি মাইক্রোবাস ভাংচুর করে বলে ১৫ জানুয়ারি আহমেদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ একটি বিবৃতিতে জানায়।[২৫৫] *এছাড়া ৩ মার্চ ঢাকা জেলার ধামরাইয়ের সুয়াপুর গ্রামে গোপাল সাধুর বাড়িতে অবস্থিত কৃষ্ণ মন্দিরে*[২৫৬]*, ১০ এপ্রিল পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলায় জাফরাবাদ গ্রামের হরলাল ঠাকুর ও গোড়াচাঁন গাইন বাড়ির দুই মন্দিরের প্রতিমা*[২৫৭]*, ৪ মে নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর*

[২৫১] জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর এর হিসেব মতে, গত পাঁচ বছরে এক লাখ ৬০ হাজার ৭৩৭ জন বাংলাদেশী নাগরিক বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেছেন, যা আগের পাঁচ বছরের তুলনায় দ্বিগুনেরও বেশী। বিরোধী রাজনীতিতে জড়িত থাকার কারণে গ্রেফতার, নির্যাতন ও মামলা দায়েরসহ নানা ধরনের কারণ দেখিয়েছেন তাঁরা। https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=180571;

[২৫২] নয়াদিগন্ত, ২৯ মে ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/diplomacy/504406/

[২৫৩] নয়াদিগন্ত, ২৯ মে ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/middle-east/504339/

[২৫৪] মানবজমিন, ৮ জুন ২০২০; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=230069

[২৫৫] নিউ এজ, ১৬ জানুয়ারি ২০২০; https://www.newagebd.net/article/96747

[২৫৬] আমরাইয়ে মন্দিরে চুরি, প্রতিমা ভাংচুর/ প্রথম আলো, ৪ মার্চ ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=7&edcode=71&pagedate=2020-3-4

[২৫৭] দশমিনায় প্রতিমা ভাংচুর/ যুগান্তর, ১১ এপ্রিল ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/297329/

উপজেলার কুদুমগঞ্জ বাজারে কালী মন্দিরের নির্মাণাধীন মূর্তি[২৫৮],৪ অগাস্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার বিজয়নগর এলাকার শ্মশান কালী ও শিবমন্দির এবং বিজয়নগর শিবমন্দিরে সাতটি প্রতিমাসহ[২৫৯] বিভিন্ন মন্দির ও মন্দিরের প্রতিমা দুর্বৃত্তরা ভাংচুর ও মালামাল লুট করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ফ্রান্সে মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর বাঙ্গচিত্র প্রকাশকে সমর্থন জানিয়ে ৩১ অক্টোবর মুরাদনগরের প্রবাসী হিন্দু ধর্মাবলম্বী কৃষাণ দেবনাথ ফেসবুকে পোস্ট দেয় এবং তাতে সমর্থন জানিয়ে তার পোস্টের নিচে মন্তব্য করে শংকর দেবনাথ ও অনীল ভৌমিক। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১ নভেম্বর পূর্বধইর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বনকুমার শিবসহ তিনজন হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকের বাড়িতে দুবৃর্ত্তরা অগ্নিসংযোগ করে এবং মন্দিরে ভাংচুর চালায়।[২৬০]

৬৪. বান্দরবানে চিম্বুক-থানাচি সড়কের পাশে ম্রো অধ্যুষিত এলাকায় 'ম্যারিয়ট হোটেলস অ্যান্ড রিসোর্টস' (হোটেল ও বিনোদন পার্ক) নির্মাণ করতে যাচ্ছে সিকদার গ্রুপের প্রতিষ্ঠান আর অ্যান্ড আর হোল্ডিং লিমিটেড। এই হোটেল নির্মাণের ফলে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠি ম্রো সম্প্রদায়ের কয়েক হাজার নাগরিক তাঁদের নিজ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হবেন এবং তাঁদের জীবন-জীবিকা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এবং নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। উল্লেখ্য, সিকদার গ্রুপ ক্ষমতসীন আওয়ামী লীগ সরকারের ঘনিষ্ঠ এবং অর্থপাচারসহ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। সিকদার গ্রুপের চেয়ারম্যান জয়নুল হক সিকদারের মেয়ে পারভিন হক সিকদার আওয়ামী লীগ দলীয় সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য।[২৬১]

ছ. নারীর প্রতি সহিংসতা

৬৫. আগের বছরগুলোর মত নারীরা বিভিন্ন ধরণের সহিংসতার শিকার হলেও ২০২০ সালে কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ে নারীদের ওপর সহিংসতা অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে অনেক পরিবারই ঘরবন্দী, কর্মহীন হয়ে পড়েন। এই সময়কালে অনেক বিবাহিতা নারীদের বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য তাঁদের ওপর স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির লোকজন চাপ প্রয়োগ করে। যৌতুক সহিংসতা, ধর্ষণসহ অন্যান্য ধরণের সহিংসতা ব্যাপক আকার ধারণ করে এই সময়ে। এছাড়া বাল্যবিবাহের হারও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

পারিবারিক সহিংসতা

৬৬. নিজের ঘরে নিরাপদ এবং সুরক্ষিত থাকার পরিবর্তে দেশের অনেক স্থানে নারী ও মেয়ে শিশুরা তাঁদের নিজ গৃহেই নানা ধরনের সহিংসতার শিকার হচ্ছেন, যা কোভিড ১৯ মহামারীতে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে ৪০ হাজার নারী পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন, যাঁদের মধ্যে ৪০% অর্থাৎ ১৬ হাজার নারী প্রথমবারের মতো সহিংসতার শিকার হয়েছেন। মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত লকডাউন চলাকালে প্রথম দুইমাস অর্থাৎ মার্চ ও এপ্রিলের তুলনায় মে মাসে পারিবারিক সহিংসতা ৩১% বেড়েছে।[২৬২]

---

[২৫৮] মন্দিরে মূর্তি ভাঙচুর/ প্রথম আলো, ৬ মে ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=4&edcode=71&pagedate=2020-5-6

[২৫৯] মন্দিরে তালা ভেঙ্গে ৭টি প্রতিমা ভাংচুর/ প্রথম আলো, ৬ অগাস্ট ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=6&edcode=71&pagedate=2020-08-06

[২৬০] মামলায় আরও ১ আসামী গ্রেফতার/ প্রথম আলো, ৬ নভেম্বর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=2&edcode=71&pagedate=2020-11-6, হামলায় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ ভারতের/ প্রথম আলো, ৮ নভেম্বর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=3&edcode=71&pagedate=2020-11-8

[২৬১] প্রথম আলো, ৯ জুন ২০২০; https://www.prothomalo.com/economy/article/1661561/

[২৬২] ঢাকা ট্রিবিউন, ২৫ নভেম্বর ২০২০; করোনাভাইরাস: ১৬ হাজারেরও বেশি নারী প্রথম সহিংসতার শিকার | Dhaka Tribune Bangla

বাল্যবিবাহ

৬৭.বাংলাদেশ করোনা ভাইরাসের বিস্তারের সময় বাল্যবিবাহের সংখ্যা আগের চেয়ে বেড়ে গেছে। করোনার সময় অর্থনৈতিক সংকট, দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা, মেয়ে শিশুদের যৌন হয়রানি হবার সম্ভাবনা, বাল্যবিবাহ দেওয়ার পেছনে কারণ হিসেবে কাজ করেছে অনেক ক্ষেত্রে। দেশে আগের তুলনায় এই সময়ে বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩ শতাংশ। বিগত ২৫ বছরের মধ্যে এবারই এই হার সবচেয়ে বেশি। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার হিসাব মতে, মে, জুন, জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে আশঙ্কাজনক হারে বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।[২৬৩]

ধর্ষণ

৬৮.২০২০ সালে দেশে ব্যাপকভাবে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে এবং এর বিরুদ্ধে সম্মলিত প্রতিবাদ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়ে ধর্ষণের শিকার নারীকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিতে বাধা প্রদান, ধর্ষণ মামলায় সাক্ষীদের ভয়ভীতি দেখানো বা তাঁদের ওপর অভিযুক্তদের হামলা এবং ধর্ষণের ঘটনাগুলোতে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সালিশ করে মিটমাট করে দিয়ে টাকা উপার্জন করেছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।[২৬৪] অভিযোগ আছে যে, এর মধ্যে অনেক ঘটনায় পুলিশ জড়িত ছিল অথবা কি ঘটেছিল সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল।[২৬৫] বিচারহীনতার সংস্কৃতি এবং সামাজিকভাবে হেয় হবার ভয়ে অনেক ধর্ষণের শিকার ভিকটিম ও তাঁদের পরিবার ধর্ষণের বিষয়টি গোপন করেন অথবা তা প্রকাশ করলেও বিচার পাননা। ধর্ষণের বিচার না হওয়ার পেছনে পুলিশের অসহযোগিতা অন্যতম কারণ। অভিযোগ রয়েছে যে, পুলিশ অনেক ক্ষেত্রে মামলা নিতে চায় না। মামলা করতে গিয়ে প্রায় অর্ধেক নারী ও শিশু থানায় হেনস্তার শিকার হন কিংবা মামলা দায়ের হলেও অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে পুলিশ অনীহা প্রকাশ করে।[২৬৬] ধর্ষণ মামলার বাদিকে টাকা নিয়ে ধর্ষকদের সঙ্গে মীমাংসার জন্য চাপ সৃষ্টি করার[২৬৭] পাশাপাশি কিছু পুলিশ সদস্যও ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।[২৬৮] এছাড়া ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা ধর্ষণের ঘটনা ঘটিয়েছে[২৬৯] এবং সালিশ করে ভিকটিম পরিবারকে উল্টো জরিমানা করেছে।[২৭০] এই সময়ে আদালত থেকে ধর্ষণ মামলার নথিও গায়েব হয়ে গেছে।[২৭১] ধর্ষণের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর তুলনায় মেয়ে শিশু ধর্ষণের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ। উল্লেখ্য যে, ধর্ষণের শিকার হওয়ার পরে শিশুদের মধ্যে আত্মহত্যার হার মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬৯.২০২০ সালে মোট ১৫৩৮ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ৫৭৭ জন নারী, ৯১৯ জন মেয়ে শিশু এবং ৪২ জনের বয়স জানা যায়নি। ঐ ৫৭৭ জন নারীর মধ্যে ২৫ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে, ১৮২ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং একজন নারী আত্মহত্যা করেছেন। ৯১৯ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ২৩ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে, ১৫৪ জন গণধর্ষণের শিকার

---

[২৬৩] বাসস, ৫ ডিসেম্বর ২০২০; করোনায় বাল্যবিবাহের হার ক্রমবর্ধমান | বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) (bssnews.net)

[২৬৪] যুগান্তর, ৬ জুলাই ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/323320

[২৬৫] গার্ডিয়ান, ১০ জানুয়ারি ২০২০; https://www.theguardian.com/global-development/2020/jan/10/police-in-bangladesh-make-arrest-in-connection-with-alleged-of-student-dhaka-university

[২৬৬] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ২৯ অক্টোবর ২০২০; https://www.hrw.org/report/2020/10/29/i-sleep-my-own-deathbed/violence-against-women-and-girls-bangladesh-barriers

[২৬৭] এস আইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ, রাজশাহীতে ধর্ষণ মামলা আপসে বাদীকে চাপ, যুগান্তর ২০ নভেম্বর ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/366373/

[২৬৮] যুগান্তর, ১ জুলাই ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/321580/সোনারগাঁওয়ে- ; প্রথম আলো, ২ জুলাই ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=6&edcode=71&pagedate=2020-07-02

[২৬৯] যুগান্তর, ৬ জুলাই ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/323320

[২৭০] প্রথম আলো, ২১ জুলাই ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=16&edcode=71&pagedate=2020-7-21

[২৭১] যুগান্তর, ৪ জুলাই ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/322515

এবং ০৭ জন মেয়ে শিশু আত্মহত্যা করেছে। এই সময়কালে ২৮১ জন নারী ও মেয়ে শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

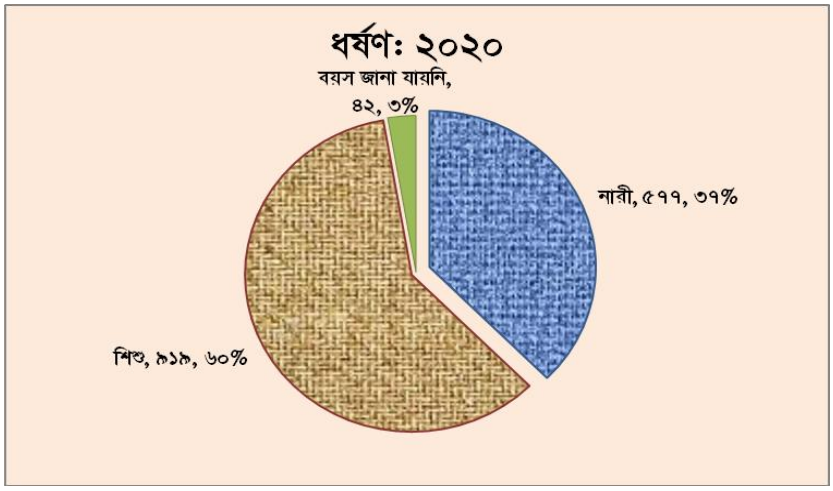

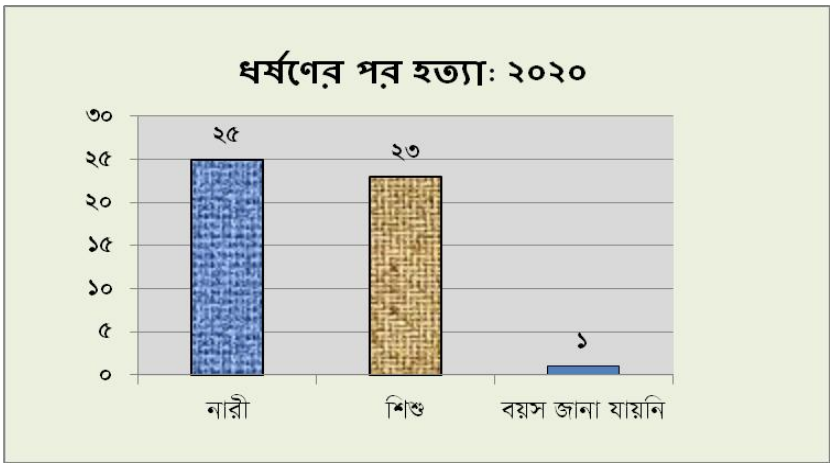

৯ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জের তারাব পৌরসভা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কয়েকজন দুর্বৃত্ত গন্ধর্বপুর বহুমুখি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে একটি মাইক্রোবাসে জোর করে তুলে নিয়ে দুই দিন আটকে রেখে ধর্ষণ করে।[২৭২]

২২ মে নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম ইউনিয়নে ১২ বছরের এক গৃহকর্মীকে ধর্ষণ করে বড়াইগ্রাম ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি সাখাওয়াৎ হোসেন।[২৭৩]

২৩ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে খাগড়াছড়ি জেলার শহরতলীতে আট-নয়জন দুবৃর্ত্ত একটি ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির পরিবারে হামলা চালিয়ে মা-বাবাকে বেঁধে রেখে এক বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী তরুণীকে ধর্ষণ করে। পুলিশ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে।[২৭৪]

[২৭২] নয়াদিগন্ত, ১৫ জানুয়ারি ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/more-news/472292
[২৭৩] যুগান্তর, ৫ জুন ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/312621/
[২৭৪] প্রথম আলো, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2020-9-27&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

২৫ সেপ্টেম্বর সিলেটের মুরারি চাঁদ (এমসি) কলেজে এক দম্পতি বেড়াতে গেলে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের কর্মী সাইফুর রহমানের নেতৃত্বে তারেক আহমেদ, শাহ মাহবুবুর রহমান রনি, অর্জুন লস্কর, রবিউল ইসলাম ও মাহফুজুর রহমান তাঁদেরকে জোর করে কলেজের ছাত্রাবাসের ভেতরে নিয়ে যায়। এরপর ছাত্রলীগ কর্মীরা স্বামীকে আটকে রেখে স্ত্রীকে ধর্ষণ করে।[২৭৫]

১৩ নভেম্বর নারায়ণগঞ্জ থেকে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সহকর্মী বান্ধবী আদুরী বেগমের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে এক গার্মেন্টস কর্মী গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে মূল আসামি সোহেল মিয়াসহ (৪০) আদুরী বেগমকে (২৮) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।[২৭৬]

যৌন হয়রানি/বখাটেদের দ্বারা উত্ত্যক্তকরণ

৭০.যৌন হয়রানির ব্যাপকতা ২০২০ সালেও ব্যাপকভাবে অব্যাহত ছিল। এই সময়ে ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে নারীদের ওপর যৌন হয়রানির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

৭১.**২০২০ সালে মোট ১৫৭ জন নারী বখাটেদের দ্বারা যৌন হয়রানি ও সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১২ জন অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন, একজনকে হত্যা করা হয়েছে, ০৪ জন আহত, ৪৮ লাঞ্ছিত, ০৪ জন অপহৃত এবং ৮৮ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন।**

৭২.**এই সময়ে আত্মীয় পরিজনের ওপর সংঘঠিত যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটেদের হাতে ০৮ জন পুরুষ নিহত, ১৫ জন পুরুষ আহত, ০৩ লাঞ্ছিত এবং ০৩ জন নারী আহত হয়েছেন।**

১৬ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলায় এক স্কুলছাত্রী স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে হোসাইন আহমেদ ও রায়ঘাটা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি শাহিনুল আলম মিঠু ও তার সহযোগীরা তাঁকে অশালীন কথা বলে। এ সময় ছাত্রীটি এর প্রতিবাদ করলে তাঁকে তারা প্রকাশ্যে শারীরিকভাবে হেনস্তা করে।[২৭৭]

সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলায় ফেসবুকে অশ্লিল ছবি ছড়িয়ে দেয়ার ঘটনায় ক্ষোভে বিউটি মণ্ডল নামে এক তরুণী ৯ সেপ্টেম্বর আত্মহত্যা করেন। বিউটির বাবা নিতাই মণ্ডল অভিযোগ করেন, তাঁর মেয়ের মুখমন্ডলের সঙ্গে বিবস্ত্র একটি ছবি জোড়া লাগিয়ে আপত্তিকর কথা লিখে ফেসবুকে পোস্ট করা হয়। এমনকি ওই ছবিতে তাঁর মেয়ের মোবাইল নম্বার দেয়া হয়। এই ঘটনায় তিনি গত ৭ সেপ্টেম্বর তালা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এবং শহীদ জিয়া কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মৃত্যুঞ্জয় রায় ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু অভিযোগের পরও পুলিশ এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। তাই তাঁর মেয়ে ক্ষেভে দুঃখে আত্মহত্যা করে।[২৭৮]

যৌতুক সহিংসতা

৭৩.যৌতুকের দাবিতে নারীদের ওপর সহিংসতা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ছিল ২০২০ সালে। যৌতুক না পাওয়ায় নারীদের আগুনে পুড়িয়ে, পিটিয়ে, শ্বাসরোধ ও কুপিয়ে হত্যা করার মতো অমানবিক ঘটনা ঘটেছে। এমনকি বাল্য বিবাহের শিকার হওয়া কিশোরীরাও যৌতুকের কারণে হত্যার শিকার হয়েছেন এবং অনেক নারী আত্মহত্যা করেছেন। ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) অনুযায়ী যৌতুক দেয়া ও নেয়া দণ্ডনীয় অপরাধ হলেও যৌতুক দেয়া-নেয়ার প্রচলন

[২৭৫] প্রথম আলো, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2020-9-29&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[২৭৬] যুগান্তর, ১৫ নভেম্বর ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/364935/

[২৭৭] যুগান্তর, ১৭ জানুয়ারি ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/268068

[২৭৮] প্রথম আলো, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=3&edcode=71&pagedate=2020-9-12

সমাজে ব্যাপকভাবে বিরাজমান রয়েছে এবং আইনের শাসনের অভাবে অধিকাংশ ভুক্তিভোগীরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

৭৪.**২০২০ সালে ১৯৯ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ৮৯ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে, ১০৬ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন এবং ০৪ জন আত্মহত্যা করেছেন। এই ১৯৯ জনের মধ্যে বাল্যবিবাহের শিকার একজন শিশুকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা রয়েছে।**

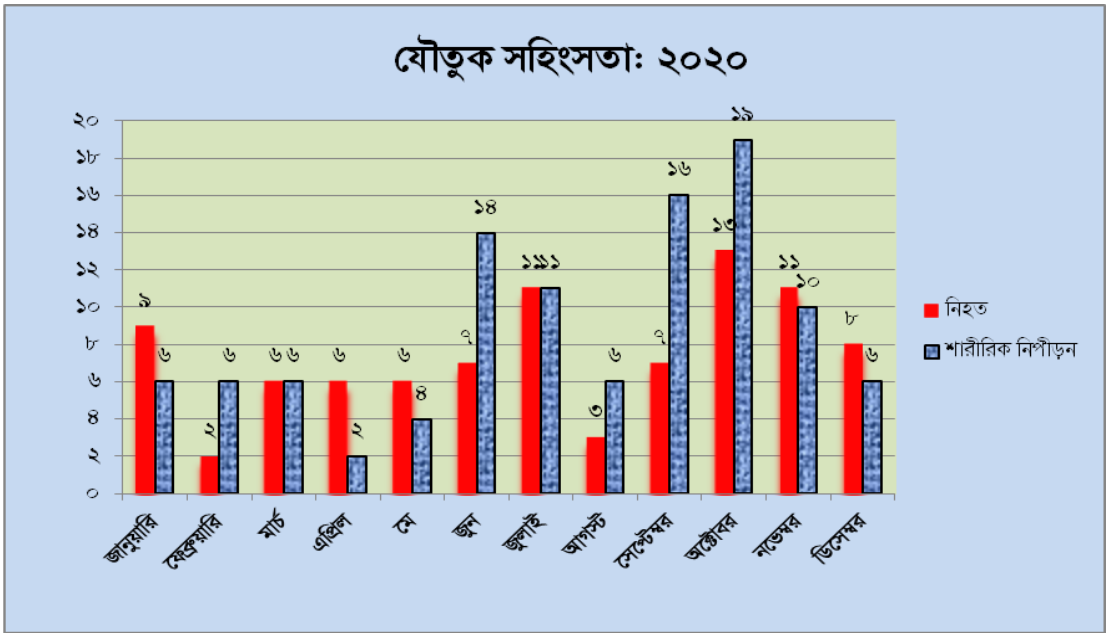

৩ জানুয়ারি গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জে আশামণি (১৮)[২৭৯] *১৬ মে দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি উপজেলায় স্মরণী কান্ত মহন্ত নামে এক গৃহবধূ*[২৮০]*, ১৫ জুলাই ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দায় খোদেজা আক্তার সুমি নামে এক গৃহবধুকে*[২৮১] *যৌতুকের টাকা অথবা মালামাল দিতে না পারায় তাঁদেরকে স্বামী ও শ্বশুড়বাড়ির লোকজন হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।*

১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার মুগদা এলাকায় রিনা ফুল পারভিন নামে এক গৃহবধূ দাবিকৃত যৌতুকের টাকা দিতে না পাড়ায় ক্রমাগত শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন।[২৮২]

এসিড সহিংসতা

৭৫.২০২০ সালে এসিড সহিংসতা অব্যাহত ছিল। এই সময়ে এসিড সহিংসতার কারণ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই প্রেমের অথবা বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় এসিড নিক্ষেপ করা হয়। এছাড়া পারিবারিক সহিংসতা, যৌতুকের জন্য, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ, পূর্বশত্রুতা, তালাক ইত্যাদি কারণেও এসিড সহিংসতা ঘটেছে।

৭৬.**২০২০ সালে ৩৩ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১৯ জন নারী, ০৭ জন মেয়ে শিশু এবং ০৭ জন পুরুষ।**

[২৭৯] যুগান্তর, ৫ জানুয়ারি ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/263382
[২৮০] নয়াদিগন্ত, ১৮ মে ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/rangpur/502788/
[২৮১] যুগান্তর, ১৭ জুলাই ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/326870
[২৮২] প্রথম আলো, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1637930

এসিড সহিংসতার কারণ: ২০২০						
ক্রমিক নং	এসিড সহিংসতার কারণ	নারী	মেয়ে শিশু	পুরুষ	ছেলে শিশু	মোট
১	যৌতুক সমস্যা	২	০	০	০	২
২	পারিবারিক বিরোধ	২	০	০	০	২
৩	জমি/সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ	২	০	১	০	৩
৪	ঋণ সংক্রান্ত বিরোধ	২	০	৩	০	৫
৫	প্রেম প্রত্যাখান	০	১	০	০	১
৬	স্বামীকে তালাক	৩	০	০	০	৩
৭	স্বামীর সাথে কলহ	১	১	০	০	২
৮	হিংসা	০	১	০	০	১
৯	প্রতিশোধ	১	১	০	০	২
১০	বাজি ধরা	০	০	১	০	১
১১	কারণ জানা যায়নি	৬	৩	২	০	১১
	মোট	**১৯**	**৭**	**৭**	**০**	**৩৩**

১ মার্চ দিনাজপুর জেলা শহরে বাণিজ্য মেলা থেকে ফেরার পথে গৃহবধূ রিয়া খাতুন ও তাঁর মা বেবী বেগম[২৮৩], ২৫ মে লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুরায় আনোয়ারা বেগম ও তাঁর দুই মেয়ে সুমাইয়া আক্তার (২৭) ও সুমি আক্তার (১৮)[২৮৪], ১১ অগাস্ট রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় সুমা খাতুন (১৫) নামে এক মাদ্রাসা ছাত্রী[২৮৫], ২ অক্টোবর নাটোরের বড়াইগ্রামের গুনাইহাটিতে ঘুমন্ত দাদী-নাতনী শেফালী রাণী (৫৫) ও স্মৃতি রাণী (১২)[২৮৬] সহ ৩৩ জনের ওপর এসিড ছুঁড়ে মারা হয়।

জ. বাংলাদেশ ও এর প্রতিবেশী সংক্রান্ত বিষয়

ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি

৭৭. বাংলাদেশের ওপর ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ২০২০ সালেও অব্যাহত ছিল। এই সময়ে ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)'র সদস্যরা সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা-অপহরণ ও নির্যাতন নিপীড়ন অব্যাহত রাখে। বিএসএফ'র সদস্যরা বাংলাদেশের ভূখণ্ডে নিজ জমিতে কৃষি কাজের সময় কৃষককে গুলি করে হত্যা করেছে এবং নদীতে মাছ ধরার সময় বাংলাদেশী জেলেদের ধরে নিয়ে গেছে। এই সময়ে ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশের আভ্যন্তরে পুশইন করার চেষ্টা করে বিএসএফ সদস্যরা। পৃথিবীর মধ্যে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তই একমাত্র সীমান্ত যেখানে প্রতিনিয়ত হত্যার ঘটনা ঘটছে। কিন্তু বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপর একের পর এক নৃশংস হামলার পরও বাংলাদেশের সরকার এই ব্যাপারে কোনো কার্যকর ভূমিকা নেয়নি এবং জোরালো কোন প্রতিবাদ করেনি। আজ পর্যন্ত বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যার একটিরও বিচার হয়নি। বরং সরকারের মন্ত্রীরা বিএসএফের হত্যা, নির্যাতনকে ন্যায্যতা দিয়ে বাংলাদেশীদের নির্বিচারে হত্যার ক্ষেত্রে ভারত সরকারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিয় বিভিন্ন আলোচনায় ভারত সরকার সীমান্ত এলাকায় মারণাস্ত্র ব্যবহার না করার আশ্বাস দিলেও তা কার্যকর করেনি। ২২ জানুয়ারি নওগাঁ জেলার পোরশা সীমান্তে বিএসএফ

[২৮৩] যুগান্তর, ৩ মার্চ ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/284711
[২৮৪] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৫ মে ২০২০; https://www.bd-pratidin.com/last-page/2020/05/29/533939
[২৮৫] প্রথম আলো, ১২ অগাস্ট ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1674121
[২৮৬] নয়া দিগন্ত, ৩ অক্টোবর ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/bangla-diganta/532588/

সদস্যরা তিন বাংলাদেশী নাগরিক মফিজুল ইসলাম, কামাল হোসেন ও রঞ্জিত কুমারকে গুলি করে হত্যা করে।[২৮৭] পোরশা এলাকার সংসদ সদস্য ও খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার ২৫ জানুয়ারি রাজশাহীতে একটি অনুষ্ঠানে এই হত্যাকাণ্ড সর্ম্পকে বলেন, "এখানে দোষ বাংলাদেশী নাগরিকদেরই, সুতরাং সরকারের কিছুই করণীয় নেই। কেউ যদি জোর করে কাঁটাতারের বেড়া কেটে গরু আনতে যায় আর ভারতের মধ্যে গুলি খেয়ে মারা যায়, তার দায়-দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকার নেবে না"।[২৮৮] পরাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন ডেইলি স্টারকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, সীমান্তে বাংলাদেশী দুবৃর্ত্তরা প্রাণঘাতী অস্ত্র ও বোমা নিয়ে বিএসএফ সদস্যদের ওপর হামলা করে। এমনকি তারা ভারতের সীমানায় ঢুকে পর্যন্ত বিএসএফ সদস্যদের ওপর হামলা করে। এটাকে "সীমান্ত হত্যা" বলা যাবে না। একে বলা হবে 'ভারতের অভ্যন্তরে হত্যা'। ভারত বলছে 'দুর্বৃত্তদের' ওপর গুলি ছুঁড়তে হয় নিজেদের 'আত্মরক্ষার্থে'।[২৮৯]

৭৮. ২০২০ সালে বিএসএফ ৫১ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে। এছাড়া ২৭ জন বাংলাদেশীকে বিএসএফ আহত করেছে। এই সময়ে বিএসএফ কর্তৃক অপহৃত হন ০৭ জন বাংলাদেশী।

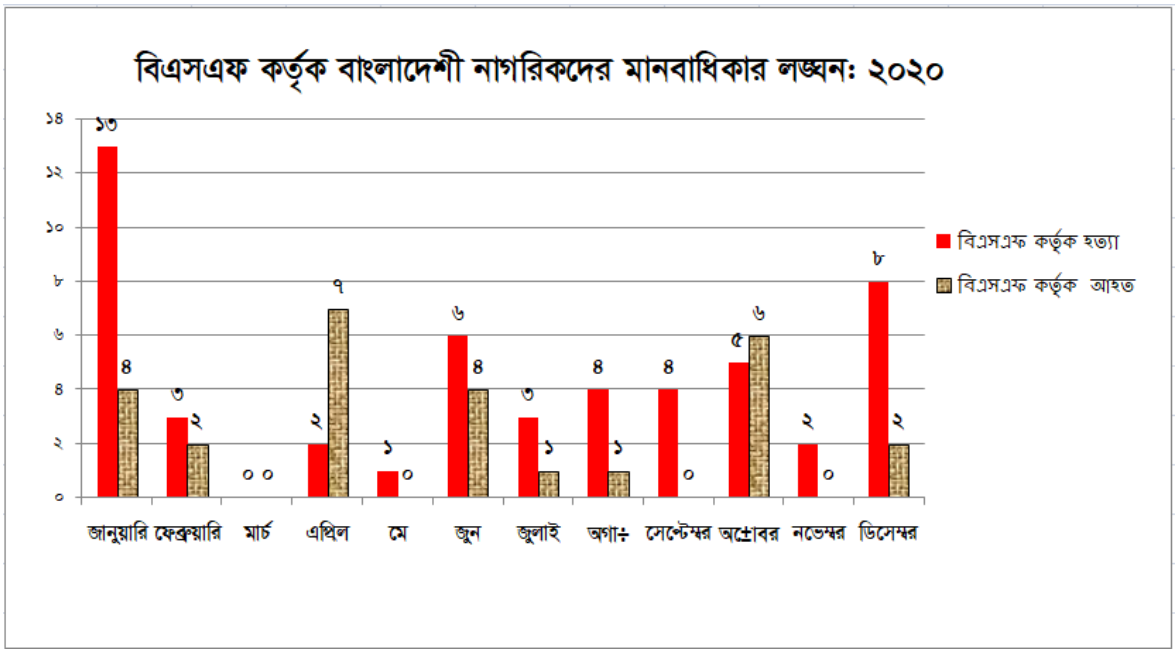

উদাহরণস্বরূপ, ৮ জানুয়ারি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ সীমান্তে সেলিম ও সুমন[২৯০]*, ৪ ফেব্রুয়ারি কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার ছলিমের চর সীমান্তের বাংলাদেশের ভূখণ্ডের মধ্যে কৃষক সোলায়মান*[২৯১]*, ২ এপ্রিল ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার চোচপাড়া সীমান্তে জয়নাল আবেদীন*[২৯২]*, ১৯ এপ্রিল পঞ্চগড় সদর উপজেলার শিংরোড-প্রধানপাড়া সীমান্তে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে শিমোন রায় (১৬) নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থী*[২৯৩]*, ১০ জুন যশোর জেলার*

[২৮৭] যুগান্তর, ২৪ জানুয়ারি ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/270520
[২৮৮] নয়াদিগন্ত, ২৬ জানুয়ারি ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/475234
[২৮৯] Border Killings by BSF: India claims they open fire in self defence, Daily Star 22 December 2020
[২৯০] প্রথম আলো, ১১ জানুয়ারি ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=4&edcode=71&pagedate=2020-1-10
[২৯১] মানবজমিন, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=212526
[২৯২] যুগান্তর, ২ এপ্রিল ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/295080/এবং অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঠাকুরগাঁওয়ের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[২৯৩] প্রথম আলো, ২০ এপ্রিল ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1651941/ , অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পঞ্চগড়ের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

শার্শা সীমান্তে শরিফুল ইসলাম[২৯৪], ৩ জুলাই যশোর জেলার বেনাপোলের ধান্যখোলা সীমান্তে রিয়াজুল[২৯৫], ১১ অগাস্ট কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার চরইটালুকান্দা সীমান্তে আখিরুল ইসলাম[২৯৬], ১৪ অগাস্ট কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে কাশেম[২৯৭], ১৬ অগাস্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার শিংনগর সীমান্তে মোহাম্মদ সুমন[২৯৮], ৫ সেপ্টেম্বর রাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ সীমান্তে মোহাম্মদ বাদশাহ[২৯৯], ২১ নভেম্বর কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী সীমান্তে হাসিনুর রহমান ওরফে ফকির চাঁন[৩০০], ৮ ডিসেম্বর ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুর সীমান্তে নাজির উদ্দিন ও রবিউল ইসলাম[৩০১], ১০ ডিসেম্বর লালমনিরহাট জেলার শ্রীরামপুর ইউনিয়ন সীমান্তে আবু তালেব ও ১৬ ডিসেম্বর লালমনিরহাট জেলার শ্রীরামপুর গ্রামের সীমান্তে জাহিদুল ইসলাম[৩০২] এবং ২২ ডিসেম্বর ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট সীমান্তে মোহাম্মদ খায়রুল ইসলামকে[৩০৩] ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ সদস্যরা গুলি করে হত্যা করে।

৩১ জানুয়ারি রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার খরচাকা সীমান্ত এলাকার পদ্মা নদীতে রাজন হোসেন, সোহেল রানা, কাবিল হোসেন, শাহীন আলী ও শফিকুল ইসলাম নামে পাঁচ বাংলাদেশী জেলে মাছ ধরতে গেলে বিএসএফ সদস্যরা তাঁদের ধরে নিয়ে নির্যাতন করে। পরবর্তীতে বিএসএফ পাঁচ জেলেকে ভারতের মুর্শিদাবাদ থানায় হস্তান্তর করে।[৩০৪]

১৭ সেপ্টেম্বর ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গীর আবদুলকে সীমান্তের ৩৮৩/২ সাব পিলারের কাছে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করে বিএসএফ সদস্যরা।[৩০৫] ২১ অক্টোবর রাজশাহী সীমান্ত থেকে চার বাংলাদেশী জেলে মোহাম্মদ আলম ও তার ছেলে আনোয়ার, সিফাত ও সোনারুলকে বিএসএফ সদস্যরা ধরে নিয়ে নির্যাতন করে। পরে জেলেদের তিনটি নৌকার মধ্যে একটিতে করে জেলেদের ছেড়ে দেয় এবং অন্য দুটি ভালো নৌকা বিএসএফ সদস্যরা রেখে দেয়।[৩০৬]

বিএসএফ ভারতের শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্যহীন নাগরিকদেরও বাংলাদেশে নির্দয়ভাবে ঠেলে দিয়ে তাঁদের জীবন বিপদগ্রস্ত করে তুলছে। উদাহরণস্বরূপ, ২৩ এপ্রিল লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী স্থলবন্দর সীমান্ত দিয়ে বিএসএফ সদস্যরা একজন মানসিক ভারসাম্যহীন ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশে পুশইন করার চেষ্টা করে। এই সময় বাংলাদেশী নাগরিক ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরা তা প্রতিহত করলে বিএসএফ সদস্যরা তাঁদের ওপর রাবার বুলেট ছোঁড়ে। এই ঘটনায় বিজিবি সদস্য খোকন মিয়াসহ ৪ জন বাংলাদেশী নাগরিক আহত হন।[৩০৭] ভারতের অবৈধ অভিবাসী শনাক্তকরণের জন্য প্রণীত জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি)'র থেকে বাদ পড়া বাংলাভাষী ভারতীয় মুসলমানদের ভারত সরকার অতীতেও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঠেলে দিয়েছে।[৩০৮]

---

[২৯৪] যুগান্তর, ১০ জুন ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/314506/
[২৯৫] যুগান্তর, ৩ জুলাই ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/322278
[২৯৬] নয়াদিগন্ত, ১৩ অগাস্ট ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/521241
[২৯৭] যুগান্তর, ১৫ অগাস্ট ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/335043
[২৯৮] যুগান্তর, ১৭ অগাস্ট ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/335599
[২৯৯] প্রথম আলো, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=16&edcode=71&pagedate=2020-09-07
[৩০০] রৌমারী সীমান্তে বাংলাদেশীকে গুলি করে হত্যা, যুগান্তর ২২ নভেম্বর ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/366979/
[৩০১] সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে প্রাণ গেল দুই বাংলাদেশির/ প্রথম আলো, ৯ ডিসেম্বর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=16&edcode=71&pagedate=2020-12-9
[৩০২] বিএসএফের গুলিতে তরুণ নিহত/ প্রথম আলো, ১৭ ডিসেম্বর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=16&edcode=71&pagedate=2020-12-17
[৩০৩] হালুয়াঘাটে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশী নিহত/ নয়াদিগন্ত, ২৩ ডিসেম্বর ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/mymensingh/550897/
[৩০৪] মানবজমিন, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=211149&cat=9
[৩০৫] বিএসএফের নির্যাতনে নিহত বাঙলাদেশীর লাশ উদ্ধার/ নয়াদিগন্ত, ১ অক্টোবর ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/532141/, অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঠাকুরগাঁওয়ের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৩০৬] চার বাংলাদেশীকে নির্যাতনের পর ছেড়ে দিলো বিএসএফ/ মানবজমিন, ২২ অক্টোবর ২০২০; https://mzamin.com/article.php?mzamin=247823&cat=1/
[৩০৭] প্রথম আলো, ২৪ এপ্রিল ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1652684/
[৩০৮] মানবজমিন, ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯, http://mzamin.com/article.php?mzamin=188659&cat=2

৭৯. উল্লেখ্য, বাংলাদেশে সরকারের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর পক্ষে সাফাই গেয়ে কথা বললেও দুই দেশের সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অননুমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তবে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হবে এবং সেই মোতাবেক ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার কথা।[৩০৯] কিন্তু ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী ওই সমঝোতা স্মারক এবং আর্ন্তজাতিক আইন লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে কাউকে দেখলে বা কেউ সীমান্ত অতিক্রম করলে তাঁকে নির্যাতন করছে বা গুলি করে হত্যা করছে।[৩১০] এমনকি তারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করেও বাংলাদেশী নাগরিকদেরকে ধরে নিয়ে গেছে, নির্যাতন ও হত্যা করেছে। বিএসএফ সদস্যরা সীমান্তে বাংলাদেশী শিশু-কিশোরদের হত্যা-নির্যাতন করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ২০১১ সালে ১৫ বছর বয়সী ফেলানিকে সীমান্তে গুলি করে হত্যা করার পরও আজ অবধি এই হত্যার বিচার হয়নি।

৮০. ভারত সরকার কর্তৃক সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপর ব্যাপক মানবাধিকার লংঘনের পাশাপাশি বাংলাদেশের ওপর ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিপত্য আরো ভয়াবহভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারত সরকার বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ব্যাপক হস্তক্ষেপের অভিপ্রায়ে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র অস্বচ্ছ, বিতর্কিত একতরফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে আওয়ামী লীগ সরকারকে সমর্থন দেয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[৩১১] এই নির্বাচনের ধারবাহিকতায় ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর আরেকটি অস্বচ্ছ, বিতর্কিত ও একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা ধরে রাখে; যা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও নির্বাচন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র পর থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ২০১৫ সালের জুন মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি'র ঢাকা সফরকালে চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দর ব্যবহারের সুযোগ দেয়ার জন্য সমঝোতা স্মারকসহ (এমওইউ) অনেকগুলো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালের ১৭ অক্টোবর চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দর ব্যবহার করে ভারত কর্তৃক তার পণ্য সেদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যেগুলোতে পরিবহন করা সম্পর্কিত পাঁচ বছরের একটি দ্বিপাক্ষীয় চুক্তি হয়।[৩১২] এই চুক্তির আওতায় ভারতের কলকাতা বন্দর থেকে এমভি সেঁজুতি নামে একটি পণ্যবাহী জাহাজ ২০২০ সালের ২০ জুলাই চট্টগ্রামে এসে পৌঁছে। এই চালানের মাধ্যমেই বাংলাদেশের বন্দর ও সড়ক ব্যবহার করে ভারত তাদের পণ্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যে পরিবহনের প্রথম পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু করে।[৩১৩] ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের বন্দর ও অবকাঠামো ব্যবহারের কারণে ভারত ব্যাপকভাবে উপকৃত হলেও এর মাধ্যমে বাংলাদেশের কী ধরনের লাভ হতে পারে জনগণের কাছে তার কোন পরিস্কার ধারণাই দেয়নি বাংলাদেশ সরকার। এই চুক্তির আর্টিক্যাল-৪ এ পোর্ট এন্ড আদার্স ফ্যাসিলিটিজে বলা হয়েছে, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের পণ্যের আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে যে ধরণের সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে পরিবাহিত ভারতের পণ্যের ক্ষেত্রেও একই সুবিধা প্রদান করবে। এছাড়াও এই ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ 'প্রায়োরিটি'র ভিত্তিতে 'স্পেস' প্রদান করবে। এই বিষয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব ওমর ফারুক জানান, একই দিনে একটি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের পণ্য বোঝাই জাহাজ ও ভারতের

---

[৩০৯] নিউ এজ, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬; http://archive.newagebd.net/253126/bsf-kills-2-bangladeshis-borders/

[৩১০] https://www.hrw.org/report/2010/12/09/trigger-happy/excessive-use-force-indian-troops-bangladesh-border

[৩১১] ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত ও প্রতারনামূলক নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনটি বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন ভারত সরকারের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং বাংলাদেশে আসেন এবং সেই সময় নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে আনার জন্য চেষ্টা করে সফল হন। জাতীয় পার্টির সদস্যরা তখন মহাজোট সরকারের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেয় এবং একই সঙ্গে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলে থেকে অদ্ভুত এবং অকার্যকর সংসদ গঠনে ভূমিকা পালন করে। www.dw.com/bn/নির্বাচন-না-হলে-মৌলবাদের-উত্থান-হবে/a-17271479

[৩১২] নয়াদিগন্ত, ১৮ অক্টোবর ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/first-page/350033/

[৩১৩] দি ডেইলি স্টার, ১৬ জুলাই ২০২০; https://www.thedailystar.net/bangla/শীর্ষ-খবর/বাংলাদেশের-বন্দর-ব্যবহার-করে-আসাম-ও-ত্রিপুরায়-যাচ্ছে-ভারতীয়-পণ্য-162541

ব্যবসায়ীদের পণ্য বোঝাই জাহাজ বন্দরে এলে দুই দেশের চুক্তি অনুযায়ী ভারতের জাহাজই অগ্রাধিকার পাবে।[৩১৪] লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, এই ধরনের চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বার্থের হানী করে ভারতের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে বর্তমান বাংলাদেশ সরকার।

৮১. বহুদিন ধরেই ভারত বাংলাদেশকে শুষ্ক মৌসুমে পানির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আসছে। বাংলাদেশের পানির অধিকার আদায়ের জন্য তিস্তা চুক্তি অত্যন্ত জরুরী হলেও ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে তিস্তা চুক্তি সম্পাদন করেনি। ফারাক্কা বাঁধের কারণে পদ্মা অববাহিকাতে চরম বিপর্যয়কর অবস্থা বিরাজ করছে। বর্ষা মৌসুমে ফারাক্কা ও গজলডোবা বাঁধের স্লুইস গেইটগুলো খুলে দিয়ে ভারত সরকার কৃত্রিমভাবে বাংলাদেশে বন্যার সৃষ্টি করে আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করে চলেছে যার কোন প্রতিকার হয়নি। ভারত সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে বাংলাদেশের ফেনী নদী থেকে ১ দশমিক ৮২ কিউসিক পানি প্রত্যাহার করে ত্রিপুরায় নিচ্ছে যাতে একতরফাভাবে ভারত লাভবান হচ্ছে।[৩১৫] এছাড়া ভারতীয় কোম্পানীর সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার যৌথভাবে রামপাল কয়লা বিদুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করে সুন্দরবন এবং এর চারপাশের প্রাণ ও জীব-বৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ ঘটাচ্ছে। অপরদিকে বাংলাদেশে প্রায় ৫ লাখ ভারতীয় বিভিন্ন খাতে চাকরি করছেন। এঁদের মধ্যে মাত্র ১০ শতাংশের ওয়ার্ক পারমিট রয়েছে। বেশিরভাগই আসেন ট্যুরিস্ট ভিসায়। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ৪ লাখ ভারতীয় বাংলাদেশে অবৈধভাবে কাজ করছেন। এঁদের বেতন ডলারে ভারতেই পাঠিয়ে দেয়া হয়।[৩১৬] ফলে বাংলাদেশের নাগরিকরা কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং বাংলাদেশ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির পরিস্থিতি

৮২. মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও বৌদ্ধ চরমপন্থীরা ২০১৭ সালের ২৫ অগাস্ট থেকে রোহিঙ্গাদের ওপর নতুন করে গণহত্যা ও তাঁদের মিয়ানমার থেকে উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়া শুরু করে। এই অভিযানগুলোতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির সদস্যরা হত্যা, গুম, গণধর্ষণ, ঘরবাড়ী-চাষের জমি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়াসহ বিভিন্ন ধরণের নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার ৩৪টি শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রয় নেন।

৮৩. জাতিসঙ্গের সর্বোচ্চ বিচারিক সংস্থা আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার দায়ে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে আফ্রিকার দেশ গাম্বিয়া ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর মামলা দায়ের করলে[৩১৭] ২০২০ সালের ২৩ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক বিচার আদালত রাখাইনে থাকা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে গণহত্যা থেকে রক্ষা করতে মিয়ানমারকে অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেয়।[৩১৮] ২০১৯ সালের ১৪ নভেম্বর রোহিঙ্গাদের ওপর মানবতাবিরোধী অপরাধ হয়েছে কিনা, সেই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার তদন্ত ২০২০ সালের ২৮ জানুয়ারি শুরু হয়।[৩১৯] ঢাকায় আইসিসি'র কৌঁসুলির জ্যেষ্ঠ পরামর্শক ফাকিসো মোচোচোকো তদন্ত প্রক্রিয়ার নানা বিষয় তুলে ধরে সংবাদ সম্মেলন করে বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ

---

[৩১৪] দি ডেইলি স্টার, ১৬ জুলাই ২০২০; https://www.thedailystar.net/bangla/শীর্ষ-খবর/বাংলাদেশের-বন্দর-ব্যবহার-করে-আসাম-ও-ত্রিপুরায়-যাচ্ছে-ভারতীয়-পণ্য-162541

[৩১৫] নয়াদিগন্ত, ৬ অক্টোবর ২০১৯; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/445893/

[৩১৬] ইনকিলাব, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.dailyinqilab.com/article/266651

[৩১৭] জাতিসঙ্গের সর্বোচ্চ বিচারিক সংস্থা আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর মামলা করে আফ্রিকার দেশ গাম্বিয়া। নিউ এজ, ১২ নভেম্বর ২০১৯; https://www.newagebd.net/article/90354 এবং নয়া দিগন্ত, ১২ নভেম্বর ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/455413

[৩১৮] মানবজমিন, ২৪ জানুয়ারি ২০২০; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=209747

[৩১৯] প্রথম আলো, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=1&edcode=71&pagedate=2020-2-5

আদালত (আইসিসি) তে বিচার হবে মিয়ানমারের অভিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে) তে বিচার হবে রাষ্ট্র হিসেবে মিয়ানমারের।[৩২০]

৮৪. রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে গণহত্যা থেকে রক্ষা করতে আইসিজের আদেশ[৩২১] প্রতিপালনের সময়সীমা শেষ হওয়ার এক মাস আগে ২০২০ সালের ৮ এপ্রিল মিয়ানমারের প্রেসিডেন্টের দপ্তর থেকে জাতিসংঘের গণহত্যা সনদ মেনে চলা এবং রাখাইন রাজ্যে সংঘটিত সব সহিংসতার সাক্ষ্যপ্রমাণ সংরক্ষণের জন্য এক নির্দেশনা জারি করা হয়। প্রেসিডেন্টের আদেশে দেশটির সব-মন্ত্রী, রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসন, সামরিক এবং বেসামরিক নিরাপত্তা বাহিনীর সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে গণহত্যা সনদের অনুচ্ছেদ ২ এবং ৩ এর কোন লঙ্ঘন যাতে না ঘটে, তা মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হয়।[৩২২] কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে গাম্বিয়া গত ২৪ এপ্রিল সময়ের আবেদন করলে আদালত ২৩ জুলাইয়ের পরিবর্তে ২৩ অক্টোবর কাগজপত্র জমা দেয়ার দিন ধার্য করে। নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী মিয়ানমার তাদের সাক্ষ্যপ্রমাণ ২০২১ সালের ২৩ জুলাই হাজির করবে।[৩২৩]

৮৫. আইসিসি এবং আইসিজেতে তদন্ত চলাকালেও রাখাইনে (আরাকান) রোহিঙ্গাদের ওপর হামলা ও সহিংসতা অব্যাহত ছিল। রাখাইন রাজ্যে মিয়ানমার নিরাপত্তা বাহিনীর আক্রমণ অব্যাহত থাকায় ২০২০ সালেও রোহিঙ্গারা সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে এসেছেন এবং এই সময়ে রাখাইনে অনেক রোহিঙ্গাদের হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।[৩২৪] জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের ৪৩তম উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার মিশেল বাশেলেট মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা মুসলিমসহ আরো বেশ কয়েকটি জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চলমান সহিংসতার ঘটনা তুলে ধরেন।[৩২৫] মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও দেশটির স্টেট কাউন্সিলার অং সান সুচির নেতৃত্বাধীন সরকার এই সব সহিংসতা ও গণহত্যার অভিযোগ অস্বীকার করছে। ২০২০ সালের অগাস্ট মাসে গণহত্যার সঙ্গে যুক্ত থাকা মিয়ানমার সেনাবাহিনীর দুই সদস্য মায়ো উইন তুন এবং জ নাইং তুন মিয়ানমার থেকে পালিয়ে যায়। তাদের নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগে নেয়া হয় এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের হেফাজতে রাখা হয়। মিয়ানমারের সাবেক ওই দুই সেনা সদস্য স্বীকার করেছে, রোহিঙ্গা গণহত্যা, হত্যার পর গণকবর দেয়া, রোহিঙ্গা গ্রামগুলোয় ধ্বংসযজ্ঞ চালানো এবং ধর্ষণের যেসব অভিযোগ মিয়নমার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে উঠেছে, তা সবই সত্য।[৩২৬] এরপর চ্যাও মিও অং এবং পার তাও নি নামে আরো দুই জন মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সৈনিক আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে তাদের

---

[৩২০] প্রথম আলো, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=1&edcode=71&pagedate=2020-2-5

[৩২১] ২০২০ সালের ২৩ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক বিচার আদালত রাখাইনে থাকা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে গণহত্যা থেকে রক্ষা করতে মিয়ানমারকে চারটি অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেয়। নির্দেশে মিয়ানমারকে বলা হয়েছে, দেশটিতে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের সুরক্ষা দিতে হবে; সেনাবাহিনী কিংবা তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা অন্য কোনো বাহিনী যেন রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যা না চালায় তা নিশ্চিত করতে হবে। দেশটিতে সংঘটিত গণহত্যার অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কোনো প্রমাণ ধ্বংস করা যাবে না। অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশনা বাস্তবায়নের ব্যাপারে চার মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। এরপর থেকে চূড়ান্ত রায় না দেয়া পর্যন্ত ছয় মাস অন্তর অন্তর একটি করে প্রতিবেদন দিতে হবে। http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=209747

[৩২২] প্রথম আলো, ৯ এপ্রিল ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1649814/

[৩২৩] বাংলা ট্রিবিউন, ২৭ মে ২০২০; https://www.banglatribune.com/national/news/625472/

[৩২৪] প্রথম আলো, ৯ এপ্রিল ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1649814/; আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের নির্দেশের পর ২৪ জানুয়ারি মধ্যরাতে মিয়ানমার সেনাবাহিনী রাখাইনে রোহিঙ্গাদের গ্রাম কিন তং এ গোলাবর্ষণ করে। এতে অন্তঃসত্ত্বা এক নারীসহ দুই জন রোহিঙ্গা নিহত এবং সাতজন আহত হন। গোলার আঘাতে দুটি বাড়ি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। ২৯ ফেব্রুয়ারি রাখাইনের বু তা লোন গ্রামে মিয়ানমার সেনাবাহিনী গোলাবর্ষণ করলে ১২ বছরের এক শিশুসহ ৫ জন রোহিঙ্গা নিহত হন। যুগান্তর, ২ মার্চ ২০২০; https://www.jugantor.com/international/284467; ২৬ মে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) মিয়ামারের রাখাইন রাজ্যের নতুন কিছু স্যাটেলাইট ছবি প্রকাশ করেছে। এইসব ছবিতে ১৬ মে রাখাইনের লেত কার গ্রামে তীব্র আগুন জ্বলতে দেখা যায়। সংস্থাটির বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেখানে প্রায় দুইশো বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। লেত কার গ্রামে এই ধ্বংসযজ্ঞের সঙ্গে রোহিঙ্গা নিপীড়নের চিত্রের মিল রয়েছে বলে সংস্থাটি জানিয়েছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ২৬ মে ২০২০; https://www.hrw.org/news/2020/05/26/myanmar-imagery-shows-200-buildings-burned

[৩২৫] নয়াদিগন্ত, ৫ জুলাই ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/513053

[৩২৬] প্রথম আলো, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/world/ছেলেবুড়ো-যাকেই-দেখবে-হত্যা-করবে

জবানবন্দি দিয়েছে। সেখানে তারা রোহিঙ্গাদের ওপর নির্মম নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছে।[৩২৭]

৮৬. রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি না হওয়ায় বহু সংখ্যংক রোহিঙ্গা শরণার্থী ২০২০ সালে সাগরের বিপজ্জনক পথ পাড়ি দিয়ে বিদেশে যাবার চেষ্টা করেন। ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে সমুদ্রে ভাসমান থাকা ৩৩ জন শিশুসহ ৩০০'র বেশি রোহিঙ্গাকে উদ্ধার করে তাঁদের ভাসানচরে পাঠানো হয়। জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস রোহিঙ্গাদের সেখান থেকে নিরাপদে কক্সবাজারে সরিয়ে আনার আহ্বান জানালেও তাতে সাড়া দেয়নি বাংলাদেশ সরকার। ভাসানচরে রাখা রোহিঙ্গাদের পরিবারগুলো বলেছে, তাঁদের খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবা না দিয়ে জেলখানার মতো সেখানে আটকে রাখা হয়েছে। এমনকি রোহিঙ্গা নারী শরণার্থীদের কেউ কেউ ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া রোহিঙ্গারা সেখানে খাবার পানির তীব্র সংকটে ভুগছেন। কিছু শরণার্থী অভিযোগ করেছেন, ভাসানচরে তাঁদের মারধর করেছে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ।[৩২৮] এই পরিস্থিতিতে ২০২০ সালের ৪ ডিসেম্বর সরকার প্রথম দফায় ১ হাজার ৬৪২ জন[৩২৯] এবং ২৯ ডিসেম্বর দ্বিতীয় দফায় ১ হাজার ৮০৪ জন[৩৩০] রোহিঙ্গাকে ভাসানচরে স্থানান্তর করে। উল্লেখ্য, ভাসানচরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে কী ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে সেটা না দেখে রোহিঙ্গাদের ভাসানচরের মত দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। এছাড়া ভাসানচরের মতো একটি দুর্গম এলাকায় রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার লঙ্ঘন হলে তার সঠিক তথ্য সংবাদ/মানবাধিকার কর্মীদের কাছে পৌঁছাবে কিনা সেই ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। সেখানে চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা রয়েছে বলেও জানা গেছে। যদিও সরকার ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের স্থানান্তরের বিষয়টিকে 'স্বেচ্ছায় স্থানান্তর' বলে দাবি করে আসছে। কিন্তু হিউম্যান রাইটস ওয়াচের বিবৃতি অনুযায়ী অনেককে জোরপূর্বক সেখানে স্থানান্তর করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এইচআরডব্লিউ ১২টি পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারে যে তাঁদের নাম তালিকায় রয়েছে, তবে তাঁরা স্বেচ্ছায় সেখানে যাননি। রোহিঙ্গারা আরো জানান, তালিকায় থাকা কিছু শরণার্থী জোরপূর্বক স্থানান্তরের ভয়ে পালিয়ে গেছেন।[৩৩১]

২৮ ডিসেম্বর কক্সবাজার জেলার উখিয়ার কুতুপালং রোহিঙ্গা শরনার্থী ক্যাম্প থেকে রোহিঙ্গা শরনার্থীদের নিয়ে ভাসানচরের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়া বাসের ছবি তোলার সময় রোহিঙ্গা আলোকচিত্রী আবুল কালামকে গ্রেপ্তার করে কুতুপালং ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর তাঁকে সেখানে আটকে রেখে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আইন অনুযায়ী গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে আদালতে হাজির করার নিয়ম থাকলেও আবুল কালামকে ৩০ ডিসেম্বর বিকেল পর্যন্ত

[৩২৭] যুগান্তর, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/343815

[৩২৮] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ রিপোর্ট, ৯ জুলাই ২০২০; https://www.hrw.org/news/2020/07/09/bangladesh-move-rohingya-dangerous-silt-island দি গার্ডিয়ান, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.theguardian.com/world/2020/sep/22/rohingya-refugees-allege-sexual-assault-on-bangladeshi-island

[৩২৯] ভাসানচরে জীবন শুরু/ প্রথম আলো, ৫ ডিসেম্বর ২০২০/ ঢাকা ট্রিবিউন, ৫ ডিসেম্বর ২০২০; https://www.dhakatribune.com/bangladesh/rohingya-crisis/2020/12/04/rohingyas-sail-for-bhashan-char-as-relocation-begins

[৩৩০] ডেইলি স্টার, ২৯ ডিসেম্বর ২০২০; https://www.thedailystar.net/rohingya-crisis/news/1772-rohingyas-leave-ctg-bhasan-char-2018993

[৩৩১] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ৩ ডিসেম্বর ২০২০; https://www.hrw.org/news/2020/12/03/bangladesh-halt-rohingya-relocations-remote-island / এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর বিবৃতি ৩ ও ১০, ডিসেম্বর ২০২০; https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/12/bangladesh-halt-relocation-of-rohingya-refugees-to-remote-island/ https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1334462020ENGLISH.pdf আল-জাজিরা, ২৭ ডিসেম্বর ২০২০; https://www.aljazeera.com/news/2020/12/27/bangladesh-to-move-new-group-of-rohingya-to-remote-island

কুতুপালং পুলিশ ব্যারাকে আটকে রাখা হয়। ৩১ ডিসেম্বর পুলিশ আবুল কালামকে দন্ডবিধির ১৪৩[৩৩২]*, ১৮৬*[৩৩৩] *এবং ৩৫৩*[৩৩৪] *ধারায় অভিযুক্ত করে আদালতে হাজির করলে আদালত তাঁকে কক্সবাজার জেলা কারাগারে পাঠান।*[৩৩৫] *৪ জানুয়ারি আবুল কালামকে কক্সবাজার জেলার উখিয়া জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জামিন মঞ্জুর করলে তিনি ৬ জানুয়ারি কারাগার থেকে মুক্তি পান।*[৩৩৬]

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা

৮৭.রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন ও দায়মুক্তির প্রতিবাদ করা এবং এই সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ করার কারণে *অধিকার* এর কণ্ঠরোধ করতে সরকার *অধিকার* এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, দুর্নীতি দমন কমিশন, নির্বাচন কমিশন এবং সরকার সমর্থকদের মালিকানাধীন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে ব্যবহার করেছে। *অধিকার* এর ওপর ২০১৩ সালে যে নিপীড়ন শুরু হয়েছিল তার কোন পরিবর্তন হয়নি ২০২০ সালেও। ২০১৪ সালে *অধিকার* সংস্থার নিবন্ধন নবায়নের[৩৩৭] জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে আবেদন করলেও ২০২০ সালে তা নবায়ন করা হয়নি। মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো গত সাত বছর ধরে *অধিকার* এর প্রকল্পের অনুমোদন এবং অর্থছাড় দেয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে রেখেছে। সরকারি নিপীড়নের অংশ হিসেবে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকও *অধিকার* এর একাউন্টগুলো স্থগিত করে রেখেছে এবং বিভিন্নভাবে হয়রানি করছে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে সোচ্চার থাকার কারণে নজরদারির মধ্যে রয়েছেন। *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালকের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা এখনও বহাল রয়েছে। সরকারের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও মতপ্রকাশে বাধা দেয়ার কারণে *অধিকার* তার প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রেও সেল্ফসেন্সরশিপ করতে বাধ্য হয়েছে। এই ধরনের প্রতিকূলতার মধ্যেও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে অবিচল থাকার কারণেই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এখনও কাজ করে চলেছেন। এই সময়ে পুলিশ হেফাজতে নির্যাতনের তথ্য সংগ্রহকালে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুষ্টিয়ার মানবাধিকার কর্মী হাসান আলীকে কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাত ফোন করে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন।

---

[৩৩২] যে ব্যক্তি কোন বেআইনী সমাবেশের সদস্য হলে এই ধারার আওতায় সেটা অপরাধ হবে। বেআইনী সমাবেশ হতে হলে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির একই উদ্দেশ্যেএকত্রিত হওয়া প্রয়োজন।

[৩৩৩] কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন সরকারী কর্মচারীকে তার কার্যসম্পাদনে বাধা প্রদান করলে অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে বাধা প্রদান প্রত্যক্ষভাবে হতে হবে, পরোক্ষভাবে করলে এই ধারার আওতায় সেটা অপরাধ হবে না।

[৩৩৪] যে ব্যক্তি কোন সরকারী কর্মচারির আইনানুগ কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে আক্রমণ বা তার প্রতি বলপ্রয়োগ করলে সেটা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

[৩৩৫] রোহিঙ্গা আলোকচিত্রী আবুল কালামের মুক্তি দাবি, প্রথম আলো ১ জানুয়ারি ২০২১; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=5&edcode=71&pagedate=2021-1-1

[৩৩৬] ঢাকা ট্রিবিউন ৬ জানুয়ারি ২০২১; https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2021/01/06/despite-securing-bail-rohingya-photographer-in-jail-due-to-procedural-issues

[৩৩৭] ১৩ মে ২০১৯ তারিখে *অধিকার* সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন (নং. ৫৪০২/২০১৯) দাখিল করলে গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে দাখিলকৃত অধিকারের নিবন্ধন নবায়ন আবেদন বিষয়ে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিষ্ক্রিয়তা কেন আইনবর্হিভূত বলে গণ্য করা হবে না এবং কেন ২০১৫ সাল থেকে *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নের ক্ষেত্রে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে আইন অনুযায়ী নির্দেশনা দেয়া হবে না মর্মে আদালত এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রতি একটি রুল জারি করে। এই রুলটির ব্যাপারে দুই সপ্তাহের মধ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে জবাব দিতে বলা হলেও ব্যুরো *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নের বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

সুপারিশসমূহ

১. বাংলাদেশের জনগণকে কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে একটি স্বচ্ছ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনী গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জরুরি ভিত্তিতে সহায়তা দেয়া আবশ্যক।

২. সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণের কর্মকাণ্ড থেকে নিবৃত হতে হবে।

৩. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন এবং অমানবিক ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে এবং ফৌজদারী আইনুযায়ী সাজা দিতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principals on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials মেনে চলতে হবে।

৪. নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

৫. গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে। গুমকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে আখ্যা দিয়ে আভ্যন্তরীণ আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং গুমের সঙ্গে জড়িতদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৬. দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। সভা-সমাবেশের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের নামে মামলা দেয়া বন্ধ করতে হবে। বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে।

৭. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। সাংবাদিকসহ সমস্ত মানবাধিকার কর্মীর বিরুদ্ধে দায়ের করা সবগুলো মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং তাঁদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি ও ইসলামিক টিভি'র ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

৮. বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩), ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ ও এর বিধিমালা ২০২০ সহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন ও এই আইনগুলোর আওতায় দায়ের করা মামলাগুলো অবিলম্বে বাতিল বা প্রত্যাহার করতে হবে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাহতকারী ইন্টারনেটের ওপর নজরদারী বন্ধ করতে হবে।

৯. তৈরি পোশাক শিল্প এবং অন্যান্য শিল্প কারখানার শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে, শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন-ভাতা দিতে এবং শিল্প কারখানাগুলোকে পরিকল্পিতভাবে সঠিক অবকাঠামো ও পর্যাপ্ত সুবিধাসহ গড়ে তুলতে হবে। তৈরি পোশাক শিল্পকারখানাসহ সমস্ত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ আইএলও কনভেশন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। নির্মাণ শিল্পসহ অন্যান্য ইনফরমাল সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য সুষ্ঠু নীতিমালা ও মজুরী কাঠামো তৈরি করতে হবে।

১০. অভিবাসী শ্রমিক বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। মানবপাচারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখিন করতে হবে। অভিবাসী শ্রমিক যারা বিদেশে অর্থনৈতিক, শারীরিক ও মানসিক

ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছেন; এই বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করে তাদের সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোকে পদক্ষেপ নিতে হবে।

১১. সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় যেসব নাগরিক তাঁদের ভাষা, জাতি বা ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সংখ্যালঘু, তাঁদের জানমালের সুরক্ষা দিতে হবে এবং তাঁদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র ও সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকারকে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনতে হবে।

১২. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে অপরাধীদের বিচার করে শাস্তি দিতে হবে। পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য সব জেলায় আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। ২০১০ সালে দেয়া আদালতের রায় অনুযায়ী যৌন হয়রানি বা উত্ত্যক্ত করার সজ্ঞা অর্ন্তভুক্ত করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ১০ ধারা সংশোধন করতে হবে।

১৩. সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক হত্যা-নির্যাতনসহ সব ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশের ওপর ভারত সরকারের আগ্রাসন বন্ধ করতে হবে।

১৪. গণহত্যা এবং মানবতা বিরোধী অপরাধের শিকার রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের নিজ দেশে নিরাপদ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে হবে এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর সংঘটিত অপরাধের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ভাসানচরে স্থানান্তর বন্ধ করতে হবে।

১৫. *অধিকার* এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালকের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়ন করতে হবে।

- সমাপ্ত -

Appendix:

Statistics on Human Rights Violations between 2009 and 2020

The Awami League to power on 6 January, 2009 and has been in power since then.

Table: 1

Extrajudicial killings: 2009 - 2020																				
Year(s)	RAB	Police	RAB-Police	Joint Force	Ansar	Army	BGB (Former BDR)	Police-BGB (former BDR)	RAB- Coast Guard	RAB-Police-Coast Guard	Coast Guard	DB Police	Forest Guard	Jail authorities/Police	Police and Armed Police Battalion, RAB, BGB	Armed Battalion	BGB-RAB	Railway Police	Security Forces	Para Commando	**Grand Total**
2020	62	119	0	0	0	4	30	0	0	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0	0	**225**
2019	101	203	0	1	0	4	56	4	0	0	1	20	0	0	0	0	0	0	0	1	**391**
2018	136	276	0	0	0	0	2	0	0	0	2	46	1	0	0	0	2	0	1	0	**466**
2017	33	117	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**155**
2016	51	118	0	1	0	0	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**178**
2015	53	126	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**186**
2014	29	119	0	11	1	2	5	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	**172**
2013	38	175	1	8	0	0	11	32	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	**329**
2012	40	18	2	0	3	0	2	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**70**
2011	43	31	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	**84**
2010	68	43	9	0	0	0	1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**127**
2009	41	75	25	0	2	3	5	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	**154**
Total	**695**	**1420**	**41**	**22**	**6**	**15**	**120**	**37**	**15**	**3**	**7**	**77**	**2**	**5**	**64**	**1**	**4**	**1**	**1**	**1**	2537

Table: 1.1

Crossfire/Gunfight/Encounter: 2009-2020														
Year (s)	RAB	Police	RAB-Police	Joint Force	Army	BGB (Former BDR)	Police-BGB	RAB- Coast Guard	RAB-Police-Coast Guard	Coast Guard	DB Police	Forest Guard	BGB-RAB	**Grand Total**
2020	61	97	0	0	4	25	0	0	0	0	9	0	0	**196**
2019	101	193	0	1	4	53	4	0	0	1	19	0	0	**376**
2018	136	270	0	0	0	2	0	0	0	2	45	1	2	**458**
2017	32	104	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	**139**
2016	51	92	0	1	0	0	1	4	0	0	2	0	0	**151**
2015	48	97	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	**148**
2014	23	83	0	8	0	0	0	0	0	3	0	0	2	**119**
2013	27	36	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**65**
2012	40	7	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	**53**
2011	42	15	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	**65**
2010	65	21	9	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	**101**
2009	38	63	25	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	**129**
Total	**664**	**1078**	**40**	**13**	**12**	**82**	**5**	**15**	**3**	**6**	**77**	**1**	**4**	**2000**

Table: 1.2

Tortured to death by LEA: 2009-2020								
Year(s)	RAB	Police	Army	BGB (Former BDR)	Coast Guard	DB Police	Jail authorities/ Police	**Grand Total**
2020	1	17	0	0	0	0	1	**19**
2019	0	6	0	0	0	0	0	**6**
2018	0	5	0	0	0	1	0	**6**
2017	1	10	1	1	0	0	0	**13**
2016	0	10	0	0	0	1	0	**11**
2015	2	6	0	0	0	0	0	**8**
2014	1	9	1	0	0	0	0	**11**
2013	1	10	0	0	0	0	0	**11**
2012	0	5	0	1	0	0	1	**7**
2011	1	14	0	0	0	0	2	**17**
2010	2	20	0	0	0	0	0	**22**
2009	3	11	0	5	1	0	1	**21**
Total	**12**	**123**	**2**	**7**	**1**	**2**	**5**	**152**

Table: 1.3

Beaten to death by LEA: 2009-2020					
Year (s)	RAB	Police	BGB (Former BDR)	Railway Police	**Grand Total**
2020	0	2	0	0	**2**
2019	0	1	0	0	**1**
2018	0	0	0	0	**0**
2017	0	2	0	0	**2**
2016	0	2	0	1	**3**
2015	1	2	0	0	**3**
2014	0	1	3	0	**4**
2013	1	6	0	0	**7**
2012	0	2	0	0	**2**
2011	0	1	0	0	**1**
2010	1	0	1	0	**2**
2009	0	0	0	0	**0**
Total	**3**	**19**	**4**	**1**	**27**

Table: 1.4

Shot to death by LEA: 2009-2020														
Year (s)	RAB	Police	RAB-Police	Army	Joint Force	Ansar	BGB (Former BDR)	RAB- Coast Guard	Police- BGB	Police and Armed Police Battalion, RAB, BGB	Armed Police Battalion	Forest Guard	Para Commando	**Grand Total**
2020	0	3	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	**8**
2019	0	4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	**8**
2018	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
2017	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
2016	0	11	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	**13**
2015	0	19	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	**22**
2014	6	25	0	1	3	1	2	0	0	0	0	0	0	**38**
2013	9	126	1	0	6	0	10	1	28	64	0	0	0	**245**
2012	0	4	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	**8**
2011	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
2010	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
2009	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	**4**
Total	**15**	**199**	**1**	**1**	**9**	**6**	**25**	**1**	**28**	**64**	**1**	**1**	**1**	**352**

Table: 1.5

Suffocated to death: 2009-2020		
Years	**Police**	**Grand Total**
2020	0	**0**
2019	0	**0**
2018	0	**0**
2017	0	**0**
2016	0	**0**
2015	1	**1**
2014	0	**0**
2013	1	**1**
2012	0	**0**
2011	0	**0**
2010	0	**0**
2009	0	**0**
Total	**2**	**2**

Table: 1.6

Others: 2009-2020			
Years	**Police**	**BGB**	**Grand Total**
2020	0	0	**0**
2019	0	0	**0**
2018	0	0	**0**
2017	0	0	**0**
2016	0	0	**0**
2015	3	1	**4**
2014	0	0	**0**
2013	0	0	**0**
2012	0	0	**0**
2011	0	0	**0**
2010	0	0	**0**
2009	0	0	**0**
Total	**3**	**1**	**4**

Table: 2

Enforced Disappearances (2009 - 2020): Responsible State Agencies								
Year(s)	**Total number of the disappeared persons**	Allegedly disappeared by						
		RAB	Police	RAB-DB Police	DB Police	Industrial Police	Ansar-Police	Other Law Enforcement Agency
2020	**31**	8	7	0	6	0	0	10
2019	**34**	9	5	0	7	0	0	13
2018	**98**	10	25	0	48	0	0	15
2017	**90**	15	20	1	20	0	0	34
2016	**93**	27	15	2	22	0	0	27
2015	**67**	24	5	4	24	0	2	8
2014	**39**	25	2	3	8	0	0	1
2013	**54**	21	1	0	19	0	0	13
2012	**27**	10	1	2	6	1	0	7
2011	**32**	15	2	0	11	0	0	4
2010	**19**	14	2	0	2	0	0	1
2009	**3**	3	0	0	0	0	0	0
Total	**587**	**181**	**85**	**12**	**173**	**1**	**2**	**133**

Table: 2.1

Enforced Disappearances 2009 - 2020: Present Status of the Victims				
Year	Still disappeared	Disappeared then found dead	Surfaced alive	**Total number of disappeared persons**
2020	3	6	22	**31**
2019	9	8	17	**34**
2018	20	12	66	**98**
2017	9	9	72	**90**
2016	8	14	71	**93**
2015	6	11	50	**67**
2014	8	10	21	**39**
2013	33	2	19	**54**
2012	14	1	12	**27**
2011	24	5	3	**32**
2010	13	2	4	**19**
2009	2	1	0	**3**
Total	**149**	**81**	**357**	**587**

Table: 3

Public Lynching: 2009 - 2020	
Year (s)	**Total**
2020	40
2019	56
2018	48
2017	47
2016	53
2015	132
2014	116
2013	125
2012	132
2011	161
2010	174
2009	127
Total	**1211**

Table: 4

Death in Jail: 2009-2020	
Year (s)	Jail Custody
2020	76
2019	60
2018	81
2017	58
2016	63
2015	51
2014	54
2013	59
2012	63
2011	105
2010	60
2009	50
Total	**780**

Table: 5

Statistics of Death Penalty: 2010-2020			
Year (s)	Death Penalty (Given)	Execution of death sentence	Seeking Clemency
2020	218	2	0
2019	327	2	0
2018	319	0	0
2017	303	3	0
2016	229	6	0
2015	173	3	0
2014	176	0	0
2013	291	2	0
2012	77	1	0
2011	97	4	2
2010	76	9	0
Total	**2286**	**32**	**2**

Table: 6

Freedom of the Media: 2009-2020											
Year (s)	Killed	Injured	Assaulted	Attacked	Arrested	Abducted	Threatened	Tortured	Sued	Miscellaneous	**Total**
2020	0	74	31	28	7	3	17	1	70	4	**235**
2019	0	45	5	5	4	0	12	1	30	2	**104**
2018	0	71	22	2	4	0	11	1	15	0	**126**
2017	1	24	9	1	0	0	11	0	7	0	**53**
2016	0	53	16	1	1	0	9	0	31	10	**121**
2015	1	90	10	4	10	0	34	1	18	17	**185**
2014	1	92	24	2	6	0	19	0	33	13	**190**
2013	0	146	37	7	5	0	33	1	19	27	**275**
2012	5	161	50	10	0	0	63	2	36	15	**342**
2011	0	139	43	24	1	0	53	0	23	8	**291**
2010	4	118	43	17	2	1	49	0	13	16	**263**
2009	3	84	45	16	1	2	73	0	23	19	**266**
Total	**15**	**1097**	**335**	**117**	**41**	**6**	**384**	**7**	**318**	**131**	**2451**

Table: 7

Arrest under Digital Security Act: 2018-2020	
Years	**Grand Total**
2020	**142**
2019	**42**
2018	**15**
Total	**199**

* The cases of arrests under the Digital Security Act 2018 that are documented are those where the presentations/statements in question are considered critical against high officials of the government and their families. Besides some people were arrested under this Act as they have critical religious views

Table: 8

Political Violence: 2009-2020			
Year (s)	**Killed**	**Injured**	**Total**
2020	**73**	**2883**	**2956**
2019	70	3467	**3537**
2018	120	7051	**7171**
2017	77	4635	**4712**
2016	215	9053	**9268**
2015	197	8312	**8509**
2014	190	9429	**9619**
2013	504	24176	**24680**
2012	169	17161	**17330**
2011	135	11532	**11667**
2010	220	13999	**14219**
2009	251	15559	**15810**
Total	**2221**	**127257**	**129478**

Table: 8.1

Year (s)	Killed : Intra party clash		Injuries: Intra party clash			Total Incidents of Intra Party clash		
	AL	BNP	AL	BNP	Others	AL	BNP	Others
2020	41	0	2243	96	6	229	8	**0**
2019	39	1	2826	62	23	234	6	3
2018	53	3	3225	115	0	281	14	0
2017	66	0	3327	225	10	314	22	1
2016	73	3	3586	232	5	335	15	1
2015	40	2	3884	157	12	364	11	1
2014	43	2	4247	397	119	374	39	6
2013	28	6	2980	1592	68	263	140	3
2012	37	6	4330	1619	47	382	146	5
2011	22	3	3770	1234	20	340	104	4
2010	38	7	5614	1146	60	576	92	9
2009	38	2	6092	865	0	663	75	0
Total	**518**	**35**	**46124**	**7740**	**370**	**4355**	**672**	**33**

Table: 9

Rape: 2009 - 2020

Years (s)	Total number of victims	Total number of children	Total number of women	Total unknown age	Gang Rape			Sub-total of gang rape	Killed after being raped			Sub-total of gang rape	Committed suicide after being raped			Sub-total of gang rape
					Children	Women	Unknown age		Children	Women	Unknown age		Children	Women	Unknown age	
2020	1538	919	577	42	154	182	9	**345**	23	25	1	**49**	7	1	0	**8**
2019	1080	737	330	13	137	150	7	**294**	32	10	0	**42**	5	2	0	**7**
2018	635	457	176	2	88	89	0	**177**	32	15	0	**47**	1	1	0	**2**
2017	783	553	225	5	108	93	2	**203**	18	14	0	**32**	5	4	0	**9**
2016	757	511	232	14	99	107	6	**212**	12	17	2	**31**	2	1	0	**3**
2015	789	479	293	17	131	141	5	**277**	33	32	0	**65**	3	2	0	**5**
2014	666	393	244	29	92	118	17	**227**	34	31	1	**66**	5	7	0	**12**
2013	814	452	336	26	94	127	15	**236**	40	30	1	**71**	4	2	0	**6**
2012	805	473	299	33	84	101	12	**197**	39	31	5	**75**	10	0	0	**10**
2011	711	450	246	15	115	119	5	**239**	34	54	2	**90**	9	4	0	**13**
2010	559	311	248	0	95	119	0	**214**	30	61	0	**91**	5	2	0	**7**
2009	456	243	213	0	79	97	0	**176**	33	64	0	**97**	4	4	0	**8**
Total	**9593**	**5978**	**3419**	**196**	**1276**	**1443**	**78**	**2797**	**360**	**384**	**12**	**756**	**60**	**30**	**0**	**90**

Table: 10

Dowry related violence against (married) women: 2009-2020				
Years	**Killed**	**Physically abused**	**Suicide**	**Total**
2020	89	106	4	**199**
2019	48	55	0	**103**
2018	71	69	2	**142**
2017	118	127	11	**256**
2016	107	94	5	**206**
2015	119	77	6	**202**
2014	123	103	11	**237**
2013	158	261	17	**436**
2012	273	535	14	**822**
2011	305	192	19	**516**
2010	235	122	22	**379**
2009	227	81	11	**319**
Total	**1873**	**1822**	**122**	**3817**

Table: 11

Sexual Harassment / Stalking: 2011- 2020			
Year (s)	**Number of victim girls**	**Number of protesting female relatives/ friends attacked (by stalker/s)**	**Number of protesting male relatives/ friends attacked (by stalker/s)**
2020	157	26	3
2019	189	11	28
2018	157	8	44
2017	242	24	83
2016	271	15	84
2015	191	10	95
2014	272	16	40
2013	357	9	89
2012	479	20	122
2011	672	42	187
Total	**2987**	**181**	**775**

Table: 12

Acid Violence: 2009-2020					
Year (s)	**Women**	**Men**	**Girls**	**Boys**	**Grand Total**
2020	19	7	7	0	**33**
2019	15	7	6	3	**31**
2018	11	5	6	4	**26**
2017	33	9	9	1	**52**
2016	26	7	5	2	**40**
2015	29	10	7	1	**47**
2014	44	7	10	5	**66**
2013	36	10	5	2	**53**
2012	58	17	20	10	**105**
2011	57	25	10	9	**101**
2010	84	32	16	5	**137**
2009	64	20	13	4	**101**
Total	**476**	**156**	**114**	**46**	**792**

Table: 13

Human Rights Violations by Indian Border Security Force (BSF) against Bangladeshi Citizens: 2009-2020									
Years (s)	**Killed**	**Injured**	**Abducted**	**Missing**	**Rape**	**Snatching/ Looting**	**Push in**	**Other**	**Grand Total**
2020	51	27	7	0	0	0	0	0	**85**
2019	41	40	34	0	0	0	0	0	**115**
2018	11	24	16	0	0	0	0	0	**51**
2017	25	39	28	0	0	0	0	0	**92**
2016	29	36	22	0	0	0	0	0	**87**
2015	44	60	27	1	0	0	0	0	**132**
2014	35	68	99	2	0	0	0	5	**209**
2013	29	79	127	0	1	77	41	0	**354**
2012	38	100	74	1	0	9	0	16	**238**
2011	31	62	23	0	0	0	0	9	**125**
2010	74	72	43	2	0	1	5	0	**197**
2009	98	77	25	13	1	1	90	3	**308**
Grand Total	**506**	**684**	**525**	**19**	**2**	**88**	**136**	**33**	**1993**